শ্রীশ্রীগয়ামাহাত্ম্য।

অর্থাৎ

বায়ুপুরাণান্তর্গত অষ্টাধ্যায়াত্মক পুস্তক।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সমূল গৌড়ীয়

সাধুভাষায় প্রতিপাদিত।

[illegible] নিবাসী

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র রায় মহাশয়ের

অনুমত্যনুসারে

কলিকাতা।

চিৎপুর রোড বটতলা ২৪৬ সংখ্যক ভবনে

শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানির

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৮৭

প্রতিজ্ঞাপত্র।

ইষ্টনিষ্ঠ গরিষ্ঠ ধর্ম্মিষ্ঠ হিন্দু মহানুভাব জনগণের সন্নিধানে মদীয় নিবেদন এতৎ, মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত সূতশৌনক সংবাদ সমন্বিত বায়ু পুরাণ, যাহা অষ্টাদশ মহাপুরাণ মধ্যে এক প্রধান পুরাণ রূপে গণ্য হয়, তদন্তর্গত বায়ুপ্রোক্ত গয়ামাহাত্ম্য, যদভিমতা গয়াশ্রাদ্ধানুষ্ঠান পদ্ধতি, যাহা মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বাচস্পতিমিশ্র কর্ত্তৃক বিরচিতা; এতদ্দেশে এতদুভয়ের স্বরূপার্থ ভাষা প্রবন্ধে প্রতিভাষিত না থাকা প্রযুক্ত সাধারণ লোকের গয়াধামের প্রকৃত মহিমা এবং তৎক্ষেত্রে কৃতশ্রাদ্ধের ফলাফল উভয়ের পরিগ্রহ হয় না। কেবল শাস্ত্র সিদ্ধ জন শ্রুতি বশতঃ দৃঢ় বিশ্বাসে নির্ভর করতঃ সকলেই গয়াধামে গিয়া শ্রাদ্ধাদি করিতে সমুৎসুক হন। কিন্তু ক্ষেত্রের যে কোন্ স্থানে কোন্ কর্ম্ম করিতে হয় তাহার কিছুমাত্র পরিবেদনা করিবার ক্ষমতা রাখেন না। শুদ্ধ অন্ধের ন্যায় অন্ধানুগতি করিয়া থাকেন, অর্থাৎ মাগধীয় পুরোহিতগণেরা যে স্থানে লইয়া যান্ সেই স্থানেই যাইতে হয়, যে রূপ মন্ত্র পাঠ করান্ তাহাই পাঠ করিতে হয়, বিহিতা বিহিত ও শুদ্ধাশুদ্ধের বিষয় কিছুই পরিগ্রহ করা যায় না।

তন্নিমিত্ত জেলা বর্দ্ধমানান্তর্গত মণিরামবাটী নিবাসী পরোপকার পরায়ণ, ধার্ম্মিকবর, ধর্ম্ম সংস্থাপনা কাঙ্ক্ষী, দেশহিতৈষী, মান্য ধন্য বদান্যাগ্র গণ্য, কারুণ্য গুণশালী, সুধীর গম্ভীর বুদ্ধি, সুনির্ম্মল নীরোপম স্বচ্ছান্তঃকরণ সম্পন্ন, বিপন্ন জন পরিত্রাণ করণ পটু, বটু রক্ষণ অসীমগুণ গরিম ভুবিভ্রাবুক ভূম্যধিপতি শ্রীলশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র রায় মহোদয় সমধিক

ক্রমে সম্বিত চিত্তে লোকের হিতসাধন প্রয়াসে অনেক আয়াসে গয়ামাহাত্ম্যাদি গ্রন্থ সংগ্রহ করতঃ সমূল গৌড়ীয় সাধুভাষায় সুললিত গদ্যচ্ছন্দে অনুবাদিত করিতে অনুমতি করেন। তদাজ্ঞানুসারে শ্রীযুক্ত উমাচরণ সেনগুপ্ত কবিরাজের সহায়তায় অস্মৎ কর্ত্তৃক বহুকোবিদ সম্মতা গয়ামাহাত্ম্যানুবাদিত ভাষা পুস্তিকা বিরচিতা হইয়াছে। প্রত্যাশা করি যে এতৎ পুস্তক প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সাধুসদাশয় ও সহৃদয় ধার্ম্মিকবর্গে নিরতিশয় আনন্দ পাথোধি সলিলে অবশ্যই নিমজ্জমান হইবেন? পিত্রাদি ঋণত্রয় পরিমোচক পরম পুরুষার্থ সাধনোপায়ীভূত সর্ব্বতীর্থোত্তম গয়াতীর্থ; যাহাকে পিতৃ তীর্থ বলিয়া সকলেই নমস্কার করেন। তৎক্ষেত্রোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ও তৎস্থান ক্রম বিধি নিয়মাদি এবং তৎ তৎফলাদি নিয়োগ বিষয়ক পরিজ্ঞানে পরাঙ্মুখতাচারী হওয়া অতিশয় দুর্ভাগ্যের কার্য্য বলিতে হয়। কিন্তু কালক্রমে তাহাই ঘটিয়া উঠিয়াছে; যে হেতু এতদ্দেশজাত ধরণী বিবুধ বুধগণেরা তদুৎসাহ সম্বর্দ্ধনার্থ সাধারণ জন প্রতি বিশেষ উপদেশ করেন না। তাহারও কারণ এই উপলব্ধি হয়, যে তৎ তৎশাস্ত্রের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন বা শাস্ত্রাদি সত্বে অলসতা অথবা নিরর্থ পরিশ্রম জ্ঞানে পরাঙ্মুখতাচরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাও অতিশয় অনুচিত, যে হেতু এতদ্দেশজাত আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিপ্রবরাবর জাতি সামান্যে স্ত্রী পুরুষাদি সকলেরই প্রায় এতৎ গয়া ক্ষেত্রোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি বিশেষ যত্ন আছে; এবং তন্মাহাত্ম্য শ্রবণ সমন্বিত তীর্থ কর্ত্তব্যতার পরিজ্ঞানে সংপূর্ণরূপ আগ্রহতাও আছে; এমত স্থলে তদুপযোগিগ্রন্থাদির প্রচার বাঞ্ছা রাখা অতি আবশ্যক। এক্ষণে উপদেশ বৈগুণ্যে বা সদুপদেষ্টার অভাবে জনসকলের সম্যক্‌রূপ অভিলাষের পরিপূর্ত্তি হইতেছে না। তন্নিমিত্ত সুনির্ম্মল চিত্ত প্রসত্তিলাভের ব্যাঘাতও জন্মিতেছে।

বস্তুতস্তু, আদৌ তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণ, পরে তীর্থ কর্ত্তব্যতার পরিজ্ঞান, এতদুভয়ের অভাবে তীর্থ নিষ্পাদ্য কর্ম্মের অঙ্গ বৈলক্ষণ্যাদি দোষ জন্মিতে

পারে; এবং সেই জনিত দোষে ফলগত তারতম্যাদি ও বৈফল্যের বিস্তর সম্ভাবনা বিশেষতঃ তীর্থ গমন প্রভৃতি প্রবৃত্তিও অসম্ভাবিতা হয়। এতজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত ভূম্যধিকারিবরের অনুমতি ক্রমে অস্মৎ কর্ত্তৃক এই গোক্ষোপ-যোগিনী পরমার্থকবী পুস্তিকা প্রকল্পিতা হয়। এক্ষণে উক্ত মহানুভাব ভূম্যধিপতির আনুকূল্যে মুদ্রাঙ্কিতা হইয়া জনোপকারার্থে তৎকর্ত্তৃক বিতরিতা হইবেক।

অনন্তর সুধীগণ সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি যে এই লঘুবিদ্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক গূঢ়ভাব সমন্বিত সংস্কৃত শাস্ত্রানুবাদ পরিশুদ্ধরূপে সম্পন্ন হওয়া সুদূর পরাহত, শুষ্ক কর সিঞ্চনে সমুদ্র শোষণ ন্যায় অথবা বামনের চন্দ্র গ্রহণবৎ আশামাত্র! অযোগ্য ফললোভ্য কৃষ্টচিত্ততা প্রযুক্ত উপহাসের পাত্রভূত হওয়াই সার হইয়াছে। সুতরাং বুধগণ সন্নিধানে সাঞ্জলিপুট বিনয় সহকারে এই নিবেদন, যে এতদ্গ্রন্থে প্রণালীগত, বা অলঙ্কার গত কিম্বা ভাবগত বৈলক্ষণ্যাদি, অথবা অনন্বিত শব্দ বিন্যাসাদি জন্য রচনায় কোন দোষোদ্ভাবিত হইয়া থাকে, তবে সাধুগণেরা তাহার প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া অস্মদুৎসাহ সংবর্দ্ধনার্থে শূর্পবৎ দোষবর্জ্জন পুরঃসর গুণগ্রহণ করিলেই যৎপরোনাস্তি চরিতার্থতা লাভ করিব। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীনন্দকুমার শর্ম্ম

অথ গ্রন্থানুক্রমণিকা।

অণ্ডাকার গন্ধ গুণময়ী জম্বাদি সপ্তদ্বীপবতী ধরণীর অন্যোন্য দ্বীপ হইতে জম্বুদ্বীপ অতিশ্রেষ্ঠ, তদাপভারতাদি নববর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্ব পুণ্যাশ্রয় অতি পবিত্রস্থান, হিমালয়াদি পুণ্য পর্ব্বতগণে, গঙ্গাদি পুণ্যনদী নিকরে, নৈমিষাদি পুণ্যাশ্রম বন সমূহে পরিবৃত, এবং অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী এবং দ্বারাবতীত্যাদি সপ্তমোক্ষপুরী সমন্বিত; অপর কুরুক্ষেত্র, গয়া, পুষ্কর, প্রভাস, কেদার, চন্দ্রশিখর, কোণার্ক, গোকর্ণ, সেতুবন্ধ, একাম্রকানন ও শ্রীবৃন্দাবনাদি পুণ্যস্থান নিচয় নিচিত ক্ষেত্র মধ্যে গয়াক্ষেত্র যেমন পিতৃকামী জীবের উপকারক ক্ষেত্র, ধরণীতলে এমন ক্ষেত্র আর নাই। যে হেতু অন্যোন্য তীর্থে কেবল আপনার পরিত্রাণ, কিন্তু গয়াক্ষেত্র জীব সকলকে পিতৃগণের সহিত পরিত্রাণ করেন। যাহারা সুপুণ্যদ ভারতভূমে জন্ম গ্রহণ করিয়া গয়াধামে গমন না করে, তাহাদিগের সর্ব্ব রোগাকর মলবাহী এই নশ্বর শরীর ধারণে জীবিত থাকা নিরর্থক, কেবল অমেধ্য মূত্র পুরীষ পূরিত কলেবরের বৃথা ভারবহন করাই সার হয়। গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ না করিয়া অন্য উপায় দ্বারা পিতৃলোকের উদ্ধার করিতে যে বাসনা করা সে কেবল সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গাতীরে কূপখনন করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করণ ন্যায় হয়। যে সকল চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ক্ষেত্ররাজ গয়াধামকে ও তত্রস্থ তীর্থ নিবহকে দর্শন না করে, তাহাদিগের সে চক্ষুকে চক্ষু বলাই সঙ্গত হয় না, বরং ময়ূরপুচ্ছ চিত্রিত চন্দ্রিকার ন্যায় বলিতে কে অপেক্ষা করে! যাহারা পাদবান হইয়া গয়াক্ষেত্রে গমন না করে, তাহাদিগের চরণের সহিত অরণ্যজ

দ্বিজগণের আর বিশেষ কি? সবশ করদ্বয় ধারণ করিয়া যাহারা পিতৃ উদ্দেশে গয়াক্ষেত্রে পিণ্ড নিপাতন না করে, তাহারদিগের বৃথা জন্ম, বৃথা জীবিত; সেই ধিক্ জীবিতদিগের কর, অশুভকর, শুভকরের অন্তর অপ-বিত্র কর, শুদ্ধ শব করন্যায় অশিব কর হয়।

অতএব তীর্থরাজ গয়াধামের মাহাত্ম্য বর্ণন সমন্বিত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থ, যাহা বায়ু পুরাণোদিত সূত শৌনক ও সনৎকুমার নারদ সংবাদে উক্ত হইয়াছে; তাহার প্রথমাধ্যায়ে যজ্ঞসাধন জন্য গয়াসুর দেহ ভিক্ষার্থ ব্রহ্মার মন্ত্রণা এবং গয়াশিরে পিণ্ডদানের মাহাত্ম্যানুবর্ণন, ও গয়াসুরের মস্তকোপরি গয়াধামের সীমানুকীর্ত্তন, ও পিণ্ডদানোপযোগিসামগ্রী কথন। গদাধর এবং ফল্গুতীর্থাদির মহিমা ও অক্ষয়বটাদি সমস্ত তীর্থানু-বর্ণন।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে। গয়াসুরোৎপত্তি ও তত্তপস্যাদি কথন; ব্রহ্মা কর্ত্তৃক তৎশরীর ভিক্ষা ও গয়াসুরের বর প্রার্থনা; ব্রহ্মাদিদেব দ্বারা গয়াসুরের অপুণ্য বর প্রাপ্তি; গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুর আগমন; ব্রহ্মার যজ্ঞারম্ভ, ও গয়া-সুরের নিশ্চলার্থ দেবগণের আগমন; এবং গয়াশিরোপরি ধর্ম্মশিলা সং-স্থাপন; গয়াধামে সর্ব্ব তীর্থানুগমন; গয়া শিরোপরি বিষ্ণ্বাদি দেবতাদিগের পাদাঙ্ক সংস্থাপন; এবং অনেক গিরি কূটাদিদ্বারা গয়শরীরের নিশ্চলতা সাধন তৎ কারণানুবর্ণন।

তৃতীয়াধ্যায়ে। ধর্ম্মব্রতার উপাখ্যান, তৎপতি ব্রহ্মপুত্র মরীচি, তৎ-শাপে ধর্ম্মব্রতার অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ; তাঁহার তপস্যা ও তৎপ্রতি পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদিদেবগণে বর প্রদান করেন; এবং তৎশরীরের শিলাত্ব প্রাপ্তি।

চতুর্থাধ্যায়ে। বিস্তরশঃ ধর্ম্মশিলার মহিমানুবর্ণন প্রসঙ্গে গয়াক্ষেত্রে সর্ব্ব দেবদেবী ও সমস্ত তীর্থাদি পুণ্য স্থান সকলের সমাগম; এবং ধর্ম-

শিলার ও গয়াসুরের মুণ্ড পৃষ্ঠাদিতে বিশেষ বিশেষ পুণ্য স্থানাদির উৎপত্তি কথন ভরতাশ্রমাদি তীর্থে স্নান পিণ্ডদানাদি করণাদেশ; রাম গয়া-বর্ণন; শ্যাম শবল কুক্কুরোপাখ্যান; অগস্ত্যতীর্থ; বটেশ্বরোপাখ্যান; গৃধ্রেশ্বর, বিল্বেশ্বর, অরবিন্দাদ্রি ও প্রেতশিলাদির মহিমা কথন; বিষ্ণুপাদ ও ক্রৌঞ্চপাদাদি সমস্ত পাদাঙ্ক বর্ণন; এবং কৃষ্ণবেণী, চর্ম্মণ্বতী, ব্রহ্মযোনি প্রভৃতি তীর্থ মহিমানুকীর্ত্তন; সর্ব্বতীর্থে পিণ্ডদান ও তত্তন্মন্ত্র নমস্কারাদি করণাদেশ ইতি।

পঞ্চমাধ্যায়ে। আদি গদাধর মহিমানুবর্ণনে গদার উৎপত্তি কথন; তৎপ্রসঙ্গে হেতিরাক্ষস সহিত ভগবানের সংগ্রামাদি বর্ণন; গয়াক্ষেত্রে গদাধরের নিত্যাধিষ্ঠান এবং গদাধর দর্শন ফলাদি কথন; ব্যক্তাব্যক্ত রূপে দেবাদির অবস্থিতি বর্ণন।

ষষ্ঠাধ্যায়ে। গয়াধাম যাত্রার পূর্ব্বক্রিয়ানুষ্ঠান করণীয় বিধি কথন। গয়া প্রবেশানন্তর কর্ত্তব্য কর্ম্মাদি ও স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধাদি করণ বিধি; এবং গয়া শ্রাদ্ধাধিকারীর বর্ণন ও ক্রিয়ানুষ্ঠানীয়রীত্যুক্ত পদ্ধতি কথন; পিতৃ ষোড়শী ও মাতৃ ষোড়শী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করণের বিধি; অপর গদাধরাদি দেবগণকে কৃতশ্রাদ্ধের সাক্ষীকরণ প্রকার বর্ণন; শ্রাদ্ধানন্তর তর্পণাদি করণাদেশ ইতি।

সপ্তমাধ্যায়ে। গয়াস্থ উত্তর মানসাদি তীর্থে স্নান তর্পণাদি করণাজ্ঞা ও ফল্গুতীর্থে স্নান ও তর্পণের মহিমা; এবং গয়াশিরের বিশেষ নিরূপণ; অক্ষয়বটের প্রণামাদি করণ; একাহাদি পঞ্চ সংখ্যক দিনকৃত্য কথন; বিষ্ণু পাদপদ্মাদিতে পিণ্ডদান মহিমানুবর্ণনে পুরাতনীয় ইতিহাস কথন। অনন্তর অক্ষয়বটে শ্রাদ্ধ ও বটপত্র শায়ী ভগবানের স্তুতি বন্দনাদির অনুষ্ঠানাদেশ ইতি।

উপক্রমণিকা।

অষ্টমাধ্যায়ে। গয় যজ্ঞোপাখ্যান; এবং ভগবানের প্রসন্নতায় গয়ার সর্ব্বপূজ্যতা প্রাপ্তি ও গয়রাজার অক্ষয় স্বর্গ লাভ; অত্রান্তরে বণিজোপাখ্যান; এবং গয়াধামস্থ তীর্থনিকরে স্নান তর্পণের ফলানুবর্ণন; অপিচ মরীচি ঋষির বিশেষরূপ উপাখ্যান; গয়াস্থ শিব শিবাদির পূজা বন্দন প্রণামাদির অবশ্য কর্ত্তব্যতোদ্দেশ; ষড় গয়া কথন; এবং গয়ামাহাত্ম্য পঠন পাঠন শ্রবণ শ্রাবণ ফলাধিক্যাদি বর্ণন; গৃহস্থিত গয়ামাহাত্ম্য পুস্তকের মহিমা বর্ণনাদি অর্থাৎ ঋণত্রয় পরিমোচনকারণ যে রূপ গয়াতীর্থ আদরণীয়; সেইরূপ তন্মহিমাখ্যান সূচক পুস্তকও আদরণীয় হয়। যে হেতু এতৎ গ্রন্থাখ্যানেও তদ্রূপ ফললাভ হইয়া থাকে; ইহাই সর্ব্ব ঋষিদিগের বচন সম্মতা উপক্রমণিকা সমাপ্তা।

নমো ঋষিভ্যঃ। নমঃ সর্ব্ব ঋষিভ্যঃ। নমঃ পরম ঋষিভ্যঃ।

নির্ঘণ্ট পত্র।

প্রথম অধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নির্ঘণ্ট পত্র।

তৃতীয়াধ্যায়ঃ।

চতুর্থাধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ।

সপ্তমাধ্যায়ঃ।

নির্ঘণ্ট পত্র।

অষ্টম অধ্যায়ঃ।

শ্রীশ্রীগয়ামাহাত্ম্য।

ঋষিজুষ্ট প্রতি বায়ুরুক্তি।

বায়ুরুবাচ।

অতঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি গয়ামাহাত্ম্য মুত্তমং।

যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১॥

জগৎপ্রাণ সমীরণ ঋষিগণ প্রতি কহিতেছেন। অতঃপর আমি সর্ব্বোত্তম গয়াক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কহি শ্রবণ করহ, যন্মাহাত্ম্য শ্রবণে নিঃসংশয় সর্ব্ব প্রকার পাতকে লোক সকল পরিমুক্ত হয়॥ ১॥

এই বায়ুপ্রোক্ত গয়ামাহাত্ম্য, যাহা নারদাদি ঋষি বৃন্দকে মহাযোগী সনৎকুমার পূর্ব্বে কহিয়াছিলেন; সনৎকুমার নারদ সংবাদে গয়ামাহাত্ম্য সূচক উপাদেয়প্রস্তাব নৈমিষীয় বহ্বৃচ ঋষিগণকে পুরাণবক্তা লোমহর্ষণপুত্র সূতগোস্বামী বিস্তার করিয়া কহিতেছেন।

শ্রীসূতউবাচ।

সনকাদ্যৈ র্মহাভাগৈ র্দেবর্ষিঃ সহনারদঃ।

সনৎকুমারং পপ্রচ্ছ প্রণম্য বিধিপূর্ব্বকং॥ ২॥

হে ঋষয়ঃ! একদা ব্রহ্মপুত্র দেবর্ষি নারদ সনকাদি মহাভাগ ঋষি বৃন্দের সহিত ভগবান সনৎকুমারাশ্রমে উপস্থিত হইয়া যথা

বিধি প্রণাম পুরঃসর যোগীবর ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ॥ ২ ॥

নারদউবাচ।

সনৎকুমার মেব্রূহিতীর্থং তীর্থোত্তমোত্তমং।
তারকং সর্ব্বভূতানাং পঠতাং শৃণ্বতাং তথা ॥ ৩ ॥

দেবর্ষি নারদ কহিতেছেন। হে সনৎকুমার! এই ত্রিলোকে সকল উৎকৃষ্ট তীর্থ হইতে সর্ব্বভূত নিস্তারক কোন্ তীর্থ উৎকৃষ্টতম; যন্মাহাত্ম্য শ্রবণ পঠনে সর্ব্ব জীবের নিস্তারক বিষ্ণুর পরম পদে অধিগমন হয় ॥ ৩ ॥

সনৎকুমারউবাচ।

বক্ষ্যে তীর্থবরংপুণ্যং শ্রাদ্ধাদৌ সর্ব্বতারকং।
গয়াতীর্থং সর্ব্বদেশে তীর্থেভ্যোঽপ্যধিকং শৃণু ॥ ৪ ॥

নারদের এই প্রশ্ন শ্রবণানন্তর যোগীবর সনৎকুমার কহিতেছেন। বৎস! স্বর্গ মর্ত্ত পাতালাদি লোকত্রয় মধ্যে সর্ব্বদেশস্থিত সকল তীর্থ হইতে অতিশ্রেষ্ঠ, পবিত্র হইতে পবিত্রতম বরিষ্ঠক্ষেত্র গয়া নামে তীর্থরাজ; তদপেক্ষা কোন তীর্থই অধিকতর নহে, যেখানে শ্রাদ্ধাদি করিলে জীবের পরিত্রাণ হয়; অতএব সর্ব্বলোক তারক সেই গয়াতীর্থের মহিমা বলিতেছি তোমরা সকলে সাবধানমনা হইয়া শ্রবণ করহ ॥ ৪ ॥

আভাস দ্বারা পূর্ব্ব কল্পনানুসারে, পুরা বিবরণ সংক্ষেপে লিখিতেছি। তারক নামে এক উদ্ধত মহা অসুর ছিল, সেই তারকাসুর শিবনন্দন কার্ত্তিকেয় হস্তে বিনিহত হয়; ঐ তারকের ধন্যমালী, কমলাক্ষ ও ত্রিপুর নামে তিন পুত্র; ধন্যমালীরপুত্র শুম্ভ নিশুম্ভ, কমলাক্ষের পুত্র সুন্দোপসুন্দ, ত্রিপুরাসুরের পুত্র গয়াসুর; সেই

গয়াসুর বিষয়বিতৃষ্ণ হইয়া এক কল্পমানে তপোধর্ম্মে মগ্ন হয়; তদ্বিবরণ বিস্তার করিয়া সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন, এই অবধি প্রকৃত গ্রন্থারম্ভ হইল। যথা—

গয়াসুর স্তপস্তেপে ব্রহ্মণা ক্রতবেঽর্থিতঃ।
প্রাপ্তস্য তস্য শিরসি শিলাং ধর্ম্মোহ্যধারয়ৎ ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বকল্পে গয় নামা অসুর সুদৃঢ় তপস্যা করেন, সেই অত্যুগ্রতপঃ প্রভাবে সে আসুর স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেব প্রসাদে পবিত্র দেহ প্রাপ্ত হয়; ঐ পবিত্র দেহ প্রাপ্ত গয়াসুর, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া যজ্ঞ সাধন জন্য ব্রহ্মাকে আত্মদেহ প্রদান করেন; অনন্তর ধর্ম্ম তাহার মস্তকোপরি এক বৃহৎশিলা সংস্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

তত্র ব্রহ্মাকরোদ্যাগং স্থিতশ্চাদি গদাধরঃ।
ফল্গুতীর্থাদিরূপেণ নিশ্চলার্থ মহর্নিশং ॥ ৬ ॥

সেই গয়াসুরের মস্তকোপরি শিলাতে ব্রহ্মা স্বয়ং স্থিত হইয়া যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন। আর দৈব বরোন্মত্ত সেই গয়াসুর পুনর্গাত্রোত্থান করতঃ পাছে জগতের অনিষ্ট করে, এতদাশঙ্কানুসারে আদি দেব নারায়ণও গদাধর রূপে ঐ শিলাতে নিত্য অধিষ্ঠান করিয়া থাকিলেন; এবং তাহাকে নিশ্চল করিয়া রাখিবার নিমিত্ত অপর ফল্গুতীর্থ রূপেও সেই নারায়ণ নিরন্তর শিলোপরি অবস্থান করিলেন ॥ ৬ ॥

গয়াসুরস্য বিপ্রেন্দ্র ব্রহ্মাদ্যৈ র্দৈবতৈঃসহ।
কৃতযজ্ঞো দদৌব্রহ্মা ব্রাহ্মণেভ্যো গৃহাদিকং ॥ ৭ ॥

হে বিপ্রেন্দ্র! দেবগণের সহিত গয়াসুরের শিরোপরি কৃতযজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মা যজ্ঞাহুত ব্রাহ্মণগণকে সেই ধর্ম্মশিলাতে বাস করিবার নিমিত্ত গৃহাদি প্রদান করেন ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য। যখন ব্রহ্মা যজ্ঞারম্ভ করেন তৎকালে কুশকাশাদিতে কয়েকটি ব্রাহ্মণকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; সেই কুশকল্পিত ব্রাহ্মণেরা মূর্ত্তিমান হইয়া যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হন; ব্রহ্মা ঐ সকল ব্রাহ্মণকে বিবিধোপকরণ দ্বারা অর্চ্চনা করতঃ গয়াশিরে ধর্ম্মশিলাতে বাস করান্; এক্ষণে তাঁহারদিগের বংশোরাই গয়ালী ব্রাহ্মণ রূপে গয়াতে বিখ্যাত আছেন। ফলিতার্থ তাঁহারা ব্রহ্মপুত্র নহেন, শুদ্ধ ব্রহ্মার্চ্চিত জন্য অদ্যাপিও ব্রাহ্মণাদি সকলের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

শ্বেতকল্পেতু বারাহে গয়োযাগ মকারয়ৎ।
গয়নাম্না গয়াখ্যাতা ক্ষেত্রং ব্রহ্মাভিকাঙ্ক্ষিতং ॥ ৮ ॥

গয়াসুর ব্রহ্মাকে আত্ম শরীর প্রদান পূর্ব্বক যে ক্ষেত্রে যজ্ঞ করাইয়াছিলেন, এই শ্বেতবরাহ কল্পে পুর্ব্বে গয়রাজাও ঐ ক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন; একারণ গয়নামানুসারে এবং গয়াসুরাধিষ্ঠিত স্থানকে গয়াক্ষেত্র বলিয়া সকলে বিখ্যাত করিয়াছেন। গয়াক্ষেত্র অতিপবিত্র স্থান, জগৎপিতা প্রজাপতি ব্রহ্মারও সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয় হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

কাঙ্ক্ষন্তিপিতরঃ পুত্রান্নরকাদ্ভয়ভীরবঃ।
গয়াংযাস্থতি যঃপুত্রঃ সনস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥

নরক ভয়ে ভীত পিতৃগণেরা বহু পুত্রের প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কেননা তন্মধ্যে কোন এক পুত্র যদি গয়াতে গমন করে, তবে সেই পুত্রই আমাদিগের নরকার্ণব হইতে পরিত্রাণের কারণ হইবে ॥ ৯ ॥

গয়াপ্রাপ্তং সুতংদৃষ্ট্বা পিতৃণা মুৎসবোভবেৎ।
পদ্ভ্যামপি জলংস্পৃষ্ট্বা সোহস্মভ্যং কিং নদাস্যতি ।১০।

গয়াধাম প্রাপ্ত পুত্রকে দেখিয়া পিতৃলোকদিগের মহা উৎসব হয়; অর্থাৎ তাঁহারা পরমাহ্লাদিত চিত্ত হন। কেননা পিতৃগণেরা সর্ব্বদাই মানস করেন, যে পুত্রগণেরা গয়াধামে গিয়া যদ্যপি পাদদ্বয় দ্বারা

তীর্থ জলকে স্পর্শ করে, তবেই আমাদিগকে কি না দেওয়া হইবে? অর্থাৎ এমনি পিতৃ তীর্থের গৌরব যে তাহারা কি স্নান তর্পণাদি না করিবে? অবশ্যই করিবে ইত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১০॥

গয়াং গত্বান্ন দাতা যঃ পিতরোস্তেন পুত্রিণঃ।
পক্ষত্রয় নিবাসীচ পুনাত্যা সপ্তমংকুলং॥ ১১॥

যে পুত্র গয়াধামে গমন করতঃ পিতৃলোকের উদ্দেশে অন্নদান করেন, সেই কর্ম্ম জন্য তাঁহার পিতৃলোকেরা পুত্রবান রূপে প্রতিষ্ঠিত হন, নচেৎ বহুপুত্র সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে অপুত্রক কহিতে হয়। যে ব্যক্তি গয়াক্ষেত্রে গমন করতঃ যদি তথায় পক্ষত্রয় বাস করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার পিতৃ মাতৃ পক্ষীয় আসপ্তম কুলপর্য্যন্ত পবিত্র হয় অর্থাৎ পক্ষত্রয় নিবাসী ব্যক্তি পিতৃপক্ষে সপ্তম ও মাতামহপক্ষে সপ্তম পুরুষকে উদ্ধার করেন॥ ১১॥

নচেৎ পঞ্চাদশাহংবা সপ্তরাত্রং ত্রিরাত্রকং।
মহাকল্পকৃতং পাপং গয়াংপ্রাপ্য বিনশ্যতি॥ ১২॥

যদি ত্রিপক্ষ বাসে অক্ষম হন, তবে এক পক্ষও বাস করিবেন, তদশক্তে এক সপ্তাহ, তদশক্তে ত্রিরাত্র বাস করিলেও গয়া প্রাপ্ত ব্যক্তির মহাকল্পকৃত পাপ সকল বিনষ্ট হয়॥ ১২॥

পিণ্ডংদত্বাচ পিত্রাদে রাত্মনোঽপি তিলৈর্ব্বিনা।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
পাপংতৎ সঙ্গজংসর্ব্বং গয়াশ্রাদ্ধাদ্বিনশ্যতি॥ ১৩॥

গয়াক্ষেত্রে পিত্রাদির পিণ্ডদান করতঃ তিল বর্জ্জিত আপনার পিণ্ড প্রদান করিলে, গয়া শ্রাদ্ধাধীন ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুর্ব্বঙ্গনা গমনাদি জনিত মহাপাতক, এবং তৎসংসর্গজাত পাতকাদি সকল আশু বিনষ্ট হয়॥ ১৩॥

আত্মজোঽপ্যন্যজোবাপি গয়াভূমৌ যদাতদা।
যন্নাম্না পাতয়েৎপিণ্ডং তন্নয়েৎ ব্রহ্মশাশ্বতং॥ ১৪॥

আপনার ঔরসজাত পুত্র বা অন্য দ্বাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে কোন এক পুত্র হউক্, যদি গয়া ভূমিতে যৎকালে যাহার নামে পিণ্ড প্রদান করে, তবে ঐ পিণ্ডদান ফলে সেই ব্যক্তি তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিত্যশাশ্বত তদ্বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত করায়॥ ১৪॥

নামগোত্রে সমুচ্চার্য্য পিণ্ডপাতন মীক্ষতে।
যেন কেনাপি কস্মৈচিৎ সযাতি পরমাংগতিং॥ ১৫॥

অপর গয়াক্ষেত্রে সম্বন্ধাপেক্ষা করিবার প্রয়োজনাভাব। গয়াধাম কেবল পিণ্ড পাতনের প্রতিই দৃষ্টি করিয়া থাকেন; অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তি যে কোন ব্যক্তির নাম গোত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পিণ্ডদান করিলেই তাহার পরমাগতি লাভ হয়; অর্থাৎ তদ্বিষ্ণুর পরমপদে তাহার গমন হয়॥ ১৫॥

ব্রহ্মজ্ঞানং গয়াশ্রাদ্ধং গোগৃহেমরণং তথা।
বাসঃপুংসাং কুরুক্ষেত্রে মুক্তিরেষা চতুর্ব্বিধা॥ ১৬॥

ব্রহ্মজ্ঞান, গয়া শ্রাদ্ধ, গোশালাতে প্রাণ পরিত্যাগ করণ, এবং কুরুক্ষেত্রে অবস্থিতি করণ, জীবের মুক্তির পক্ষে এই কারণ চতুষ্টয় নির্ণীত আছে॥ ১৬॥

ইহার তাৎপর্য্য। গোশালায় প্রাণ ত্যাগ করণ সামান্য গোগৃহ নহে, ইহাতে গোশালা উপলক্ষণ মাত্র, ফলতঃ ব্রজভূমে মরণ, আর কুরুক্ষেত্র বাসে মৃত্যু সাক্ষাৎ মোক্ষপ্রদ হয়; বস্তুতঃ মরণ অতি কঠিন তাহার ঘটনা ইচ্ছামত হইতে পারে না। বেদান্তাদি শাস্ত্র সিদ্ধ শমদমাদি সাধন সম্পন্ন যে পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলেন, ঐ ব্রহ্মজ্ঞানই মোক্ষ প্রতিপাদক হয়।

কিন্তু তদপেক্ষা সুলভ সাধ্য গয়া শ্রাদ্ধকে আশু মুক্তির কারণ মান্য করিতে হইবে; অতএব গয়াক্ষেত্রে পিতৃশ্রাদ্ধ করা জীবের অত্যন্ত আবশ্যক হয়। যথা

ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং সাধ্যং গোগৃহেমরণেন কিং।

বাসেন কিং কুরুক্ষেত্রে যদি পুত্রোগয়াং ব্রজেৎ।১৭।

যদি পুত্রবান ব্যক্তির পুত্র গয়াতে গিয়া পিণ্ডদান করে, তবে তাহার মুক্তির উপায়ীভূতব্রহ্মজ্ঞানের আর প্রয়োজন কি? ও গোগৃহে মরণেরইবা আবশ্যক কি! এবং কুরুক্ষেত্রে বাসেরইবা বিশেষ ফল কি? অর্থাৎ কিচুই কিছু নহে. এক গয়া শ্রাদ্ধেই সম্যক্ শান্তি লাভ হয়॥ ১৭।

গয়ায়াং সর্ব্বকালেষু পিণ্ডংদদ্যা দ্বিচক্ষণঃ।

অধিমাসে জন্মদিনে চাস্তেপি গুরুশুক্রয়োঃ।

নত্যক্তব্যং গয়াশ্রাদ্ধং সিংহস্থেপি বৃহস্পতৌ॥ ১৮॥

বিচক্ষণ মনুষ্যেরা গয়াতে সর্ব্বকালেই পিণ্ডদান করিবেন; তাহাতে শুদ্ধাশুদ্ধ কালের বিচার নাই। অর্থাৎ মলমাস কি জন্মদিন বা গুরু শুক্রেরবৃদ্ধাস্ত বালো যে অশুদ্ধকাল হয়, এবং বৃহস্পতি সিংহ-রাশিস্থ হইলে যে অপ্রশস্ত কাল হয়, তাহাতেও গয়াশ্রাদ্ধত্যাগ করিবে না; যেহেতু গয়াশ্রাদ্ধ প্রতি অকাল প্রতিবন্ধক হয় না॥ ১৮।

তথাদৈব প্রমাদেন প্রবহৎসু ব্রণেষুচ।

পূতঃ কর্ম্মাধিকারীচ শ্রাদ্ধকৃদ্ব্রহ্ম লোকভাক্॥ ১৯॥

যদি দৈব প্রমাদ বশতঃ আপৎকাল উপস্থিত হইলে, বা ক্ষত পীড়িত ব্যক্তি রক্ত পুয়াদি ব্রণ জন্য দোষেদূষিত হইলেও গয়া-শ্রাদ্ধ করিতে সে পরমপবিত্র রূপে অধিকারী হয়। বরং না করার প্রত্যবায়ী, শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধ কৃৎপুরুষ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়॥ ১৯।

প্রীত্যাশ্রাদ্ধন্তু কর্ত্তব্যং সর্ব্বেষাং বর্ণলিঙ্গিনাং।

এবং কুর্ব্বন্নরঃ সম্যক্ মহতীং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ২০ ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণের পক্ষেই প্রীতিপূর্ব্বক গয়াশ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য; ভক্তিপূর্ব্বক গয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকৃৎপুরুষ মহতী শ্রীপ্রাপ্ত হয়;—মহতী শ্রীপদে মোক্ষ সম্পত্তি লাভে সমর্থ হয় ॥ ২০ ॥

সকৃৎগয়াভিগমনং সকৃৎপিণ্ডস্য পাতনং।

দুর্ল্লভং কিং পুনর্নিত্য মস্মিন্নেব ব্যবস্থিতঃ ॥ ২১ ॥

ভাগ্যক্রমে গয়াধামে একবার গমন ও একবার পিণ্ডদান করাই জীবের দুর্লভ, তাহাতে সেই গয়াধামে নিত্য অবস্থিতি করিয়া যে ব্যক্তি পিতৃলোকের উদ্দেশে নিত্য পিণ্ডদান করে, তাহাতে সেই ব্যক্তির যে কি রূপ ফললাভ হয়, ইহা কোনমতেই বলিবার সাধ্য নাই ॥ ২০ ॥

প্রমাদাম্ম্রিয়তে ক্ষেত্রে ব্রহ্মাদ্যৈ মুক্তিদায়কৈঃ।

ব্রহ্মজ্ঞানাদ্যথামুক্তি লভ্যতে নাত্রসংশয়ঃ ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মাদি মুক্তিপ্রদায়ক ঈশ্বরগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত সে গয়াধাম, সেই গয়াক্ষেত্রে প্রমাদ বশতঃ অর্থাৎ দৈবদুর্ঘটন বিষয়ে হটাৎ যদি কেহ জীবনোপন্যাস করে, তবে ব্রহ্মজ্ঞানাধীন যাদৃশী মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, তাহারাও তাদৃশী মুক্তিলাভ হয় ॥ ২২ ॥

কীকটাদি মৃতানাঞ্চ পিতৃণাং তারণায়চ।

তস্মাৎ সর্ব্বযত্নেন বস্তব্যং সবিচক্ষণৈঃ ॥ ২৩ ॥

কীকটাদি কুৎসিতদেশে মৃতপিতৃগণের সমুদ্ধরণার্থ এবং আত্ম পরিত্রাণার্থেও বটে, ঐ মৃতপিতৃগণের সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নসহকারে গয়াধামে নিত্য বাস করা কর্ত্তব্য; যেহেতু গয়াক্ষেত্র বিচক্ষণদিগের নিত্য বাসের উপযুক্ত স্থান হয় ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্ম প্রকল্পিতান্ বিপ্রান্ হব্য কব্যাদিনার্চ্চয়েৎ।
তৈস্তুষ্টৈস্তোষিতাঃ সর্ব্বাঃ পিতৃভিঃ সহদেবতাঃ। ২৪

গয়াধামে গিয়া শ্রাদ্ধাদি করতঃ ব্রহ্মকর্তৃক পূর্ব্বকল্পিত ব্রাহ্মণগণকে যথা বিধি হব্য কব্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন কেন না ব্রহ্মার্চ্চিত ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা পরিতুষ্ট হইলেই, পিতৃলোকের সহিত সমস্ত দেবতারা পরিতুষ্ট হয়েন ॥ ২৪ ॥

মুণ্ডনঞ্চোপবাসশ্চ সর্ব্বতীর্থেম্বয়ং বিধিঃ।
বর্জ্জয়িত্বা কুরুক্ষেত্রং বিশালাং বিরজাংগয়াং ॥ ২৫ ।

সকল তীর্থেতেই শিরোমুণ্ডন, ও উপবাসাদি করণ বিধি হয়, কেবল কুরুক্ষেত্রে, বিশালাতীর্থে অর্থাৎ বদরিকাশ্রমে আর দক্ষিণ বিরজাতীর্থে, এবং গয়াক্ষেত্রে তাহার নিষেধ আছে, অর্থাৎ অন্য তীর্থের ন্যায় গয়াধামে মুণ্ডন উপবাসাদি ব্যতীত যে কোন অবস্থায় পিণ্ডদান করিলেই সুসিদ্ধ হয় ॥ ২৫ ।

তাৎপর্য্য।—পিতৃতীর্থ গয়াতে পিতৃউদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডপ্রদান করাই মুখ্যকার্য্য; মুণ্ডনকতা শৌচ হয়, এবং শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষের শেষ ভোজনের বিধি আছে, সুতরাং উপবাস করিলে শেষ ভোজন করা হয় না, তদভাবে শ্রাদ্ধও পণ্ড হইয়া যায়, একারণ গয়াদিতে মুণ্ডনোপবাসের বিধি করেন নাই ॥

দণ্ডং প্রদর্শয়েদ্ভিক্ষু র্গয়াংগত্বা ন পিণ্ডদঃ।
দণ্ডংন্যস্য বিষ্ণুপদে পিতৃভিঃ সহমুচ্যতে ॥ ২৬ ॥

ভিক্ষুকাশ্রমী দণ্ডীগণেরও পিতৃলোকের উদ্ধারার্থ গয়াক্ষেত্রে গমন করা কর্ত্তব্য; যেহেতু সর্ব্বসন্ন্যাস যোগেও যোগীর গয়াক্ষেত্র ত্যাজ্য নহে, ইত্যাভাস মাত্র।

ব্রহ্মচারী ব্যক্তির প্রতি পিণ্ডদানের বিধি নাই; তাঁহারা গয়াধামে গিয়া পিণ্ডদান না করিয়া কেবল দণ্ডমাত্র দর্শন করাইবেন; এবং একবার বিষ্ণুপাদপদ্মে দণ্ডন্যাস করিলেই অর্থাৎ বিষ্ণু পদে একবার দণ্ড স্পর্শ করাইলেই পিতৃলোকের সহিত তাঁহাদিগের পরিমুক্তি হয়॥ ২৬॥

নদণ্ডী কিল্বিষং ধত্তে পুণ্যং বা পরমার্থতঃ।
অতঃসর্ব্ব ক্রিয়াংত্যক্ত্বা বিষ্ণুং ধ্যায়তিভাবুকঃ। ২৭।

পরমার্থ চিন্তন জন্য দণ্ডিব্যক্তি পাপ এবং পুণ্য এতদুভয়কেই ধারণ করেন না। অতএব তাঁহারা সর্ব্বক্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র নারায়ণকেই নিরন্তর ভাবভরে অনুধ্যান করেন। ২৭॥

সংন্যসেৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বেদমেকং নসংত্যজেৎ। ২৮।

দণ্ডিব্যক্তিরা সকল কর্ম্মকেই পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু একমাত্র বেদই দণ্ডীদিগের অপরি ত্যাজ্য হয়; অর্থাৎ দণ্ডিরা কেবল এক বেদকেই পরিত্যাগ করিবেন না। ২৮॥

সুতরাং দণ্ডীগণেরা গয়াক্ষেত্র গমন করিবেন, কিন্তু বিষ্ণুপদে দণ্ডন্যাস ব্যতীত পিণ্ডদানাদি কোন ক্রিয়াই তাঁহাদিগের পক্ষে করণীয়া নহে॥ ০॥

গয়ারসীমা বর্ণন।

মুণ্ডপৃষ্ঠাচ্চ পূর্ব্বেস্মিন্ পশ্চিমে দক্ষিণোত্তরে।
সার্দ্ধং ক্রোশদ্বয়ং মানং গয়েতি ব্রহ্মণেরিতং॥ ২৯॥

মুণ্ড পৃষ্ঠ হইতে পূর্ব্ব, পশ্চিম, ও উত্তর দক্ষিণ এই চতুঃসীমাবদ্ধের মধ্যে সার্দ্ধক্রোশ দ্বয় যে স্থান তাহার নাম গয়া, ইহা ব্রহ্মকর্তৃক উক্ত হইয়াছে॥ ২৯॥

মুণ্ডপৃষ্ঠপদে গয়াসুরের মস্তকের মধ্য স্থান হইতে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সীমাপর্য্যন্ত সাড়ে দুই ক্রোশক্ষেত্র গয়ানামে খ্যাত, অর্থাৎ পূর্ব্ব পশ্চিম আড়াই ক্রোশ এবং উত্তর দক্ষিণ আড়াই ক্রোশ এই মাত্র গয়ার পরিমাণ হয় ॥

পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ।
তন্মধ্যে সর্ব্বতীর্থানি ত্রৈলোক্যে যানিসন্তিবৈ ॥ ৩০ ॥

এই মুণ্ডপৃষ্ঠের পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ সীমাক্রমে দীর্ঘ-প্রস্থ পরিমাণে পঞ্চক্রোশ গয়াক্ষেত্র, তন্মধ্যে একক্রোশ পরিমিত গয়াসুর মস্তক হয়; এতৎ পঞ্চক্রোশী গয়ার মধ্যে ত্রিলোকী তলস্থ সমস্ত তীর্থই অধিবাস করেন ॥ ৩০ ॥

শ্রাদ্ধকৃদ্যো গয়াক্ষেত্রে পিতৄণামনৃণোহি সঃ।
শিরসি শ্রাদ্ধ কৃত্ত কুলানাং শতমুদ্ধদ্‌বরৎ ॥ ৩১ ॥

এই মহীয়ান্ তীর্থরাজ গয়াক্ষেত্রে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করে, সেই ব্যক্তি শাস্ত্রাজ্ঞানুসারে পিতৃঋণে পরিমুক্ত হয়। এতদ্ভিন্ন ক্রোশমাত্র পরিমিত গয়াশিরে যে ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধ করে, সে ব্যক্তি স্বীয় একশত কুলের উদ্ধরণ কর্ত্তা হয় ॥ ৩১ ॥

গৃহাচ্চলিত মাত্রেণ গয়ায়াং গমনং প্রতি।
স্বর্গারোহণ সোপানং পিতৄণাঞ্চ পদে পদে ॥ ৩২ ॥

গয়াধামে গমনার্থে সমুদ্যোগী হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত মাত্রে তাহার প্রতিপদ বিক্ষেপই পিতৃলোকদিগের স্বর্গারোহণের সোপান বদ্ধ হয়, অর্থাৎ স্বর্গ গমনের শিড়ি বাঁধা হয় ॥ ৩২ ॥

পদে পদেঽশ্বমেধস্য যৎফলং গচ্ছতোগয়াং।
তৎফলঞ্চ ভবেন্নৄণাং সমগ্রং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল হয়; গয়াধামে গদাধরজীর পদে পদে সেই অশ্বমেধ জনিত সমগ্র ফললাভ হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই ॥ ৩৩ ॥

পিণ্ডসামগ্রী কথন।

পায়সেনাথ চরুণা শক্তুনা পিষ্টকেন বা।
তণ্ডুলৈঃ ফলমূলাদ্যৈ গয়ায়াং পিণ্ডপাতনং ॥ ৩৪ ॥

গয়াধামে পিণ্ডদানে এই সকল দ্রব্য উক্ত আছে। যথা পায়স দ্বারা বা চরু পাক করিয়া তদ্বারা, কি শক্তু দ্বারা, অথবা তণ্ডুল কি ফলমূলাদি, ইহার যে কোন দ্রব্য দ্বারা গয়াতে পিণ্ডপ্রদান করিতে পারে ॥ ৩৪ ॥

তিলাজ্য দধিমধ্বাদি পিণ্ডদ্রব্যেষু যোজয়েৎ।
মুষ্টিমাত্র প্রমাণেন আর্দ্রামলক মাত্রতঃ।
শমীপত্র প্রমাণেন পিণ্ডং দদ্যাদ্গয়াশিরে ॥ ৩৫ ॥
উদ্ধরেৎ সপ্তগোত্রাণি কুলমেকোত্তরং শতং ॥

উপরি উক্ত পিণ্ডদ্রব্যেতে তিল মধু ঘৃত দধি প্রভৃতি যুক্ত করিয়া একমুষ্টি প্রমাণ, বা পক্ক আমলকী ফলমাত্র প্রমাণ অথবা শমীপত্র প্রমাণ করিয়া গয়াশিরে পিণ্ডদান করিবে। তাহাতেই পিণ্ডদাতার সপ্তগোত্র ও একোত্তর শতকুলের সম্যক্ উদ্ধার হয় ॥ ৩৫ ॥

তিলকল্কেন খণ্ডেন গুড়েন সঘৃতেন বা।
কেবলেনৈব দধ্না বা দুগ্ধেন মধুনাথবা ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদির অভাবে কেবল তিলকল্ক দ্বারা, বা কেবল খণ্ড, কি গুড় বা কেবল ঘৃত দ্বারা, অথবা কেবল দধি কি দুগ্ধ দ্বারা পিণ্ডকল্পনা করিয়া প্রদান করিবেক ॥ ৩৬ ॥

পিন্যাকং সঘৃতং খণ্ডং পিতৃভ্যোঽক্ষয় মিত্যুত।
ইত্যতে বাঞ্ছয়ে ভোজ্যং হবিষ্যং মনুরব্রবীৎ॥ ৩৭।

সঘৃত, সখণ্ড পিন্যাক অর্থাৎ তিলকল্কের পিণ্ডমাত্র পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদান করিলেও তাঁহারদিগের অক্ষয় ফললাভ হয়; এবং তীর্থশ্রাদ্ধে এই সকল হবিষ্যান্ন প্রাপ্তে পিতৃলোকের পূজা ও ভোজ্যদান করিবে, ইহা মনু কহিয়াছেন। অর্থাৎ ইহাই শাস্ত্রবিহিত হবিষ্যান্ন হয়॥ ৩৭॥

একতঃ সর্ব্ববস্তুনি রসবন্তি মধুনি হি।
স্মৃত্বা গদাধরাঙ্ঘ্র্যব্জং ফল্গুতীর্থাম্বু চৈকতঃ॥ ৩৮॥

যদ্যপি উপরি উক্ত বস্তু সকলের অভাব হয়, তবে সর্ব্বরস বিশিষ্ট কেবল এক মধু মাত্র দান করিলেও সিদ্ধ হয়, তদভাবে শুদ্ধ ফল্গু-তীর্থের জলেও তৎফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কেননা একদিকে মধু ও একদিকে ফল্গু তীর্থের জল সমতুল্য; সুতরাং মধুর অভাব হইলে শ্রীগদাধরের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া কেবল ফল্গু তীর্থের জল দ্বারা পিণ্ডদানাদি করিলেও শ্রাদ্ধ সুসিদ্ধ হইবেক॥ ৩৮॥

পিণ্ডাসনং পিণ্ডদানং পুনঃ প্রত্যবনে জলং।
দক্ষিণাচান্ন সংকল্পং তীর্থশ্রাদ্ধেষ্বয়ং বিধিঃ॥ ৩৯॥

তীর্থাদিতে শ্রাদ্ধ করিতে হইলে অন্যান্যের মত সম্যক্ অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না, কেবল পিণ্ডাসন, ও পিণ্ডদান, পুনঃ প্রত্যবনে জল, এবং দক্ষিণা আর অন্ন সংকল্প, এই মাত্র তীর্থ শ্রাদ্ধের বিধি হয়॥ ৩৯॥

নাবাহনং নদিগ্বন্ধো নদোষো দৃষ্টি সম্ভবঃ।
সকারুণ্যেন কর্ত্তব্যং তীর্থশ্রাদ্ধং বিচক্ষণৈঃ॥ ৪০॥

তীর্থশ্রাদ্ধে পিতৃলোকের আবাহনের অপেক্ষা করে না, এবং দিগ্বন্ধন করিবার আবশ্যক নাই, এতদ্ভিন্ন শূদ্রাদি অপরাপর জাতির দর্শনজনিতদোষও তীর্থশ্রাদ্ধের প্রতিবন্ধক নহে। কেবল সকরুণ চিত্তে বিচক্ষণদিগের দ্বারা গয়াদি তীর্থে এক শ্রাদ্ধ কর্ম্মই সম্পাদনীয় হয়॥ ৪০॥

অন্যত্রাবাহিতঃকালে পিতরোযান্ত্যমুং প্রতি।
তীর্থে সদাবসন্ত্যেতে তস্মাদাবাহনং নহি॥ ৪১॥

অন্যত্রে শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণ আবাহিত হইলে শ্রাদ্ধেরস্থানে গমন করেন, কিন্তু তীর্থস্থলে তাঁহাদিগের সর্ব্বাই বাস, একারণ তীর্থশ্রাদ্ধ কালে পিত্রাদির আবাহন নাই॥ ৪১॥

তীর্থশ্রাদ্ধং প্রযচ্ছদ্ভিঃ পুরুষৈঃ ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ।
কামং ক্রোধং তথালোভং ত্যক্ত্বা কার্য্যাক্রিয়ানিশং।৪২

তীর্থশ্রাদ্ধ কৃত ফলাকাঙ্ক্ষি পুরুষদিগের কাম ক্রোধ এবং লোভেন্দ্রিয়কে পরিত্যাগ করতঃ অতন্দ্রিত ক্রিয়া কর্ত্তব্য হয়, তাহা না হইলে সংপূর্ণ রূপ শ্রাদ্ধের ফল প্রাপ্তি হইতে পারে না॥ ৪২॥

ব্রহ্মচর্য্যেক ভোজীচ ভূশায়ী সত্যবাক্ শুচিঃ।
সর্ব্বভূত হিতেরক্তঃ সতীর্থ ফলমশ্নুতে॥ ৪৩॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যবান, একভোজী, ভূশায়ী, সত্যবাদী শুচি, এবং সর্ব্বভূতের হিতানুরক্ত হয়, সেই ব্যক্তিই সম্যক্ রূপ তীর্থের ফললাভ করিতে পারে, নচেৎ সমস্ত ক্রিয়াই বিফল হয়॥ ৪৩॥

তীর্থান্যনুসরন্ধীরঃ পাষণ্ডং পূর্ব্বতস্ত্যজেৎ।
পাষণ্ডং তদ্বিজ্ঞেয়ং যদ্ভবেৎ কামকারতঃ॥ ৪৪॥

তীর্থানুগামী ধীর ব্যক্তি সকল তীর্থে অধিবাস করিবার পূর্ব্বেই পাষণ্ডতা ত্যাগ করিবেন, যে ব্যক্তি কামকারে স্বেচ্ছাচারে কর্ম্ম

সম্পন্ন করে, অর্থাৎ শাস্ত্র বিরুদ্ধ যথেচ্ছাহারি, যথেচ্ছাচার ও যথেচ্ছা পূর্ব্বক বিহারাদি করিয়া থাকে, তাঁহাকেই সকলে পাষণ্ড বলেন। সুতরাং সর্ব্বতীর্থে পাষণ্ডধর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৪ ॥

তীর্থেষু যে নরাধীরাঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্তি সদাত্মাঃ।
যথা ব্রহ্মবিদোবেদ্যং বস্তুচানন্য চেতসঃ॥
প্রবিশন্তি পরেশাখ্যং ব্রহ্ম ব্রহ্ম পরায়ণাঃ ॥ ৪৫ ॥

যে সকল মনুষ্যেরা সাধুস্বভাবাপন্ন হইয়া তীর্থস্থানে সমস্তকর্ম্ম সম্পন্ন করেন; ব্রহ্মভিন্ন অন্যচিন্তা রহিত; বেদবিৎ ব্যক্তিদিগের বেদ্য বস্তু যে পরব্রহ্ম, তাঁহাতে যেমন ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তিরা প্রবেশ করেন, সেইরূপ ঐ তীর্থশ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষও পরব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হন্ ॥ ৪৫ ॥

যাস্তে বৈতরণীনাম নদী ত্রৈলোক্য বিশ্রুতা।
সাবতীর্ণা গয়াক্ষেত্রে পিতৃণাং তারণায় বৈ ॥
স্নাতোগোদো বৈতরণ্যাং ত্রিঃসপ্ত কুলমুদ্ধরেৎ ॥ ৪৬ ॥

ত্রিলোক মধ্যে বিখ্যাতা যে বৈতরণী নামে নদী আছেন, তিনি পিতৃলোকদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত গয়াক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন। সেই বৈতরণীতে স্নান এবং গোপ্রদানাদি করিলে দাতার তিন সপ্তকুল উদ্ধার হয়, অর্থাৎ পিতৃ মাতৃ শ্বশুরাদির তিনকুলে সপ্ত সপ্ত সংখ্যায় একবিংশতি পুরুষের উদ্ধার হয় ॥ ৪৬ ॥

তথাক্ষয় বটং গত্বা বিপ্রান্ সন্তোষয়িষ্যতি।
ব্রহ্মপ্রকল্পিতান্ বিপ্রান্ হব্য কব্যাদিনার্চ্চয়েৎ।
তৈস্তুষ্টৈস্তোষিতাঃ সর্ব্বাঃ পিতৃভিঃ সহদেবতাঃ। ৪৭

গয়াধামে সংস্থিত অক্ষয় বটের নিকটে গিয়া ভোজনাদি প্রদানে ব্রাহ্মণদিগকে সন্তোষ করিবেন, এবং ব্রহ্মকল্পিত গয়ালী ব্রাহ্মণগণকে

হব্য কব্যাদি দ্বারা এবং অশন বসনাদি দ্বারা দানমানে যথাবিধি পূজা করিবেন। যেহেতু ঐ সকল ব্রাহ্মণেরা তুষ্ট হইলেই পিতৃগণের সহিত দেবতারা পরিতুষ্ট হয়েন॥ ৪৭॥

গয়ায়াং নহি তৎস্থানং যত্র তীর্থং নবিদ্যতে।
সান্নিধ্যং সর্ব্বতীর্থানাং গয়াতীর্থং ততোবরং॥ ৪৮॥

গয়াধামে এমত কোন স্থান দৃষ্ট হয় না, যে সেখানে কোন তীর্থ নাই; গয়াক্ষেত্রে সর্ব্ব তীর্থগণের অধিষ্ঠান আছে, একারণ সর্ব্ব তীর্থ হইতে গয়াধাম শ্রেষ্ঠতম হয়েন॥ ৪৮॥

মীনেমেষে স্থিতেসূর্য্যে কন্যায়াং কার্ম্মুকে ঘটে।
দুর্ল্লভং ত্রিষুলোকেষু গয়ায়াং পিণ্ডপাতনং॥ ৪৯॥

মীন, মেষ, কন্যা, ধনু, এবং কুম্ভরাশিস্থ সূর্য্যে অর্থাৎ চৈত্র, বৈশাখ, আশ্বিন, পৌষ, এবং ফাল্গুন মাসে গয়াতে পিণ্ডদান করা ত্রিলোকীতলে অতি দুর্ল্লভতর হয়॥ ৪৯॥

তাৎপর্য্য। গয়াক্ষেত্রে সর্ব্বকালই পিণ্ডদানের বিধি কিন্তু এই কয়েক মাসে পিণ্ডদানের ফলাধিক্য মাত্র কহিয়াছেন, পিতৃগণেরা অন্য সময়াপেক্ষা এই কয় সময়কে অতি দুর্ল্লভ বলিয়া মান্য করেন। ৪৯।

মকরে বর্ত্তমানেচ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
দুর্ল্লভং ত্রিষুলোকেষু গয়াশ্রাদ্ধং সুদুর্ল্লভং॥ ৫০॥

বিশেষতঃ মকর রাশিস্থ ভাস্করে, গয়াশ্রাদ্ধ দুর্ল্লভ, তাহাতে চন্দ্র বা সূর্য্যের গ্রহণকালে যদি গয়াতে পিণ্ডদান করে, তবে সেই পিণ্ড পিতৃলোকের দুর্ল্লভ হইতেও সুদুর্ল্লভ হয়। ৫০।

তাৎপর্য্য। মকররাশিস্থ সূর্য্যে যদি চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ হয়, তৎকালে শ্রাদ্ধকরাই দুর্ল্লভ, গয়াশ্রাদ্ধ সুদুর্ল্লভ হয়॥ ৫০॥

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎফলং লভতে নরঃ।
নতচ্ছক্যং ময়াবক্তুং কল্পকোটি শতৈরপি ॥৫১॥

গয়াক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিলে মানবদিগের যে ফললাভ হয়, তাহা আমি শতকোটি কল্পেও বলিতে শক্ত হই না॥ ৫১॥

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে সূতশৌনক সংবাদে বায়ুপ্রোক্ত
গয়ামাহাত্ম্য বর্ণনে পিণ্ড দান ফলকথনং
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

বেদব্যাস প্রণীত বায়ুপুরাণ তাহাতে সূতশৌনকাদি ঋষি সংবাদে বায়ুকর্ত্তৃক উক্ত গয়াধামের মাহাত্ম্য কথনে পিণ্ডদান ফল কথন নামে প্রথম অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়।

নারদউবাচ।

গয়াসুরঃ কথংজাতঃ কিম্প্রভাবঃ কিমাত্মকঃ।
তপস্তপ্তং কথংতেন কথংদেহ পবিত্রতা ॥ ১ ॥

সনৎকুমার প্রতি দেবর্ষি নারদগোস্বামী প্রশ্ন করিতেছেন, হে প্রভো! গয়নামক অসুর কি প্রকারে কাহা হইতে জন্মে, আর তাহার প্রভাবই বা কি প্রকার ছিল, তাহার শরীরই বা কিমাকার বিশিষ্ট এবং কি রূপ তপস্যা করিয়াছিল, যে তপস্যার ফলে সে স্বদেহের পবিত্রতা লাভকরে, তৎপ্রস্তাব শুনিতে ইচ্ছা হয়।

সনৎকুমার উবাচ।

বিষ্ণোর্নাভ্যম্বুজাজ্জাতো ব্রহ্মালোক পিতামহঃ।
প্রজাঃ সসর্জ্জ সংপ্রোক্তঃ পূর্ব্বদেবেন বিষ্ণুনা ॥ ২ ॥

নারদকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ভগবান সনৎকুমার তৎপ্রশ্নের উত্তর করিতেছেন। হে নারদ! শ্রবণ করহ। সৃষ্টির প্রথমে সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর নাভি পদ্ম হইতে আবির্ভাব হন। পূর্ব্বদেব অর্থাৎ আদিপুরুষ বিষ্ণুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই প্রজাপতি প্রজা সর্জ্জন করেন ॥ ২ ॥

আসুরেণৈব ভাবেন অসুরানসৃজৎ প্রভুঃ।
সৌমনস্যেন ভাবেন দেবান্ সুমনসোঽসৃজৎ ॥ ৩ ॥

প্রথমতঃ প্রভু ব্রহ্মা আসুর ভাবদ্বারা অসুর জাতির সৃষ্টি, আর প্রসন্ন ভাবদ্বারা দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

গয়াসুরোঽ সুরাণাঞ্চ মহাবল পরাক্রমঃ ।
যোজনানাং সপাদঞ্চ শতং তস্যোচ্ছ্রয়ঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥
স্থূলং ষষ্টির্যোজনানাং শ্রেষ্ঠো হ্যসৌবৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ ।৫।

জগদ্ধাতা ব্রহ্মা অসুর সকলকে সৃষ্টি করিলে পর, ত্রিপুরাসুরের পুত্র গয়াসুর সকল অসুর হইতে অতিশয় বলবিশিষ্ট ও পরাক্রম শালী হয়, এবং তাঁহার শরীর একশত পঞ্চবিংশতি যোজন উচ্চ হইয়াছিল ॥ ৪ ॥ আর প্রস্থে ষষ্টি যোজন পরিমাণে স্থূল, ঐ গয়াসুর পরমবৈষ্ণব, পরাক্রমে সকল অসুর হইতে শ্রেষ্ঠ হয় ॥ ৫ ॥

কোলাহলে গিরিবরে তপস্তেপে সুদারুণম্ ।
বহুবর্ষ সহস্রাণি নিরুদ্ধোচ্ছ্বাসং স্থিতোঽভবৎ ॥ ৬ ॥

গিরিশ্রেষ্ঠ কোলাহল নাম পর্ব্বতে গয়াসুর বহুসহস্র বৎসর পরিমাণে শ্বাস প্রশ্বাসকে অবরোধ করতঃ সুদারুণ তপস্যা করেন; তৎকালে তিনি স্থাবরবৎ স্থিরাবস্থায় অবস্থিত থাকেন ॥ ৬ ॥

তত্তপস্তাপিতা দেবাঃ সংক্ষোভং পরমং যযুঃ ।
ব্রহ্মলোকং গতাদেবাঃ প্রোচুস্তে প্রপিতামহম্ ॥ ৭ ।

মহাতপস্বী গয়াসুরের তপঃ প্রভাবে দেবতাগণেরা পরিতাপিত এবং অত্যন্ত ক্ষোভিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। অনন্তর ব্রহ্মলোকগত দেবতারা পিতামহ ব্রহ্মাকে তদ্বৃত্তান্ত সকল বিস্তার করিয়া কহেন ॥ ৭ ॥

গয়াসুরা ব্রহ্মদেব ব্রহ্মাদেবাং স্তথাব্রবীৎ ।
ব্রজামঃ শঙ্করং দেবা ব্রহ্মাদ্যাশ্চগতাঃ শিবম্ ॥ ৮ ॥

হে ব্রহ্মন্‌! হে দেব! সংপ্রতি গয়াসুর হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন্‌। তাহার তীব্র তপস্যাতে আমরা অত্যন্ত ভীত ও পরিতপ্ত হইয়াছি; এতৎ দেববাক্য শ্রবণে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন; আমি একা কি করিব? চল সকলেই মহাদেবের নিকটে গমন করি; ইহা কহিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণেরা সকলেই কৈলাসে শিব সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥

কৈলাসে চাব্রুবন্নত্বা রক্ষ দেব মহাসুরাৎ।
ব্রহ্মাদ্যান ব্রবীচ্ছম্ভু র্ব্রজামঃ শরণং হরিম্‌ ॥ ৯ ॥

কৈলাসে শিব সন্নিধানে ব্রহ্মাদি দেবতারা গমন করতঃ প্রণতি পুরঃসর এই কথা বলিলেন, হে মহাদেব! গয়নামক মহাসুর হইতে আমাদিগকে রক্ষাকর; এতৎ স্তুতিবাক্য শ্রবণে মহাদেব ব্রহ্মাদিকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্‌! সর্ব্বাপদ্বিনাশক নারায়ণ ব্যতীত ইহার উপায় হইতে পারে না, অতএব চল আমরা সকলে গিয়া সেই নারায়ণের শরণাপন্ন হই ॥ ১১ ॥

ক্ষীরাব্ধৌ দেবদেবেশঃ স নঃশ্রেয়ো বিধাস্যতি।
ব্রহ্মা মহেশ্বরো দেবো বিষ্ণুংনত্বা প্রতুষ্টুবুঃ ॥ ১০ ॥

ক্ষীরোদ মধ্যে দেব দেব পরমেশ্বর গদাধর অবস্থিত আছেন, আমাদিগের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তিনি অবশ্য অস্মদাদির শ্রেয়ো বিধান করিবেন। ইহা কহিয়া শিব ব্রহ্মাদি সহিত দেবগণেরা ক্ষীরোদে গিয়া নারায়ণকে প্রণাম করতঃ স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

দেবাঊচুঃ।

ওঁনমো বিষ্ণবে ভত্রে সর্ব্বেষাং প্রভবিষ্ণবে।
রোচিষ্ণবে জিষ্ণবেচ রাক্ষসাদি গ্রসিষ্ণবে ॥ ১১ ॥

কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণী হইয়া দেবগণেরা স্তুতিবাক্যে নারায়ণ প্রভুকে বলিতেছেন। হে বিশ্বব্যাপক! তুমি জয়শীল, তুমি অজিত, তুমি সকলের সংভর্ত্তা, তুমি সকলের উৎপাদক, তুমি স্বয়ং প্রকাশ, স্বপ্রভাতে দীপ্তিমান, তুমি রাক্ষসাদি দেব দ্বেষ্টাদিগের গ্রাসকারী, তুমি মহাপ্রভাব ও প্রণবরূপী, তোমাকে আমারা নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

ধরিষ্ণবে হ্খিলস্যাস্য যোগিনাং পারয়িষ্ণবে।
বর্দ্ধিষ্ণবে হ্যনন্তায় নমো ভ্রাজিষ্ণবে নমঃ ॥ ১২ ॥

হে ধরিষ্ণো! তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ধারক, যোগিদিগের ইহকাল জয়কারণ পারপ্রদাতা, তুমি সকলের বৃদ্ধির কারণ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর, কুশকাশাদির উৎপাদক, তুমি অনন্ত অপরিসীম, ভ্রাজিষ্ণু স্বপ্রকাশ, অর্থাৎ স্বভাসায় জগৎকে উদ্দীপ্ত করিতেছ; অতএব তোমাকে আমরা পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

এবং স্তুতো বাসুদেবঃ সুরাণাং দর্শনং দদৌ।
কিমর্থ মাগতা দেবা বিষ্ণুনোক্তা স্তমব্রুবন্ ॥ ১৩ ॥

ভগবান সনৎকুমার দেবর্ষি নারদগোস্বামীকে কহিতেছেন। হে নারদ! এবম্প্রকার দেবতাদিগের স্তুতিবাক্য দ্বারা সংস্তুত হইয়া ভগবান বাসুদেব তাঁহাদিগকে দর্শনদিলেন, এবং তোমরা কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিয়াছ ইহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। এতদ্ভগবৎ বাক্য শ্রবণে বিবুধেরা বিভুকে নিবেদন করেন ॥ ১৩ ॥

গয়াসুর ভয়াদ্দেব রক্ষাস্মান ব্রবীদ্ধরিঃ।
ব্রহ্মাদ্যা যান্তু তং দৈত্যং চাগমিষ্যামহং ততঃ ॥ ১৪ ॥

হে দেব! হে হরে! সংপ্রতি গয়াসুর কর্ত্তৃক উৎপন্ন ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষাকর। এতৎ শ্রবণে নারায়ণ দেবগণকে

কহিলেন, তোমরা সকলে ব্রহ্মা ও শিবকে সমভিব্যাহারী করতঃ সেই মহাদৈত্য গয়াসুরের নিকট গমন করহ, পশ্চাৎ আমিও তথায় গমন করিব ॥ ১৪ ॥

কেশবো গরুড়ারূঢ়ো বরংদাতুং গয়াসুরে।
সর্ব্বেস্বংস্বং সময়াস্থায় নিজবাহন মুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥

অনন্তর ভগবান নারায়ণ গরুড়ে আরোহণ করতঃ এবং অন্যোন্য দেবগণেরাও স্বীয় স্বীয় বাহনারূঢ় হইয়া বরদান করণার্থে গয়াসুরের সন্নিধানে সকলেই সমুপস্থিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

উচুস্তে বাসুদেবাদ্যাঃ কিমর্থং তপ্যতেত্বয়া।
সংতুষ্টাশ্চাগতাঃ সর্ব্বে বরং ব্রূহি গয়াসুর। ১৬।

বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণেরা গয়াসুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে গয়াসুর! তুমি কি নিমিত্ত এমত উৎকট তপস্যা করিতেছ, তোমার তপঃ প্রভাবে আমরা সকলে পরম সন্তুষ্ট হইয়া বরদিতে আসিয়াছি, তুমি স্বচ্ছন্দে মনোভিলষিত বর যাচ্ঞা করহ ॥ ১৬ ॥

গয়াসুর উবাচ।

যদিতুষ্টাস্তু মে দেবা ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
সর্ব্বদেব দ্বিজাতিভ্যো যজ্ঞতীর্থ শিলোচ্চয়াৎ।
দেবেভ্যোতি পবিত্রোহ মৃষিভ্যোহপি শিবাব্যয়াৎ ।১৭।

দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ দেবাদিকে সম্বোধন করিয়া গয়াসুর কহিতেছেন। হে ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণেরা! যদি আমার প্রতি তোমরা পরিতুষ্ট হইয়া থাক, তবে আমাকে সমস্ত দেবতা, সমস্ত ব্রাহ্মণ, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত তীর্থ, সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত দেব দেবী এবং সমস্ত ঋষিগণ হইতে পবিত্র করহ ॥ ১৭ ॥

মন্ত্রেভ্যো দেব দেবীভ্যো যোগীভ্যশ্চাপি সর্ব্বশঃ।
ন্যাসিভ্যশ্চাপিকর্ম্মিভ্যো ধর্ম্মিভ্যশ্চ তথাপুনঃ ॥ ১৮ ॥

হে দেবাঃ! সকল মন্ত্র, সকল দেবদেবী, সকল যোগী, সন্ন্যাসী, ও যত ধর্ম্মী কর্ম্মী প্রভৃতি ত্রিলোকে পবিত্র বস্তু আছে, তদপেক্ষা আমাকে অতিপবিত্র কর। ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য।—গয়াসুর সর্ব্বাপেক্ষা আমি পবিত্ররূপ হইব, আমার স্পর্শে যেন সকলে পরিমুক্ত হয়, এতদভিপ্রায়ে তপস্যা করে, এবং পবিত্র বর প্রার্থনাও এই অভিপ্রায়ে কহিয়াছিল।

জ্ঞাতিভ্যোঽতি পবিত্রোঽহং পবিত্রংস্যাৎ সদাসুরাঃ।
পবিত্রমস্তু তংদেবাঃ সত্যমুক্ত্বা দিবংযযুঃ।
দৃষ্ট্বাদৈত্যং ততঃ স্পৃষ্ট্বা সর্ব্বেহরিপুরং যযুঃ। ১৯।

এবং আমার জ্ঞাতিও যাবদীয় জাতি আছে, তাহাদিগের অপেক্ষা যেন আমি পরম পবিত্র হই; ব্রহ্মাদি দেবগণেরা জগৎশূন্য হইবে এতদ্বিবেচনা অগ্রে না করিয়া তুমি সকল পবিত্র হইতে পবিত্র হইলে, এই সত্যাঙ্গীকার পূর্ব্বক দৈত্যবরকে বর প্রদান করতঃ সকলে স্বর্গে গমন করেন। অনন্তর দৈববরপ্রভাবে পৃথিব্যাদি স্থিত সমস্তলোক গয়াসুরকে দর্শন ও স্পর্শন করতঃ সম্যক্ কর্ম্মবন্ধে পরিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥

শূন্যেলোক ত্রয়েযাতে শূন্যা যমপুরীহ্যভূৎ।
যম ইন্দ্রাদিভিঃ সার্দ্ধং ব্রহ্মলোকং ততোঽগমৎ। ২০

তজ্জন্য ত্রিলোকীতল শূন্যপ্রায় হওয়াতে একক্কালে সংযমনীপুরী অর্থাৎ যমপুরী শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে যম এমত বিবেচনা করিলেন, যে আর আমার অধিকার রক্ষাপায় না; সুতরাং পরমভীত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ২০ ।

ব্রহ্মাণং মুচিরে দেবা গয়াসুর বিলোপিতাঃ।
ত্বয়াদত্তাঽধিকারাস্তং তানগৃহাণ পিতামহ। ২১।

ব্রহ্মার সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেবগণের সহিত পিতৃপতি ব্রহ্মাকে এই কথা নিবেদন করিলেন। হে সর্ব্বলোক পিতামহ! গয়াসুর কর্ত্তৃক সকলের অধিকার বিলোপ হইল, অর্থাৎ আপনার প্রদত্ত বর প্রভাবে গয়াসুর অতিপবিত্র হইয়াছে, তাহাকে দর্শন স্পর্শন করিয়া ত্রিলোকস্থ জন সকল পরিমুক্ত হইল, আর কেহই যমলোকে গমন করে না, সুতরাং যমপুরী শূন্যপ্রায় হইয়া উঠিল; আপনি পূর্ব্বে আমাদিগকে যে সকল অধিকার দিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সকল অধিকার আপনিই পুনর্গ্রহণ করুন, হিংসাত্মক এঅধিকারে অস্মদাদির আর প্রয়োজন নাই ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মাব্রবীত্ততো দেবান্ ব্রজামো বিষ্ণুমব্যয়ং।
ব্রহ্মাদয়োঽব্রুবন্ বিষ্ণুং ত্বয়াদত্তবরোঽসুরঃ।
তদ্দর্শনাদ্যযুঃস্বর্গং শূন্যং লোকত্রয়ং হ্যভূৎ। ২২।

যমাদিদেবের এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে দেবাঃ! ভয় কি? চল আমরা সকলেই সেই সর্ব্বভয়াচ্ছিদ অব্যয় পরমাত্মা বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করি, তাঁহা হইতেই সকল উপায় হইবে, ইহা কহিয়া যমাদির সহিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন। হে প্রভো! পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক লব্ধবর যে গয়াসুর, তাহাকে দেখিয়া এবং স্পর্শ করিয়া সমস্তলোক স্বর্গে গমন করিতেছে, তন্নিমিত্ত লোকত্রয় প্রায় জনশূন্য হইল, এক্ষণে ইহার যে উপায় হয় তাহা আপনি আজ্ঞা করুন ॥ ২২ ॥

দেবৈরুক্তো বাসুদেবো ব্রহ্মাণং সবচোঽব্রবীৎ।
গয়াসুরং প্রার্থয়স্ব যজ্ঞার্থং দেহি দেহকং ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাকে নারায়ণ কহিলেন। হে ব্রহ্মন্! তুমি গয়াসুরের নিকট গিয়া এই প্রার্থনা কর; যে হে দৈত্যবর! তুমি যজ্ঞকর্ম্ম সাধনার্থে তোমার সমস্তক এই পবিত্র শরীর আমাকে প্রদান করহ॥ ২৩॥

তাৎপর্য্য।—গয়াসুর অতিধার্ম্মিক দয়াশীল, এবং বদান্যতম, যাচ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ তোমাদিগকে আত্মশরীর প্রদান করিবে, তোমরা তৎশরীরের উপর যজ্ঞকরতঃ তাহাকে নিশ্চল করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে, তোমাদিগের আর কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবেক না। অর্থাৎ তৎশরীর মৃত্তিকাতলে পোথিত হইলে আর তদ্দর্শন স্পর্শন জনিত ফলে মুক্তিপদ প্রাপ্তি বিষয়েও সকল জীবের ব্যাঘাত জন্মিবে। তাহাতে লোকত্রয় জন শূন্যতার নিমিত্ত তোমাদের যে আশঙ্কা, সে আশঙ্কাও ঝটিতি দূর হইতে পারিবে?॥

বিষ্ণূক্তঃ স সুরো ব্রহ্মা গত্বাপশ্যন্ গয়াসুরং।
গয়াসুরোঽব্রবীৎ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণং ত্রিদশৈঃসহ।
সংপূজ্যোত্থায় বিধিবৎ প্রণতঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ ২৪॥

ভগবান্ বিষ্ণুর বচনে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সত্বর গয়াসুর সন্নিধানে গমন করতঃ তাহাকে দেখিলেন। গয়াসুরও দেবগণ সমভিব্যাহারে সমাগত ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান করতঃ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক বিধিবৎ পূজা ও প্রণাম করিয়া এই কথা কহিলেন। ২৪।

গয়াসুর উবাচ।

অদ্যমে সকলং জন্ম অদ্যমে সফলং তপঃ।
যদাগতোঽতিথির্ব্রহ্মা সর্ব্বং প্রাপ্তং ময়াদ্যবৈ। ২৫।

সাহ্লাদ বাক্যে গয়াসুর ব্রহ্মাকে কহিতেছেন, হে ব্রহ্মন্! অদ্য আমার জন্মসফল, তপস্যাও সফল হইল; যেহেতু সর্ব্বলোক পিতামহ

স্বয়ং অথিতিরূপে অস্মৎ সমীপে সমাগত হইলেন, সুতরাং ইহাতেই আমার অদ্য সম্যক্ সুদুর্লভ মনোরথ পরিপূর্ণ হইল ॥ ২৫ ॥

যোগিন্ যোগাঙ্গবিৎ সর্ব্ব লোক স্বামিন্ পিতর্গুরো।
যদর্থ মাগতো ব্রহ্মন্ তৎকার্য্যং করবাণ্যহম্ ॥ ২৬ ॥

হে মহাযোগিন্! হে যোগাঙ্গবিৎ সর্ব্বলোক স্বামিন্! হে পিতঃ! হে গুরো! হে ব্রহ্মন্! আপনি সমস্ত দেবগণ সহিত যে অভিপ্রায়ে আমার নিকট সমাগমন করিয়াছেন, তাহা আমাকে আজ্ঞা করুন্, আমি আপনার তৎকার্য্য অবশ্য সাধন করিব ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি দৃষ্টানি ভ্রমতা ময়া।
যজ্ঞার্থং নতুতেতানি পবিত্রাণি শরীরতঃ ॥ ২৭ ॥

গয়াসুরের এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা কহিতেছেন, হে বৎস! আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করতঃ যজ্ঞ কার্য্য সাধনার্থ যে সকল পবিত্র তীর্থস্থানকে দর্শন করিলাম, সে সকল তীর্থস্থান তোমার এই শরীরাপেক্ষা পবিত্র নহে, অর্থাৎ তোমার শরীরে যজ্ঞ করাতে সেই সকল তীর্থই লাভ হইবে ॥ ২৭ ॥

ত্বয়াদেহে পবিত্রত্বং প্রাপ্তং বিষ্ণু প্রসাদতঃ।
অতঃ পবিত্রং দেহং ত্বং যজ্ঞার্থং দেহিমেঽসুর। ২৮।

হে গয়াসুর! নারায়ণ প্রসাদে তুমি স্বদেহে পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছ, এই হেতু আমি যজ্ঞার্থ তদ্দেহ ভিক্ষা করিতেছি, তুমি যজ্ঞ সাধনার্থে আমাকে তোমার পবিত্র দেহ দান কর ॥ ২৮ ॥

গয়াসুর উবাচ।

ধন্যোঽহং দেবদেবেশ যদ্দেহং প্রার্থ্যতে ত্বয়া।
পিতৃবংশে কৃতার্থোঽহং মাতৃবংশে তথৈব চ। ২৯।

ব্রহ্মার এতদ্বাক্য আকর্ণন করতঃ গয়াসুর বিনয়াক্ষরে ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিলেন। হে দেবদেবেশ! আমি নিকৃষ্ট অসুরযোনি প্রাপ্ত, তথাপি আমার এই দেহ যখন পবিত্র জ্ঞানে আপন কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইল, তখন আমি ধন্য হইলাম, এবং পিতৃবংশ ও মাতৃ বংশের সহিত আমি কৃতার্থ হইলাম। ২৯।

ত্বয়ৈবোৎপাদিতো দেহঃ পবিত্রস্তু ত্বয়া কৃতঃ।
সর্ব্বেষামুপকারায় যাগোহবশ্যং ভবিষ্যতি। ৩০।

হে ব্রহ্মন্! তোমাকর্ত্তৃক এই দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমিই এই অপবিত্র দেহকে পবিত্র করিয়াছ, এক্ষণে সর্ব্ব জীবের উপকারার্থে মম দেহে আপনি যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহার পর আর আমার ভাগ্য কি? ইহা অতি উত্তম কল্প বলিতে হয়; সুতরাং আমার এই নিকৃষ্ট দেহ অবশ্যই আপনার যাগ ভূমিস্বরূপ হইবে।। ৩০ ।।

ইত্যুক্ত্বা সোঽপতদ্ভূমৌ শ্বেতকল্পে গয়াসুরঃ।
নৈঋতং দিশমাশ্রিত্য তদাকোলাহলে গিরৌ।
শিরঃ কৃত্বোত্তরে দৈত্যঃ পাদৌ কৃত্বাতু দক্ষিণে।৩১।

পূর্ব্বে শ্বেত বারাহ কল্পে ব্রহ্মাকে গয়াসুর এই প্রকার বাক্য কহিয়া কোলহল নাম পর্ব্বতে নৈঋত দিক্‌কে আশ্রয় করিয়া উত্তরে মস্তক দক্ষিণে পাদদ্বয় রাখিয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন, [অর্থাৎ উত্তর শিরা হইয়া ভূমিতে শয়ন করিলেন। ৩১।

ব্রহ্মা সংভৃত সম্ভারো মানসা নৃত্বিজোঽসৃজৎ।
শ্বেতং সুতালং দমনং সুহোত্রং কঙ্কমেবচ ।।
লোকাক্ষিঞ্চ মহাবাহুং জৈগীষব্যং তথৈবচ।
দধি পঞ্চমুখং বিপ্রং ঋষভং কর্কমেবচ।

কাত্যায়নং গোভিলঞ্চ মুনিমুগ্র মহাব্রতং।
অগ্নিশর্ম্মাণ মমৃতং শৌনকং যাজলিং মৃদুং।
কুমুখিং বেদকৌণ্ডিল্যং হারীতং কাশ্যপং কৃপং।
গর্গং কৌশিক বাশিষ্ঠৌ মুনিং ভার্গব মব্যয়ং
বৃদ্ধ পারাশরং কণ্বং মাণ্ডব্যং শ্রুতিকেবলং।
সুকপালং গৌতমঞ্চ তদা বেদশিরোব্রতং।
জটামালিন মব্যগ্রং চাটুহাসঞ্চ দারুণং।
আত্রেয়ং চাপ্যঙ্গিরসৌ সৌপমন্যুং মহাব্রতং।
গোকর্ণঞ্চ গুহাবাসং শিখণ্ডিন মুমাব্রতং।
এতানন্যাংশ্চ বিপ্রেন্দ্রান্ বেধা লোক পিতামহঃ।
পরিকল্প্যা করোদ্ যাগং গয়াসুর শরীরকে ॥ ৩২ ॥

অনন্তর সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা সংভৃত সম্ভার হইয়া, যজ্ঞোপকরণ সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিয়া, পরে আপনার মন হইতে ঋত্বিক অর্থাৎ যজ্ঞাদির হোতৃকার্য্যাদি সম্পাদনার্থ পুরোহিত ব্রাহ্মণগণকে উৎপন্ন করিলেন। যথা শ্বেত, সুতাক্ষ, দমন, সুহোত্র, কঙ্ক, লোকাক্ষি, মহাবাহু জৈগীষব্য, আর দধিমুখ, পঞ্চমুখ, ঋষভ, কর্ক, কাত্যায়ন, গোভিলমুনি, মহোগ্রব্রত, অগ্নিশর্ম্মা, অমৃত, শৌনক, যাজলি, মৃদু, কুমুখি, বেদ কৌণ্ডিল্য, হারীত, কাশ্যপ, কৃপ, গর্গ, কৌশিক, বাশিষ্ঠ মুনি, ভার্গব, অব্যয়, বৃদ্ধপারাশর, কণ্ব, মাণ্ডব্য, শ্রুতিকেবল। সুকপাল, গৌতম, ও বেদশিরোব্রত, জটামালী, অব্যগ্র, চাটুহাস, দারুণ, আত্রেয়, অঙ্গিরা, সৌপমন্যু, মহাব্রত, গোকর্ণ, গুহাবাস, শিখণ্ডী, উমাব্রত, ইত্যাদি। এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য আরও অনেকানেক বিপ্রগণকে যজ্ঞার্থে সর্জ্জন করিলেন। পিতামহ ব্রহ্মা ঐ অগ্নি শর্ম্মাদি ব্রাহ্মণগণকে পুরোহিত কল্পনা করিয়া গয়াসুর শরীরে যজ্ঞারম্ভ করিলেন॥ ৩২ ॥

অগ্নিশর্ম্মাপি পঞ্চাগ্নীন্ মুখাদেতানথা সৃজৎ।
দক্ষিণাগ্নিং গার্হপত্য মাহবনীয়ং তপোব্যয়ঃ।
সত্যাবসথ্যৌ দেবর্ষে যেষু যজ্ঞাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। ৩৩।

অনন্তর অক্ষয়তপঃ প্রভাবে অগ্নিশর্ম্মা স্বীয় বদন হইতে পঞ্চপ্রকার অগ্নির সর্জ্জন করেন। যথা দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্যঅগ্নি, আহবনীয় অগ্নি, সত্যাগ্নি, আবসথ্যাগ্নি প্রভৃতি পঞ্চাগ্নি, যাহাতে সকল যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৩৩।

যজ্ঞস্যচ প্রতিষ্ঠার্থং বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দদৌ।
হুত্বা পূর্ণাহুতিং ব্রহ্মা স্নাত্বা চাবভৃতে সুরাঃ। ৩৪।

হে দেবর্ষে! যজ্ঞের প্রতিষ্ঠার্থ অর্থাৎ সংপূর্ণতা প্রাপ্তির নিমিত্তে পূর্ণাহুতি প্রদান করতঃ ব্রহ্মা ও সকল দেবগণেরা শান্তিজলে স্নান করিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন ॥ ৩৪ ॥

যজ্ঞযূপং সুরৈঃ সার্দ্ধং সমানীয় ব্যরোপয়ৎ।
ব্রহ্মণঃ সরসাং শ্রেষ্ঠে সরস্থে বোচ্ছ্রিতং শুভং। ৩৫।

অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণের সহিত যজ্ঞের শুভ যূপকাষ্ঠ আনয়ন করতঃ সকল সরোবরের শ্রেষ্ঠ পরমোত্তম ব্রহ্ম সরোবরে উচ্ছ্রিত করিয়া রোপণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

যজ্ঞবাটে সুরৈঃসার্দ্ধং গয়াসুর মপশ্যত।
চলিতং চকিতো ব্রহ্মা ধর্ম্মরাজ মভাষত ॥ ৩৬ ॥
জাতা গৃহে তবশিলা সমানীয়া বিচারয়ন্।
দৈত্যস্য শীঘ্রং শিরসি তাংধারয় মমাজ্ঞয়া। ৩৭ ॥

যজ্ঞকার্য্য সমাপনান্তে অভিজ্ঞাবধারণ করতঃ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত যজ্ঞবাটীতে গয়াসুরকে চলিত দেখিয়া সচকিত হইলেন,

অর্থাৎ ব্রহ্মার মনে এই শঙ্কা উপস্থিত হইল যে পাছে গয়াসুর পুনরুত্থিত হয়, তন্নিমিত্ত সচকিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যমকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মা এই কথা কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ ! তব গৃহে গুরুতরা যে দেবরূপিণী ধর্ম্মশিলা আছে, আমার আজ্ঞাতে সেই শিলাকে শীঘ্র আনয়ন করতঃ তুমি গয়াসুরের মস্তকোপরি ধারণ করহ, ইহার আর কোন বিচার করিবার আবশ্যক করে না । ৩৬ । ৩৭ ।

নিশ্চলার্থং যমঃ শ্রুত্বা ধারয়ন্মস্তকে শিলাং ।
শিলায়াং ধারিতায়ান্তু সশিলশ্চাসুরোঽচলৎ । ৩৮ ।

ধর্ম্মরাজ যম ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তদাজ্ঞানুসারে সত্বর সেই শিলাকে আনয়ন করিয়া গয়াসুরের মস্তকে সংস্থাপন করিলেন; মস্তকোপরি গুরুতরা শিলা সন্ধারণ করিলেও গয়াসুর শিলার সহিত চলিতদেহ হইল অর্থাৎ নড়িতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

দেবানুচেঽথ রুদ্রাদীন্ শিলায়াং নিশ্চলাঃ কিল ।
তিষ্ঠধ্বং দেবাঃ সকলা স্তথেত্যুক্ত্বাচতেস্থিতাঃ । ৩৯ ।

শিলার সহিত গয়াসুরকে চলিত দেহ দেখিয়া তাহাকে স্থিরীকৃত করণার্থে ব্রহ্মা দেবগণ ও রুদ্রগণকে পুনর্ব্বার কহিলেন; হে রুদ্রাদি দেবগণ ! তোমরা সকলে গয়াসুর মস্তকোপরি শিলাতে বিষ্কম্ভ ন্যায় অচল হইয়া অবস্থান করহ; এই ব্রহ্মাজ্ঞা প্রাপ্তে দেবগণেরা সকলে তৎশিলোপরি নিশ্চলরূপে অবস্থিত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

দেবাঃ পাদৈর্লক্ষয়িত্বা তথাপি চলিতোঽসুরঃ ।
ব্রহ্মাথ ব্যাকুলো বিষ্ণুংগতঃ ক্ষীরাব্ধিশায়িনং ।
তুষ্টাব প্রণতো ভূত্বা নত্বা চাদৃত্য তংপ্রভুং । ৪০ ।

দেবগণেরা তৎশিলাকে স্বীয়২ পদচিহ্নে লক্ষিত করিয়া গাঢ় ভারতরে অবস্থিতি করিলেন, তথাপি গয়াসুর চলিত দেহ হইল,

অর্থাৎ শিলার সহিত সকল দেবগণের ভার তাহার পক্ষে গুরুতর ভারবোধ হইল না; তদ্দৃষ্টে ব্রহ্মা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ক্ষীরোদ-শায়ী নারায়ণ সন্নিধানে গমন করত: প্রণতিপুর্ব্বক সাদরে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৪০॥

ব্রহ্মোবাচ।

ব্রহ্মাণ্ডস্য পতে নাথ নমামি জগতাং পতিং।
গতিং কীর্ত্তিমতাং নৃণাং ভুক্তি মুক্তি প্রদায়কং। ৪১।

একান্ত চিত্তে ব্রহ্মা নারায়ণকে স্তুতিবাক্যে কহিতেছেন, হে নাথ! হে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডপতে! তুমি জগতের পরিপালনকর্ত্তা, তুমি কীর্ত্তি-মান মনুষ্যদিগের গতি, তুমি ভোগ এবং মোক্ষপ্রদাতা অতএব তো-মাকে আমরা নমস্কার করি। ৪০।

সনৎকুমারউবাচ।

বিশ্বক্সেনোঽব্রবীৎ বিষ্ণুং দেবস্ত্বাং স্তৌতি পদ্মজঃ।
হরি রাহানয়স্ব ত্বং বিষ্ক্তঃ স তমানয়ৎ। ৪২।

সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন, হে নারদ! ব্রহ্মার স্তুতিবাক্য শ্রবণে বিষ্ণু পার্ষদ বিশ্বক্সেন বিষ্ণুকে সংবাদ করিলেন, হে দেব! পদ্মযোনি ব্রহ্মা তোমাকে স্তব করিতেছেন। তৎশ্রবণে হরি বিশ্বক্সেনকে কহিলেন; তুমি যাও শীঘ্র ব্রহ্মাকে এখানে আনয়ন কর; এতদ্বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে বিশ্বক্সেন অতি সত্বর ব্রহ্মাকে নারায়ণ সন্নিধানে আনয়ন করিলেন॥ ৪২॥

বিষ্ণুরুবাচ।

অজমূচে হরিঃ কস্মা দাগতোঽসি বদস্বতৎ। ৪৩।

ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি কিনিমিত্ত আমার নিকটে আগমন করিলে, তাহা বল॥ ৪৩॥

ব্রহ্মোবাচ।

দেবদেবক্রতেৎযাগে প্রচচাল গয়াসুরঃ।
শিলায়াং দেবরূপিণ্যাং ন্যস্তায়াং তস্যমস্তকে। ৪৪।

ব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন, হে দেবদেব! ভবদাজ্ঞানুসারে নিশ্চলার্থে গয়াসুরমস্তকে যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করণানন্তর ধর্ম্মরাজ তৎশিরোপরি দেবরূপিণী ধর্ম্মশিলাকে সংস্থাপন করাতেও সেই গয়াসুর ধর্ম্মশিলা সহিত পূর্ব্ববৎ পুনর্ব্বার চলিত হইতেছে॥ ৪৪ ॥

রুদ্রাদিষুচ দেবেষু সংস্থিতেষ্বসুরোচলৎ।
ইদানীং নিশ্চলার্থং হি প্রসাদং কুরুমাধব। ৪৫।

হে ভগবন্! অনন্তর রুদ্রাদিদেবগণের, তাহার উপর সংস্থিত হইলেন, তথাপি সে নিশ্চল হইল না, অর্থাৎ পুনর্ব্বার নড়িতে লাগিল। হে মাধব। হে লক্ষ্মীপতে! সংপ্রতি গয়াসুরের নিশ্চলার্থে আপনি প্রসন্ন হইয়া ইহার অন্য কোন উপায় আজ্ঞা করুন্॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মণোবচনং শ্রুত্বা হ্যাকৃষ্য স্বশরীরতঃ।
মূর্ত্তিং দদৌ নিশ্চলার্থং ব্রহ্মণে ভগবান্ হরিঃ। ৪৬।

ব্রহ্মার এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ ভগবান্ নারায়ণ, গয়াসুরের নিশ্চলার্থ আপনার শরীর হইতে এক বিস্মাপনীয় মুর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন॥ ৪৬ ॥

তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই প্রকাণ্ড বিশ্বম্ভর মুর্ত্তি গয়াসুরের মস্তকোপরি শিলাতে স্থাপনা করিলে সে অবশ্য নিশ্চল হইবে; যেহেতু বিশ্বম্ভর মুর্ত্তিকে সঞ্চালন করিতে গয়াসুর কোনমতেই শক্ত হইবে না॥ ৪৬॥

আনীয় মূর্ত্তিং ব্রহ্মাপি শিলায়াং সমধারয়ৎ।
তথাপি চলিতং বীক্ষ্য পুনর্দ্দেব মথাগমৎ। ৪৭।

নারায়ণের শরীরোদ্ভবা প্রচণ্ড মূর্ত্তিকে আনয়ন করতঃ গয়াসুর শিরস্থা ধর্ম্ম শিলাতে সংস্থাপন করিলেন, তথাপি সে স্থির না হইয়া চলিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে ব্রহ্মা পুনর্ব্বার ক্ষীরোদতীরে গিয়া ভগবানকে কহেন। হে প্রভো! আপনার আজ্ঞামত ভবদ্দত্ত মহামূর্ত্তি স্থাপন করাতেও গয়াসুর চলিতেছে, ইহা নিবেদন করিলাম, এক্ষণে যে কর্ত্তব্য হয় তাহা করুন্॥ ৪৭॥

আগত্য বিষ্ণুঃ ক্ষীরাব্ধেঃ শিলায়াং সংস্থিতোঽভবৎ।
জনার্দ্দনাভিধানেন পুণ্ডরীকেতি নামতঃ।
শিলায়াং নিশ্চলার্থং হি স্বয়মাদি গদাধরঃ। ৪৮।

ব্রহ্মবাক্য শ্রবণানন্তর নারায়ণ গয়াসুরের নিশ্চলার্থ ক্ষীরসমুদ্র হইতে আগত হইয়া জনার্দ্দন, পুণ্ডরীক, এবং আদিদেব গদাধর এই নামত্রয় ধারণ পূর্ব্বক তিনমূর্ত্তিতে ঐ শিলাতে অবস্থিতি করিলেন॥ ৪৮॥

নিশ্চলার্থং পঞ্চধাসীৎ শিলায়াং প্রপিতামহঃ।
পিতামহোথ ফল্গ্বীশঃ কেদারঃ কনকেশ্বরঃ।
ব্রহ্মাস্থিতঃ স্বয়ং তত্র গজরূপী বিনায়কঃ। ৪৯।

সর্ব্বলোক পিতামহ প্রজাপতি গয়াসুরকে নিশ্চল করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা, পিতামহ, ফল্গ্বীশ, কেদার, কনকেশ্বর এই পঞ্চরূপে আপনি স্বয়ং অবস্থান করেন। এবং বিঘ্ননায়ক গণপতিও গজরূপে অবস্থিত হইলেন। ৪৯।

গয়াদিত্য শ্চোত্তরার্কো দক্ষিণার্ক স্ত্রিধারবিঃ।
লক্ষ্মী সীতাভিধানেন গৌরী বৈ মঙ্গলাহ্বয়া। ৫০।

গয়াদিত্য, উত্তরার্ক, দক্ষিণার্ক, এই তিনরূপে সূর্য্য, আর সীতা নামে লক্ষ্মী, এবং মঙ্গলা নামে গৌরীও ঐ শিলাতে অবস্থিতি করিলেন। ৫০।

গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী ত্রিসন্ধ্যেয়ং সরস্বতী।
ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ পূষা বসবোষ্টৌ মহাবলাঃ।
বিশ্বেদেবাশ্চাশ্বিনেয়ৌ মরুতো বিশ্বনায়কঃ।
স যক্ষোরগ গন্ধর্ব্বা তস্থুর্দেবাঃ স্বশক্তিভিঃ। ৫১।

গায়ত্রী, সাবিত্রী, ত্রিসন্ধ্যা, ও সরস্বতী দেবীও গয়াসুর মস্তকোপরি ধর্ম্ম শিলাতে অবস্থিতা হইলেন। এবং দেবরাজ ইন্দ্র সুরগুরু বৃহস্পতি, সূর্য্যের অপরা মুর্ত্তি পূষা, মহাবলবান অষ্টবসু, বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, বিশ্বনেতা বায়ু, আর যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, প্রভৃতি সমস্ত দেবগণেরাও স্বস্ব শক্তির সহিত তথায় অবস্থিতি করিলেন। ৫১।

আদোন গদয়া চাসৌ যস্মাদ্দৈত্যা স্থিরীকৃতঃ।
স্থিত ইত্যেব হরিণা তস্মাদাদি গদাধরঃ। ৫২।

সকলের আদি নারায়ণ তাঁহার গদাদ্বারা গয়াসুর স্থিরীকৃত হয়, এবং নারায়ণও তাঁহাকে স্থিরীকৃত করিয়া স্বয়ং অবস্থিত হন্‌ একারণ গয়াধামে নারায়ণ আদি গদাধর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন॥ ৫২॥

ঊচে গয়াসুরো দেবান্‌ কিমর্থং বঞ্চিতোহ্যহং।
যজ্ঞার্থং ব্রহ্মণে দত্তং শরীর মমলং ময়া। ৫৩।

সর্ব্বদেব ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া গয়াসুর দেবগণকে কহিলেন, হে দেবগণ। তোমাদিগের দ্বারা আমি কি নিমিত্ত এরূপ বঞ্চিত

হইলাম, কোনমতে তোমাদের অনিষ্টকারী নহি,বরং যজ্ঞার্থ প্রার্থনা-মতে ব্রহ্মাকে আমার এই নির্ম্মল শরীর দান করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তোমাদের এত আশঙ্কা কেন? ॥ ৫৩॥

বিষ্ণোর্ব্বচন মাত্রেণ কিং নস্যাং নিশ্চলোহ্যহং।
যৎসুরৈঃ পীড়িতোহত্যর্থং গদয়া হরিণা তথা। ৫৪।

আমি বিষ্ণুর আজ্ঞামাত্রেই নিশ্চল হইয়াছি; তথাপি দেবগণেরা স্বীয় স্বীয় শরীর ভারদ্বারা এবং নারায়ণইবা গদা দ্বারা আমাকে আর অত্যন্ত পীড়িত কেন করিতেছেন। ৫৪।

পীড়ীতো যদ্যহং দেবাঃ প্রসন্নাঃ সন্তু সর্ব্বদা।
গদাধরাদয়স্তুষ্টাঃ প্রোচুর্দ্দৈত্যং গয়াসুরম্। ৫৫।

আমি নিরপরাধী তথাপি অপরাধীর ন্যায় তোমাদিগের দ্বারা যে পীড়িত হইলাম তাহাতেও কাতর নহি, কিন্তু আপনারা আমাকে নির্যাতন করিয়াও সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকুন্। গয়াসুরের এতাদৃক নম্র বাক্য শ্রবণে গদাধরাদি সমস্ত দেবগণেরা তাহার প্রতি অতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন। ৫৫।

বরং ব্রূহি প্রসন্নাঃস্মো দেবানূচে গয়াসুরঃ। ৫৬।

হে গয়াসুর! আমরা সর্ব্ব দেবগণে তোমার ভক্তিগর্ভ বিনয়াক্ষরে প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে তুমি আমাদিগের স্থানে মনোভিলষিত বর যাচ্ঞা করহ; এক্ষণে তুমি যে বর চাহিবে আমরা তাহাই তোমাকে প্রদান করিব। এতদ্দেব বাক্য শ্রবণে গয়াসুর সর্ব্ব দেব-মুখ বিষ্ণুর নিকট বর প্রার্থনা করিয়া কহিলেন॥ ৫৬॥

যাবৎ পৃথ্বী পর্ব্বতাশ্চ যাবচ্চন্দ্রার্ক তারকাঃ।
তাবচ্ছিলায়াং তিষ্ঠন্তু ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
অন্যাশ্চ সকলা দেবা মন্নাম্না ক্ষেত্র মস্তুবৈ। ৫৭।

হে দেবাঃ। পৃথিবী, ও সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত সকল, এবং চন্দ্র সূর্য্য তারকাদি সকল বস্তু যাবৎকাল পর্য্যন্ত এই বিশ্বরাজ্যে বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার শিরঃস্থিতা শিলাতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি ও অন্যোন্য দেবগণেরা সকলে অবস্থিতি করুন্। সর্ব্বলোক নিস্তারক এই পবিত্র ক্ষেত্র আমার নামে বিখ্যাত হউক্॥ ৫৭॥

পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশ মেকং গয়াশিরঃ।
তন্মধ্যে সর্ব্বতীর্থানি প্ররক্ষন্তু হিতং নৃণাম্। ৫৮।

হে দেবাঃ! পঞ্চক্রোশ পরিমিত এই গয়াক্ষেত্র, তন্মধ্যে এক ক্রোশমাত্র গয়াশির, মনুষ্যদিগের হিতার্থে আপনারা সর্ব্ব তীর্থ আনিয়া ইহাতে অবস্থাপন করুন্॥ ৫৮॥

স্নানাদি তর্পণং কৃত্বা পিণ্ডদানাৎ ফলাধিকম্।
সহাত্মনি সহস্রঞ্চ কুলানামুদ্ধরেন্নরঃ। ৫৯।

মনুষ্য সকল এই গয়াক্ষেত্রে আসিয়া স্নান তর্পণাদি করিয়া পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিলে সমধিক ফল লাভ করিবেক, এবং গয়াশিরে পিণ্ডদান দ্বারা আপনার সহিত সহস্র পুরুষের উদ্ধারেকৃতি হইবেক, আপনারা প্রসন্ন হইয়া এক্ষণে আমাকে এই বর প্রদান করুন্॥ ৫৯॥

ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপেণ য়ূয়ং তিষ্ঠন্তু সর্ব্বদা।
গদাধরঃ স্বয়ং লোকাৎ ভূয়াৎ সর্ব্বাঘনাশনাৎ। ৬০।

হে দেবগণ! তোমরা সকলেই ব্যক্তরূপে বা অব্যক্ত রূপেই হউক্ এই মমক্ষেত্রে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান কর। এবং বৈকুণ্ঠাখ্য স্বীয় ধাম হইতে আসিয়া সর্ব্ব পাপ বিনাশ কারণ স্বয়ং গদাধর এই গয়াধামে অবস্থিত হউন্। ৬০।

শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং যেষাং ব্রহ্মলোকং প্রয়ান্তুতে।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং বিনশ্যতু চ সেবিনাম্। ৬১।

মম শিরস্থ্যপরি যে সকল মনুষ্যের শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ডদান করিবে তাহারা সকলেই যেন ব্রহ্মলোকে গমন করে। এবং এই ক্ষেত্রবাসী দিগের ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি সমস্ত পাতক যেন বিনষ্ট হয়, আমার অভিলষিত এইমাত্র বর ॥ ৬১ ॥

নৈমিষং পুষ্করং গঙ্গাং প্রয়াগং চাবিমুক্তকম্।
এতান্যন্যানি তীর্থানি দিবি ভুব্যন্তরীক্ষতঃ।
সমায়ান্তু সদানৃণাং প্রযচ্ছন্তু হিতং সুরাঃ। ৬২।

হে সুরাঃ! নৈমিষারণ্য, পুষ্করতীর্থ, আর গঙ্গা, প্রয়াগ এবং বারাণসী ইত্যাদি তীর্থ, তদ্ভিন্ন পৃথিবীতে, ও স্বর্গে বা অন্তরীক্ষগত অন্যান্য তীর্থ সকল এই গয়াধামে সমাগত হইয়া মনুষ্য সকলের কল্যাণ প্রদান করুন্ ইহাও আমার এক প্রার্থনীয় বর ॥ ৬২ ॥

তেদেবাস্তানিতীর্থানি প্রযচ্ছন্তুহিতং নৃণাম্।
পিতৃণাং ব্রহ্মলোকঞ্চ ভুক্তিমুক্তিফলং তথা। ৬৩।

হে দেবগণেরা! ঐ সকল তীর্থ জনসকলের হিতপ্রদ ও ভোগ-মোক্ষ ফলপ্রদ হউক্। আর শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষের পিতৃগণেরা ব্রহ্ম-লোকগামী হউক্ ॥ ৬৩ ॥

একোবিষ্ণুস্ত্রিধামূর্ত্তির্যাবৎ সংকীর্ত্ত্যতেবুধৈঃ।
তাবদ্গয়াসুরক্ষেত্রং খ্যাতিমেতু সদাভুবি ॥
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং বিনাশয়তু সেবিতং। ৬৪ ॥

এক নারায়ণের মূর্ত্তিত্রয় অর্থাৎ গদাধর, জনার্দ্দন, পুণ্ডরীক নামে সাধুগণ কর্ত্তৃক যাবৎ কীর্ত্তনীয় থাকিবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত পৃথি-

রীতে এই গয়াসুরক্ষেত্র বিখ্যাত রহিবে। এই ক্ষেত্র সেবী মনুষ্য-দিগের ব্রহ্মহত্যাদি সকল পাপ বিনষ্ট হইবে, এই মাত্র বর আমার আকাঙ্ক্ষিত হয় ॥ ৬৪ ॥

কিং বহূক্ত্যা সুরেশানা যুষ্মাস্বেকাপি দেবতা।
চেন্ন তিষ্ঠেদহংচাপি সময়ঃ প্রতিপাল্যতাম্। ৬৫।

হে দেবেশগণেরা! শ্রবণ কর, আমি অধিক উক্তি দ্বারা আর কি বলিব? তোমাদিগের এই সমস্ত দেবতার মধ্যে কোন একদেবতা যদি এই গয়াধামে কদাচিৎ কোন এক সময় অবস্থিত না থাকেন, তবে আমি আপনার স্বীয়া প্রতিজ্ঞাকে অবশ্য প্রতিপালন করিব, ইহা নিশ্চয় জানিবেন অর্থাৎ আসুর স্বভাব প্রকাশ করিব। তোমার-দিগের নিকট আর কোনমতে এরূপ আবদ্ধ থাকিব না। অতএব আপনারা আপন২ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবেন ॥ ৬৫ ॥

গয়াসুর বচঃ শ্রুত্বা প্রোচুর্ব্বিষ্ণ্বাদয়ঃ সুরাঃ।
ত্বয়াযৎ প্রার্থিতং সর্ব্বং তদ্ভবিষ্যত্যসংশয়ঃ। ৬৬।

ভগবান বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণেরা গয়াসুরের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন। হে গয়াসুর! তুমি আমারদিগের নিকট যাহা প্রার্থনা করিলে তৎসমুদায়ই সুসিদ্ধ হইবে তাহাতে কোন সংশয় নাই। ৬৬।

পিতৃণাং বৈকুলশতমাত্মানং পিণ্ডদানতঃ।
শ্রাদ্ধাদিনা নয়িষ্যন্তি ব্রহ্মলোকমনাময়ং। ৬৭।

গয়াশিরে পিণ্ডদান করে পিতৃপিতামহাদি শতপুরুষকে, এবং শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ আপনাকেও অনাময় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করাইবে। ৬৭।

অস্মৎপাদানর্চ্চয়িত্বা যাস্যন্তি পরমাংগতিং। ৬৮।

হে দৈত্যবর গয়াসুর! এই গয়াক্ষেত্রে আমাদিগের আবির্ভাব

শুচক্র পাদ চিহ্ন থাকিল, ইহাতে পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান করণপূর্ব্বক অস্মদাদির পাদার্চ্চনা করিলে, নর সকল পরমাগতি প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ ভদ্বিষ্ণুর পরমপদে অভিগমন করিবে ॥ ৬৮ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

দেবৈর্দত্তবরোদৈত্যো হর্ষিতো নিশ্চলো ভবৎ। ৬৯।

সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! এইরূপ দেবগণকর্ত্তৃক লব্ধবর হইয়া গয়াসুর মহাহর্ষিতচিত্তে একেবারে নিশ্চল হইল ॥ ৬৯।

স্থিতেষু চৈব দেবেষু ব্রাহ্মণেভ্যোদদাবজঃ।
গ্রামাংশ্চ পঞ্চ পঞ্চাশৎ পঞ্চক্রোশীং গয়াংতথা।৭০।

গয়াসুর মস্তকোপরি শিলাতে দেবগণেরা সংস্থিত হইলে পর ব্রহ্মা যজ্ঞ সিদ্ধ্যর্থে পূর্ব্ব কল্পিত ব্রাহ্মণগণকে পঞ্চক্রোশী গয়ারমধ্যে পঞ্চ পঞ্চাশৎ গ্রাম বৃত্তি প্রদান করিলেন, যাহাতে তাহাদিগের অনায়াসে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে। ৭০।

গৃহান্‌কৃত্বা দদৌ দিব্যান্‌ সর্ব্বোপস্কর সংযুতান্‌।
কামধেনুং কল্পবৃক্ষং পারিজাতাদিকাংস্তরূন্‌।
মহানদীং ক্ষীরবহাং ঘৃতকুল্যাং তথৈবচ।
মধুস্রবাং মধুকুল্যাং দধ্যাজ্যাঢ্য সংরাসিচ।
সুবর্ণ দীর্ঘকাশৈল বহূনন্নাদি পর্ব্বতান্‌।
ভক্ষ্যভোজ্য ফলাদীংশ্চ সর্ব্বং ব্রহ্মা স্বজংদদৌ। ৭১।

ঐ গয়াক্ষেত্রবাসী বিপ্রগণকে ব্রহ্মা গ্রামেং গৃহ সকল নির্ম্মাণ করতঃ সম্যক্‌ গৃহোপযোগী উপকরণ যুক্ত করিয়া দান করিলেন। এবং কামধেনু, কল্পবৃক্ষ, পারিজাতাদি তরুনিচয়, ক্ষীরবাহিনী নদী, ঘৃতকূপ, মধুস্রবা, মধুকূপ, ও দধি ঘৃতাঢ্য সরোবর সকল, আর সুবর্ণ

দীর্ঘিকা, এবং বহুবিধ অন্নপর্ব্বত, নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্যাদি ও প্রভৃত ফলাদি সৃষ্টি করিয়া ঐ ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়া কহি-লেন॥ ৭১॥

নযাচয়ধ্বং বিপ্রেন্দ্রা অন্যান্মুক্ত্বা দদাবজঃ।
দত্বাযযৌ ব্রহ্মলোকং নত্বাহ্যাদি গদাধরম্। ৭২।

জগদ্ধাতা ব্রহ্মা গয়াবাসী ব্রাহ্মণদিগকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ বৃত্তি প্রদান করতঃ কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্রাঃ! তোমরা সকলে মদ্দত্ত এই বৃত্তিতেই জীবন যাপন করিবে; আর কোন লোকের নিকট কোন দ্রব্য যাচ্ঞা করিহ না, কেহ দান করিলেও প্রতিগ্রহণ করিবে না; এই মাত্র কহিয়া আদি গদাধরকে প্রণাম করতঃ স্বীয় ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ৭২।

ধর্ম্মারণ্যে তত্রধর্ম্মো যস্মাদ্যজ্ঞে যযাচিরে।
ধর্ম্মযাগেচ লোভাদ্বৈ প্রতি গৃহ্যধনাদিকং। ৭৩।

অনন্তর কিয়ৎকালাতীতে ধর্ম্মারণ্যে ধর্ম্ম এক মহাযজ্ঞ করেন, সেই ধর্ম্মযজ্ঞে ঐ সকল গয়াবাসী বিপ্রগণেরা লোভপ্রযুক্ত যজ্ঞবাটে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মের নিকট ধন যাচ্ঞা করতঃ ধর্ম্মদত্ত ধন প্রতি-গ্রহণ পূর্ব্বক আপন আপন গৃহে আগমন করেন॥ ৭৩॥

ততোব্রহ্মা সমাগত্য ব্রাহ্মণাংস্তান্ শশাপহ।
কৃতবন্তো যতোলোভং মদ্দত্তেষ্বখিলেষ্বপি।
তস্মাৎতৃষ্ণাধিকা য়ূয়ং দ্বিজা বিদ্যা বিবর্জ্জিতাঃ। ৭৪।

অনন্তর ব্রহ্মা তাহা জানিয়া ব্রহ্মলোক হইতে সমাগত হইয়া সরোষচিত্তে সেই সকল ব্রাহ্মণগণকে অভিশপ্ত করিয়া কহিলেন। হে দ্বিজাঃ! যখন আমার প্রদত্ত অপরিসীম এতৎ বস্তু সকল প্রাপ্ত

হইয়াও তোমরা লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অপরের নিকট দান গ্রহণ করিলে, তখন তোমাদিগের কোনমতে আর বিষয় তৃষ্ণার নিবারণ হইবে না; তোমরা অত্যন্তরূপে লোভাকৃষ্ট হইবে, আর তোমারদিগের বংশে অদ্যাবধি কেহই বিদ্বান্ হইবে না অর্থাৎ মৎশাপে সকলেই বিদ্যা সৌষ্টব বর্জ্জিত হইবেক॥ ৭৪॥

অন্নাদীনাং পর্ব্বতা যে তেচ পাষাণ পর্ব্বতাঃ।
নদ্যাদয়ো বারিবাহা মৃদাদ্যাঃ প্রচুরাগৃহাঃ।
কামধেনুঃ কল্পবৃক্ষা মল্লোকমুপতিষ্ঠতাং। ৭৫।

যে সকল অন্নময়াদিপর্ব্বত, তাহারা শুদ্ধ পাষাণময় হইবে; আর দুগ্ধাদি বাহিনী নদী সকল শুদ্ধ বারিবাহিনী হইবে; প্রচুর রত্নময় সোপস্করযুক্ত গৃহাদি সকল কেবল মৃৎ পাষাণময় হইবে, এক্ষণে কামধেনু ও কল্পবৃক্ষাদিরা আমার ব্রহ্মলোকে গমন করুক্। ৭৫।

সনৎকুমার উবাচ।

এবং শপ্তা ব্রাহ্মণাস্তে প্রার্থয়ন্তোঽব্রুবনজং।
ত্বয়াযদ্দত্তমখিলং তৎসর্ব্বং শাপতোগতং।
জীবনার্থং প্রসাদং নো ভগবন্ কর্ত্তুমর্হসি। ৭৬।

সনৎকুমার কহিতেছেন। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এরূপ প্রকার অভিশপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণেরা জীবিকার্থে পুনর্ব্বার প্রার্থনাসূচক বাক্যে ব্রহ্মাকে কহিলেন। হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া যে সকল বস্তু পূর্ব্বে দান করিয়াছিলেন, তব শাপে সে সমস্তই নিষ্ফল হইল, অর্থাৎ আমরা আপন দোষেই তাহাতে বঞ্চিত হইলাম; সংপ্রতি আমারদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এক্ষণে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে আর কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেউন্। নচেৎ আমারদিগের পরিণামে কি গতি হইবে॥ ৭৬॥

তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মা প্রোবাচেদং দয়ান্বিতঃ।
তীর্থোপজীবিকা যূয় মাচন্দ্রার্কং ভবিষ্যথ। ৭৭।

অনন্তর সুদুঃখিত এবং বিষণ্ণচেতা ব্রাহ্মণদিগের বিনয়ান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা এই বাক্য কহিলেন। হে মুগ্ধ বিপ্রগণেরা! এক্ষণাবধি যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, তাবৎ তোমরা তীর্থোপজীবী ব্রাহ্মণ হইয়া কালযাপন করিবে, অর্থাৎ যে সকল লোক তীর্থার্থি হইয়া গয়াক্ষেত্রে পিতৃলোকের পিণ্ডদান করিতে আসিবে, তাহা-দিগের নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া ধনগ্রহণ করিবে, অদ্যাবধি এই মাত্র তোমাদিগের উপজীব্য হইল॥ ৭৭॥

লোকাঃ পুণ্যাঃ গয়ায়াং যে শ্রাদ্ধিনো ব্রহ্মলোকগাঃ।
হব্যকব্যৈর্ধনৈঃ শ্রাদ্ধৈস্তেষাং কুলশতং ব্রজেৎ।
যুষ্মান্ যে পূজয়িষ্যন্তি তৈরহং পূজিতঃ সদাঃ। ৭৮॥

এই গয়াধামে যে সকল পুণ্যবান লোক ব্রহ্মলোক গমন কামনায় পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিতে আসিবে, তাহারা হব্য কব্য ও ধনদ্বারা শ্রাদ্ধে তোমাদিগকে পূজা করিয়া সন্তোষচিত্ত করিলে, তাহাদিগের শতকুল উদ্ধার হইবে, যেহেতু তোমাদিগের পূজাতেই আমি সুপূজিত হইব॥ ৭৮॥

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এই মর্য্যাদা স্থাপিত হইল যে গয়া শ্রাদ্ধকৃৎ ব্যক্তি পূজাদি দ্বারা গয়াস্থব্রাহ্মণদিগের সন্তোষ সম্পাদন না করিলে তীর্থশ্রাদ্ধের ফললাভ করিতে পারিবে না, এবং আপনিও ব্রহ্মলোক গমনোপযোগ্য হইবে না, সুতরাং এই তীর্থই তোমাদিগের উপজীবিকার কারণ হইল। ব্রাহ্মণগণকে এই কথা কহিয়া ব্রহ্মা স্বধামে গমন করিলেন॥ ৭৮॥

আক্রান্তুং দৈত্যজঠরং ধর্ম্মেণ বিরজাদ্রিণা।
[illegible] সমীপগত দেবী চ বিরজাম্বিকা। ৭৯।

পূর্ব্বে গয়াসুরকে নিশ্চল করিবার নিমিত্ত তাহার জঠরদেশে ধর্ম্মরাজকর্ত্তৃক সংস্থাপিত যে বিরজপর্ব্বত, তদ্দ্বারা তদুদর অত্যন্ত আক্রান্ত হয়, অদ্যাবধি তাহার নাভিকূপের সন্নিহিত বিরজা দেবীও অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন, তৎস্থানের নাম নাভিগয়া ॥ ৭৯ ॥

তত্র পিণ্ডাদিকং দত্ত্বা ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্ধরেৎ ॥ ৮০ ।

সেই নাভিগয়াতে পিণ্ডাদি দান করিলে মনুষ্যাদিগের একবিংশতি পুরুষের উদ্ধার হয় ॥ ৮০ ॥

মহেন্দ্র গিরিণাতস্য কৃতৌ পাদৌ সুনিশ্চলৌ।
তত্র পিণ্ডাদি কৃৎ সপ্ত কুলান্যুদ্ধরতে নরঃ ॥ ৮১ ।

মহেন্দ্র পর্ব্বতদ্বারা তাহার পাদদ্বয় নিশ্চল হইয়াছে, সেই পাদ গয়াতে পিত্রাদির পিণ্ডদানকৃৎ পুরুষের সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হয় ॥ ৮১ ॥

পিণ্ড নির্ব্বাপণং যেষাং গয়াশীর্ষে ভবেন্নৃণাং।
নরকাৎ স্বর্গলোকাপ্তিঃ স্বর্লোকাৎ পরমাং গতিম্ ॥ ৮২

যে সকল ব্যক্তির গয়াশিরে পিণ্ডপ্রদান করা হয়, তাহারা পূর্ব্ব-কর্ম্ম বশে যদিও নরকে থাকে, তথাপি পিণ্ডদান মাত্রে তৎক্ষণাৎ নরকার্ণব হইতে উদ্ধৃত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে, বহুসংখ্যক বৎসর পর্য্যন্ত স্বর্গসুখের অনুভব করতঃ পশ্চাৎ স্বর্গলোক হইতে তদ্বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৮২ ॥

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে বায়ুপ্রোক্ত গয়ামাহাত্ম্যে গয়াসুর-নিশ্চলং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভঃ।

নারদউবাচ।

কথংশিলা সমুৎপন্না যয়াক্রান্তো গয়াসুরঃ।
কিংরূপং কিঞ্চমাহাত্ম্যং তস্যাঃ কিং বদনামচ। ১।

অনন্তর দেবর্ষি নারদ মহাযোগী সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, হে ভগবন্! দেবরূপিণী যে শিলাদ্বারা গয়াসুর পূর্ব্বে আক্রান্ত হইয়াছিল, সেই শিলার কিপ্রকারে উৎপত্তি হয়, তাহার স্বরূপ রূপ কিপ্রকার এবং পূর্ব্বে তাহার নামই বা কি ছিল? বিশেষতঃ তাহার কীদৃশী মহিমা ইহা বিস্তারিত করিয়া কহেন ॥ ১ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

আসীদ্ধর্ম্ম মহাতেজাঃ সর্ব্ববিজ্ঞান পারগঃ।
বিশ্বরূপাচ তৎপত্নী ভর্ত্তৃব্রত পরায়ণা। ২।

হে দেবর্ষি নারদ! তুমি সাবহিতচিত্তে শ্রবণ কর, আমি এত-দ্বৃত্তান্ত সকল তোমাকে বিস্তার করিয়া কহিতেছি। পুরাকল্পে বিজ্ঞানশাস্ত্র পারদর্শী, মহাতেজস্বী ধর্ম্মনামধারী কোন এক পুরুষ ছিলেন, পতিব্রতধর্ম্ম পরায়ণা বিশ্বরূপা নামে তাঁহার পত্নী ॥ ২ ॥

তস্যাং ধর্ম্মাৎ সমুৎপন্না কন্যা ধর্ম্মব্রতা সতী।
সর্ব্বলক্ষণ সম্পন্না লক্ষ্মীরিব গুণাধিকা। ৩।

সেই ধর্ম্মের বীর্য্যে বিশ্বরূপার গর্ব্ভে এক কন্যা উৎপন্না হয়, ঐ কন্যা সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা এবং সত্যধর্ম্মপরায়ণা লক্ষ্মীর ন্যায়

তস্যাং যেতু গুণাহ্যাসং স্তেতিষ্ঠন্তি জগত্রয়ে।
ধর্ম্মোধর্ম্ম ব্রতায়াস্ত ত্রিষু লোকেষু মার্গয়ন্॥
নানুরূপং বরংলেভে ধর্ম্মোথ বরসিদ্ধয়ে। ৪।

এই জগৎত্রয় মধ্যে যে সকল গুণ বিস্তৃতরূপে অবস্থিত আছে, সে সমস্ত গুণই একাধর্ম্মব্রতাতে অবস্থান করিয়াছিল, ধর্ম্ম এতৎ লোকত্রয়মধ্যে অনুসন্ধান করতঃ ধর্ম্মব্রতার অনুরূপ এমন কোন বরপ্রাপ্ত হইলেন না, যে তাহাকে ঐ কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন॥ ৪॥

তপঃ কুরু বরার্থং ত্বং তথেত্যুক্ত্বা বনংযযৌ।
কন্যাসাচ তপস্তেপে সর্ব্বেষাং দুষ্করঞ্চযৎ। ৫।

অনন্তর ধর্ম্ম চিন্তিতমনা হইয়া স্বীয়া কন্যাকে কহিলেন, মাতঃ! সদৃশ পতিলাভার্থে তুমি তপস্যা করহ, ইহা বলিয়া তিনি বনগমন করিলেন। এতৎ পিতৃবাক্যাবগতি করিয়া ধর্ম্মব্রতাও তথাস্তু বলিয়া নিবিড়ারণ্য মধ্যে তপস্যার্থে গমন করেন, এবং সর্ব্বলোকের দুষ্কর যে তপস্যা, সেই তপোধর্ম্মে সংলগ্না হইলেন॥ ৫॥

বায়ুভক্ষা শ্বেতকল্পে যুগানা মযুতংপুরা।
ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো মরীচির্নাম বিশ্রুতঃ।
প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্ম্মং কর্ত্তুং সব্রহ্মণেরিতঃ।
পর্য্যটন্ পৃথিবীং সর্ব্বাং কন্যারত্নং দদর্শসঃ। ৬।

পূর্ব্বে শ্বেতবরাহ কল্পে শুদ্ধ বায়ুভক্ষণ করিয়া ধর্ম্মব্রতা অযুতযুগ পরিমাণে কঠিনরূপে ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। একদা ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচি নাম বিখ্যাত ঋষি; তিনি ব্রহ্মার আজ্ঞায় সংসারধর্ম্ম যাজনার্থ সদৃশী ভার্য্যা লাভ করিবার প্রয়াসে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে কদাচিৎ ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া নবযৌবন সম্পন্না তপোরতা, কন্যারত্ন ধর্ম্মব্রতাকে দর্শন করিলেন॥ ৬॥

রূপযৌবন সম্পন্নাং পরমে তপসিস্থিতাং।
পপ্রচ্ছাথ মরীচিস্তাং কাত্বং কন্যাসিতদ্বদ। ৭।

রূপযৌবন সম্পন্না, এবং পরম তপস্যাতে সংস্থিতা ধর্ম্মব্রতাকে দেখিয়া মরীচি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বরমুখি! তুমি কে? কাহার কন্যা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি তাহা বল॥ ৭॥

রূপেণানেন মাংভীরু বিমোহয়সি সুব্রতে।
ব্রহ্মাত্মজোহহং বিখ্যাতং মরীচির্ব্বেদপারগঃ। ৮।

হে ভীরু! হে সুব্রতে! তুমি পরমাসুন্দরী, তোমার এই পরম রূপলাবণ্য দ্বারা আমাকে বিমুগ্ধ করিতেছ, আমি সর্ব্ব বেদপরায়ণ ব্রহ্মার পুত্র মরীচি নামে বিখ্যাত ঋষি॥ ৮॥

মরীচির্ব্বচনং শ্রুত্বা কন্যা প্রোবাচ তং মুনিং।
অহং ধর্ম্মব্রতা নাম ধর্ম্মপুত্রী তপোন্বিতা। ৯।

এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ ঐ কন্যা সেই মরীচি মুনিকে আত্ম পরিচয় দিয়া কহিতেছেন। হে মুনে! আমি ধর্ম্মের তনয়া, আমার নাম ধর্ম্মব্রতা, সংপ্রতি পত্যর্থে তপোধর্ম্মে সংযুক্ত হইয়াছি॥ ৯॥

পতিব্রতার্থং বিপ্রেন্দ্র চরামি পরমং তপঃ।
ধর্ম্মব্রতা মরীচিস্তা মুবাচ প্রীতিপূর্ব্বকং। ১০।

হে বিপ্রেন্দ্র! আমি পতিব্রতাধর্ম্ম লাভের নিমিত্ত এই সুদুশ্চর পরম তপস্যা করিতেছি, অর্থাৎ এই কঠিন তপঃপ্রভাবে আমি আত্ম অনুরূপ পতিলাভ করিব ইত্যভিপ্রায়ঃ ধর্ম্মব্রতার মনঃস্থিত অভিলষিত বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি মরীচি প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে এই বাক্য কহিলেন॥ ১০॥

পতিব্রতা দর্শমাম্মে ভবিষ্যসি শুভব্রতে।
পতিব্রতেচ্ছয়া পৃথ্বীবিচরামিহ্যহম্মিশং। ১১।

হে শুভব্রতে! আমার দর্শনেই তুমি পতিব্রতা হইবে, তজ্জন্য তোমাকে আর কঠিনতর তপস্যার ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না, হে ধর্ম্মপুত্রি! আমিও পতিব্রতা স্ত্রীলাভের আকাঙ্ক্ষায় এই পৃথিবীর সমস্ত স্থানে অন্বেষণ করিয়া নিরন্তর বিচরণ করিতেছি॥ ১১॥

ত্বঞ্চেৎ পতিব্রতাজাতা ভজেত্বাং ভজমাংবরং।
লোকেন তাদৃশীকন্যা মমতুল্যো নচেবরঃ। ১২।

হে শুচিস্মিতে! আমি অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম ইহলোকে তুমি যাদৃশী পতিব্রতা জন্মিয়াছ, এমন পতিব্রতা কন্যা আর নাই, এবং তোমার অনুরূপ বরও আমার তুল্য জন্মে নাই, সুতরাং পরস্পরের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্তে আমি তোমাকে ভজনা করি, তুমিও আমাকে ভজনা করহ॥ ১২॥

ধর্ম্মব্রতে ধর্ম্মপত্নী তস্মাত্ত্বং ভজমেঽধুনা।
ধর্ম্মব্রতা মুনিং প্রাহ ধর্ম্মং যাচয় সুব্রত। ১৩।

অতএব হে ধর্ম্মব্রতে! হে ধর্ম্মপুত্রি! আমরা পরস্পর উভয়েই সমানগুণে অন্বিত হইয়াছি, সুতরাং এক্ষণে তুমি আমাকে বরমাল্য প্রদান করতঃ আমার ধর্ম্মপত্নী হও, আমিও তোমার পাণিগ্রহণ করি, ইহাতে উভয়েরি পরমাপ্রীতি জন্মিবে। মহামুনি মরীচির এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মব্রতা কহিলেন, হে সুব্রত মরীচে! যদিও দম্পতীর সম গুণ সঙ্গম সুখদ বটে, তথাপি সর্ব্বসম্মত কন্যা পিতৃদত্তা হইলে অতিশয় শুভকরী হয়, একারণ আমার পিতা ধর্ম্মের নিকট গিয়া তুমি যাচ্ঞা কর॥ ১৩॥

তৎশ্রুত্বা ধর্ম্মমগমন্মুনিং ধর্ম্মোদদর্শহ।
তেজঃপুঞ্জবরং মত্বা হ্যাসনাঘ্যাদিনার্চ্চয়েৎ। ১৪।

ধর্ম্মব্রতার বাক্য শ্রবণ করতঃ মহামুনি মরীচি ধর্ম্মের নিকট উপ-

স্থিত হইলেন; মহাতেজঃপুঞ্জ জাজ্বল্যমান প্রদীপ্তবহ্নির ন্যায় ঋষিকে দেখিয়া ধর্ম্ম গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া যথাবিধি আসন দানানন্তর অর্ঘ্যাদিদ্বারা পূজা করিলেন ॥ ১৪ ॥

কিমর্থমাগতঃ পৃষ্টো মরীচি ধর্ম্মমব্রবীৎ।
কন্যার্থং ভ্রমতা পৃথ্বীং দৃষ্টাতে কন্যকা বরা।
মহ্যং কন্যাঞ্চতাং দেহিশ্রেয়স্তব ভবিষ্যতি ১৫।

অনন্তর ধর্ম্ম মরীচিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার সন্নিধানে আপনার কি হেতু আগমন হইয়াছে, তাহা আজ্ঞা করুন্। ধর্ম্মকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মুনি কহিলেন। হে ধর্ম্ম! আমি আত্মসদৃশী কন্যার পাণিগ্রহণ করণাকাঙ্ক্ষায় কন্যান্বেষণ পরায়ণ হইয়া এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছি, কিন্তু কুত্রাপি পতিব্রত পরায়ণা কন্যা প্রাপ্ত হইলাম না, সংপ্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বরিষ্ঠা, এবং রূপ গুণবিশিষ্টা ধর্ম্মব্রতা নাম্নী তোমার কন্যাকে তপোবনে দেখিয়া তৎপাণি গ্রহণার্থী হইয়া তব সন্নিধানে আগমন করিলাম। অতএব তুমি আমাকে সেই কন্যা প্রদান করহ, তাহাতে তোমার পরমমঙ্গল হইবে ॥ ১৫ ॥

অর্ঘ্যাদিনা সমভ্যর্চ্চ্য ধর্ম্মঃ প্রোচেতথেতিতং।
ধর্ম্মব্রতাং সমানীয় দত্তবাংস্তাং মরীচয়ে। ১৬।

মরীচিবাক্য শ্রবণে ধর্ম্ম পরমহর্ষে তথাস্তু বলিয়া ধর্ম্মব্রতাকে আনয়ন করতঃ অর্ঘ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া মরীচিকে সেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন ॥ ১৬ ॥

বরং চ দত্তবাংস্তস্যৈ তদাকাঙ্ক্ষ তথাকরোৎ।
অগ্নিহোত্রেণ সহিতং স্বাশ্রমং তাং দ্বিজোনয়ৎ। ১৭।

ধর্ম্মের পবিত্র ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া মরীচি তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করতঃ এবং তদ্বাক্যানুযায়ি বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি কন্যাপাণি গ্রহণিকা কর্ম্ম সমাপ্তানন্তর অগ্নিহোত্র সহিত ধর্ম্মব্রতাকে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন ॥ ১৭ ॥

রেমেমুনিস্তয়া সার্দ্ধং যথাবিষ্ণুঃশ্রিয়াসহ।
পার্ব্বত্যাচ যথাশম্ভুঃ সরস্বত্যা যথাহ্জঃ। ১৮।

যেমন লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ, পার্ব্বতীর সহিত শঙ্কর, সরস্বতীর সহিত ব্রহ্মা নিত্য বিহারী, মহামুনি মরীচিও সেইরূপ ঐ ধর্ম্মব্রতার সহিত পরমসুখে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

জজ্ঞেপুত্রশতং তস্যাং মরীচে র্বিষ্ণুনোপমম্। ১৯।

কালে ধর্ম্মব্রতার গর্ব্ভে মরীচির একশত নিরুপম পুত্র জন্মে; সেই সকল পুত্রের উপমা বিষ্ণুর সহিত তুল্য হয় ॥ ১৯ ॥

মরীচিঃ ফলপুষ্পার্থং বনংগত্বা সমাগতঃ।
শ্রান্তঃ কদাচিৎ তাং পত্নীমুবাচেতি পতিব্রতাং।
ভুক্ত্বাতুশয়নস্থস্য পাদসম্বাহনং কুরু ॥ ২০।

কদাচিৎ ফল পুষ্পাহরণ নিমিত্ত মরীচি বনগমন করিয়াছিলেন, পরে আহৃত ফল পুষ্পবান ঋষি অতিশয় শ্রান্তিযুক্ত হইয়া গৃহে সমাগত হন; অনন্তর ভোজনাবসানে ঋষি শয়িত হইয়া পতিপরায়ণা ধর্ম্মব্রতাকে এই কথা কহিলেন। অয়ি ধর্ম্মব্রতে! আমি অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছি কিয়ৎকাল তুমি আমার পাদদ্বয় সম্বাহন কর ॥ ২০ ॥

ধর্ম্মব্রতা তথেত্যুক্ত্বা শয়নস্থস্য সা মুনেঃ।
পাদসম্বাহনং চক্রে ঘৃতেনাভ্যজ্য তৎপরা ॥ ২১ ॥

ভর্তৃবাক্য শ্রবণানন্তর ধর্ম্মব্রতা তথাস্তু বলিয়া তৎপরা হইয়া শয়নস্থ মুনির পাদদ্বয়কে ঘৃতাভ্যঙ্গ করতঃ মর্দ্দন করিতে লাগি-লেন॥ ২১ ॥

নিদ্রায়মাণেঽথ মুনৌ ব্রহ্মা তং দেশমাগতঃ।

ইয়েষদৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণং মনসার্চ্চয়িতুং প্রভুং।

পাদসম্বাহনং কুর্য্যাং কিং পূজ্যোঽয়ং জগদ্গুরুঃ ॥২২

পাদসম্বাহন করিতে করিতে মুনি নিদ্রাগত হইলেন, এমত সময়ে মরীচির আশ্রমে পরমেষ্ঠী প্রজাপতি আসিয়া উপস্থিত হন্। ব্রহ্মাকে স্বাশ্রমে সম্প্রাপ্ত দেখিয়া পতিব্রতা ধর্ম্মপুত্রী তখন জগৎ প্রভুকে অর্চ্চনা করিতে মানস করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার মনে ইহাও আলোচিত হইল, যে এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য? পতির আজ্ঞানুসারে তৎপাদসম্বাহন কর্ম্মই করিব, না সমাগত জগদ্গুরু এই পূজ্যপাদ ভগবান ব্রহ্মাকেই যথাবিধি পূজা করি? ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য। ধর্ম্মব্রতা তখন এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে যদি সংসার ধর্ম্মোচিত যথাবিধি অতিথি সৎকার করি, তবে পতি-ব্রতার ধর্ম্মরক্ষা পক্ষে অদৃঢ়তা জন্মে, এবং পতির আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রে বিশেষ অপরাধ শ্রুত আছে, এতদ্ভিন্ন পতিও অভিশপ্ত করি-লেও করিতে পারেন; যদি পতি সেবাতেই নিযুক্ত থাকি, তবে অতি-থির অর্চ্চনা করা হয় না; তাহা না হইলে সুতরাং গৃহস্থধর্ম্মের প্রবাদ করা হয়, "সর্ব্বত্রাভ্যাগতোগুরুঃ" শাস্ত্রে কহিয়াছেন, বিশে-ষতঃ ইনিও সামান্য অভ্যাগত নহেন, সকলের পূজ্য, জগদ্গুরু ব্রহ্মা অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছেন, কিরূপে বিনার্চ্চনায় বিদায় করি? এতদুভয় সঙ্কটে পতিতা ধর্ম্মব্রতা আত্ম মনে চিন্তা করিয়া পরিশেষে ইহাই স্থির করিলেন; যে ব্রহ্মা জগৎমান্য এবং পতিরও পিতা, পরম গুরু হন, ইহাঁর সেবায় কাহার ক্রোধ হইবার সম্ভাবনা

কি? অতএব পতি শুশ্রূষার বিরাম করিয়াও ব্রহ্মার পূজা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য হইল।

ইত্যঙ্গনা সমুত্তস্থৌ নত্বাসাচ গুরোর্গুরুম্।
অর্ঘ্য পাদ্যাদিকং দত্বা ব্রহ্মাণং সমপূজয়ৎ।
সৎকৃতায়াস্তু শয্যায়াং বিশ্রাম মকরোদজঃ॥ ২৩॥

মরীচি অঙ্গনা ধর্ম্মব্রতা ইহাই বিচারসঙ্গত বোধে ব্রহ্মাকে গুরুর গুরু জ্ঞান করিয়া অর্থাৎ পতি আমার গুরু, পতির গুরু ব্রহ্মা ইহা নিশ্চয় করিয়া জগৎগুরু ব্রহ্মাকে পাদার্ঘ্যাদিদ্বারা সম্যক্‌রূপে পূজা করিলেন; ব্রহ্মাও যথাবিধি তৎকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া ধর্ম্মব্রতার প্রদত্ত সুখশয্যাতে উপবেশন করতঃ শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন॥ ২৩॥

এতস্মিন্নন্তরে ভর্ত্তা সমুত্তস্থৌ চ তল্পতঃ।
ধর্ম্মব্রতামপশ্যন্ স বিপ্রঃ ক্রুদ্ধঃ শশাপতাম্॥ ২৪॥

ইতিমধ্যে ধর্ম্মব্রতার ভর্ত্তা মহামুনি মরীচির নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ আত্মশয্যাতলে ধর্ম্মব্রতাকে না দেখিয়া মহাক্রোধে জাজ্বল্যমান ঋষি পত্নীকে অভিশাপ দিয়া কহিলেন॥ ২৪॥

পাদসম্বাহনং ত্যক্ত্বা যস্মাদাজ্ঞাং বিহায় মে।
গতান্যত্র ততঃ পাপাচ্ছাপদগ্ধা শিলাভব॥ ২৫॥

রে মূঢ়ে! যেমন তুমি পতিব্রতা হইয়া মমাজ্ঞা হেলনপূর্ব্বক আমার পাদসম্বাহন পরিত্যাগ করতঃ স্থানান্তরাভিগামিনী হইয়াছিলে, সেই পাপে এবং আমার শাপে তুমি দগ্ধা হইয়া শিলারূপা হও॥ ২৫॥

ভর্ত্রা ধর্ম্মব্রতাশপ্তা মরীচিং প্রাহ সা রুষা॥ ২৬॥

ধর্ম্মব্রতা পতিকর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া তখন মহা ক্রোধে মরীচিকে কহিলেন॥ ২৬ ॥

শয়ানে ত্বয়ি সংপ্রাপ্তে ব্রহ্মা ত্বজ্জনকো গুরুঃ।
ত্বয়োত্থায় হি কর্ত্তব্যং স্বগুরোঃ পূজনং সদা।
ময়াতু ধর্ম্মচারিণ্যা তবকার্য্যে কৃতে মুনে।
অদোষাহং যতঃশপ্তা তস্মাচ্ছাপং দদামিতে॥ ২৭ ॥

হে মুনে! তুমি শয্যাতলে শয়িত হইলে তোমার পিতা ব্রহ্মা, যিনি তোমার পরম গুরু, তিনি তোমার আশ্রমে আগত হন, তাহাতে তোমারই উচিত যে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করতঃ ভক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাতিশয় যত্ন সহকারে তাঁহার পূজাদি করা, কিন্তু তৎকালে তোমা হইতে তাহা সম্পন্ন না হওয়াতে তব ধর্ম্মরক্ষার্থিনী ধর্ম্মচারিণী আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী এ হেতু আমার দ্বারা তোমার করণীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে; ইহাতে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা দূরে থাকুক্, পুনরভিশপ্ত করা কি তোমার বিধেয় হয়? আমি কোন-ক্রমে আপনার নিকট অপরাধিনী নহি, যেমন নির্দ্দোষাপত্নীকে অনাগস অভিশপ্তা করিলে, তদ্রূপ আমিও তোমাকে অভিশপ্ত করিতেছি॥ ২৭ ॥

ত্বঞ্চশাপং মহাদেবাত্তু ঃ প্রাপ্সস্যসংশয়ঃ।
ব্যাকুলং তং পতিং দৃষ্ট্বা ব্যাকুলাগাৎ প্রজাপতিং।২৮

হে মুনে! সর্ব্বলোকের ভরণকর্ত্তা মহাদেব হইতে তুমিও অসংশয় শাপ প্রাপ্ত হইবে। এই ধর্ম্মব্রতার শাপে মরীচি যখন অতিশয় ব্যাকুল হইলেন, তখন পতিকে ব্যাকুল দেখিয়া পতিব্রতা ধর্ম্ম-পত্নীও ব্যাকুলা হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করেন॥ ২৮ ॥

নত্বাশয়ানং ব্রহ্মাণমগ্নিং প্রজ্বাল্য চেন্ধনৈঃ।
গার্হপত্যে স্থিতাচক্রে তপঃ পরম দুষ্করং॥
পত্ন্যা শপ্তোমরীচিশ্চ তপস্তেপে সুদারুণম্॥ ২৯॥

যে স্থানে স্বদত্ত শয্যাতে ব্রহ্মা নিদ্রিত আছেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে ব্রহ্মা নিদ্রিত, সুতরাং তদ্বৃত্তান্ত জানাইতে না পারিয়া তাঁহাকে প্রণাম করতঃ বহু কাষ্ঠসঞ্চয়দ্বারা অগ্নি জ্বালিয়া তন্মধ্যে গার্হপত্য ব্রতে স্থিতা ধর্ম্মব্রতা অতিশয় কঠিনরূপে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং মরীচিও ভার্য্যা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া সুদারুণ তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন॥ ২৯॥

পতিব্রতায়াস্তপসা মরীচেস্তপসা তথা।
সন্তাপিতং জগৎসর্ব্বং সদেবাসুর মানুষং।
ইন্দ্রাদয়শ্চ সংতপ্তা গতাস্তে শরণং হরিম্॥ ৩০॥

তৎকালে পতিব্রতা ধর্ম্মপুত্রীর তপস্যা এবং মরীচিরও তপস্যা প্রভাবে দেবাসুর মনুষ্যাদি সহ সমস্ত জগৎ সন্তাপিত হইল; তন্নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবগণেরা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া জগৎ পরিত্রাণ কারণ জগদাশ্রয় জনার্দ্দন হরিসন্নিধানে গিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন॥ ৩০॥

ঊচুঃ ক্ষীরাম্বুধৌ সুপ্তং সংতপ্তা স্তপসা হরে।
পতিব্রতায়াস্তপস ত্রৈলোক্যং রক্ষ কেশব॥ ৩১॥

ক্ষীর সমুদ্রশায়ী নারায়ণকে দেবতাগণেরা বহুবিধ প্রকারে ভক্তিপূর্ব্বক স্তব করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে হরে! আমরা পতিব্রতা ধর্ম্মপরায়ণা ধর্ম্মব্রতার এবং (মহামুনি মরীচির) তপঃদ্বারা অতিশয় সন্তাপিত হইয়াছি; বিশেষতঃ ধর্ম্মব্রতার তপঃপ্রভাবে ত্রিলোকস্থ জন সকল সন্তপ্ত ও বিক্রুত হয়, হে কেশব! আপনি জগৎ পরি-

পালন কর্ত্তা এবং সর্ব্বসন্তাপহর্ত্তা আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই ভুবনত্রয়কে রক্ষা করুন্ ॥ ৩১ ॥

ইন্দ্রাদীনাং বচঃশ্রুত্বা বিষ্ণুর্ধর্ম্মব্রতাং যযৌ ॥ ৩২ ॥

ভগবান্ নারায়ণ ইন্দ্রাদি দেবগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া গার্হ-পত্য ব্রতেস্থিতা ধর্ম্মব্রতার নিকটে সত্বর গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

এতস্মিন্নেবকালেতু প্রবুদ্ধো ভগবানজঃ ।
ঊচুর্ধর্ম্মব্রতাং দেবা অগ্নিস্থাং সহকেশবাঃ ॥ ৩৩ ॥

ধর্ম্মব্রতা সন্নিধানে যে সময় দেবগণের সহিত ভগবান বিষ্ণু সমাগত হন, সেই সময়েই তথায় ভগবান ব্রহ্মাও নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ নারায়ণ সন্নিধানে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরসহ সমস্ত দেবগণেরা অগ্নি মধ্যস্থিতা তপস্বিনী ধর্ম্মব্রতাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

অগ্নিমধ্যে তপঃকর্ত্তুং কস্যশক্তিঃ পতিব্রতে ।
ত্বয়াকৃতং যৎপরমং সর্ব্বলোক ভয়ঙ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

হে পতিব্রতে! তুমি যেরূপ সর্ব্বলোক ভয়ঙ্কর অদ্ভুত তপস্যা করিতেছ, অগ্নিমধ্যে সংস্থিত হইয়া ঐরূপ সুদারুণ তপস্যা করে, জগতীতলে এমন শক্তি কার আছে? ॥ ৩৪ ॥

বরং বরয় ধর্ম্মজ্ঞে হ্যস্মত্তো যদভীপ্সিতম্ ।
বিষ্ণ্বাদীনাং বচঃশ্রুত্বা দেবান্ ধর্ম্মব্রতা ব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥

হে ধর্ম্মজ্ঞে! আমরা তোমার এই ভয়ানক তপঃপ্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া বর প্রদানার্থ তব সন্নিধানে সমাগত হইয়াছি, এক্ষণে আমা-দের নিকট তুমি অভিলষিত বর যাচ্ঞা কর। নারায়ণাদি নির্জ্জরগণের সানুকম্প বচন শ্রবণে হৃষ্টান্তঃকরণে ধর্ম্মব্রতা দেবগণ প্রতি এই কথা বলিলেন ॥ ৩৫ ॥

ভর্ত্তৃশাপ মশক্তাহং নিবর্ত্তয়িতু মোজসা।
দত্তোমরীচিনা শাপোমহ্যং ন ব্যপগচ্ছতু ॥৩৬॥

হে বরদদেবাঃ! অস্মৎ তপোবৃত্তান্ত তোমরা শ্রবণ কর।— আমার পতি মরীচি মুনি, তিনি আমাকে অভিশপ্তা করিয়াছেন; কিন্তু আমি সেই শাপ নিবারণে অসমর্থা; যদি আপনারা আমার প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, তবে সেই মরীচি দত্ত শাপের অপনয়ন করুন্, যাহাতে ভয়ঙ্কর পতিশাপে আমাকে বাধিত করিতে না পারে। ৩৬।

ধর্ম্মব্রতাবচঃশ্রুত্বা প্রোচুরেতাং সুরাঃপুনঃ।
ধর্ম্মব্রতে ধর্ম্মপুত্রি শাপোহয়ং পরমর্ষিণা।
দত্ত স্তেন নিরাকর্ত্তুং শক্যো দেব দ্বিজাতিভিঃ ॥ ৩৭॥

দেবগণেরা ধর্ম্মব্রতার এতদ্বাক্য শ্রবণ করতঃ পুনর্ব্বার ধর্ম্মব্রতাকে কহিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মব্রতে! হে ধর্ম্মতনয়ে! মহর্ষি মরীচি তোমাকে যে শাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিতে কোন দেবতা বা কোন ব্রাহ্মণের শক্তি নাই। অর্থাৎ এমত শক্তিমান কেহই নাই যে তৎ শাপের নিরাকরণ করিতে পারেন? ॥ ৩৭ ॥

তস্মাদন্যং বরংব্রূহি যতোধর্ম্মস্য সংস্থিতিঃ।
ভবেদ্বৈ ত্রিষুলোকেষু বেদোক্তস্য শুভব্রতে ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষির অখণ্ডশাপের খণ্ডন কদাচ হইতে পারিবে না। হে শুভব্রতে! একারণ তুমি এতদ্বর ব্যতীত আর অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, যাহাতে ত্রিলোক মধ্যে বেদোক্ত ধর্ম্মের সংস্থিতি হয় ॥ ৩৮ ॥

দেবানাং বচনং শ্রুত্বা দেবান্ধর্ম্ম ব্রতাব্রবীৎ।
ভর্ত্তুঃশাপাম্মোচয়িতুং নশক্তাশ্চ যদামরাঃ।
মহ্যং নরং প্রযচ্ছধ্বং এবং বিধমনুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥

দেবতাদিগের বচন শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মব্রতা পুনর্ব্বার দেবগণ প্রতি কহিতেছেন। হে অমরাঃ! যখন ভর্ত্তার শাপ হইতে আমাকে পরিমুক্তা করিতে আপনারা সক্ষম হইলেন না, তখন এরূপ এক অক্ষয় বরপ্রদান করুন্ যাহাতে আমার এবং জগতের উপকার হয়॥ ৩৯ ॥

শিলাহং প্রভবিষ্যামি ব্রহ্মাণ্ডে পাবনী শুভা।
নদীনদ সরস্তীর্থ দেবাদিভ্যোঽতি পাবনী॥ ৪০ ॥

হে দেবগণেরা! যখন আপনারাও আমাকে মহর্ষির শাপ হইতে পরিমোচিতা করিতে পারিলেন না, তখন অবশ্যই শিলা হৈতে হইবে, কিন্তু এই প্রার্থনা করি যে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমার দেহোদ্ভবা শিলার অপেক্ষা পবিত্রা যেন কোন শিলাই না হয়। এবং গঙ্গাদি পুণ্যানদী সকল হইতে ও সিন্ধুভৈরব শোণাদি পবিত্র নদ সকল হইতে, ও মানস সরোবর ও বিন্দু সরোবরাদি সকল সরস্তীর্থ হইতে, আর চন্দ্রাগ্নি সূর্য্যাদি পবিত্রকারক দেবতা হইতে, মদ্দেহোদ্ভবা শিলা যেন অতি পাবনী হয়। অর্থাৎ মচ্ছিলা স্বয়ং পবিত্রা এবং অন্যের পবিত্র কারিণী হয়, এক্ষণে এই মাত্র বর আমার অভিলষণীয় হইল॥ ৪০ ॥

ঋষ্যাদিভ্যো মুনিভ্যশ্চ মুখ্যদেবেভ্য এবচ।
ত্রৈলোক্যে যানি লিঙ্গানি ব্যক্তাব্যক্তাত্মকান্যপি।
তানি তিষ্ঠন্তু মদ্দেহে তীর্থরূপেণ সর্ব্বদা॥ ৪১ ॥

হে দেবাঃ! যতঋষি, যতমুনি, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি প্রধান প্রধান দেবতা হইতেও যেন এই শিলা পবিত্রা হয়। এতদ্ভিন্ন ত্রিলোক মধ্যে প্রকাশ বা অপ্রকাশ রূপে যে সকল শিবলিঙ্গও দেবপ্রতিমা আছেন, তাঁহারা সকলেই তীর্থরূপে এই শিলায় আসিয়া সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করুন্॥ ৪১॥

তীর্থান্যপিচ সর্ব্বাণি নক্ষত্র প্রমুখা স্তথা।
তিষ্ঠন্তিদেব্যঃ সকলাঃ দেব্যশ্চ মুনয়স্তথা ॥ ৪২ ॥

এতদ্বিশ্বরাজ্য মধ্যে যে সকল পবিত্রতীর্থ আর পবিত্রনক্ষত্রগণ ও দেব দেবীগণ, এবং সমস্ত মুনিগণ, সকলে মদ্দেহোদ্ভবা শিলাতে যেন নিত্য অধিষ্ঠান করেন ॥ ৪২ ॥

বারাণসী প্রয়াগশ্চ পুরুষোত্তম সংজ্ঞকং।
গঙ্গাসাগর সংজ্ঞঞ্চ নিত্যং তিষ্ঠন্ত ফল্গুনি।
স্নান্তিচ মরিষ্যন্তি যান্ত ব্রহ্মপুরীং নরাঃ ॥ ৪৩॥

কাশী, প্রয়াগ, পুরুষোত্তম এবং গঙ্গাসাগরসংজ্ঞক সকল তীর্থ নিত্য ফল্গুতীর্থে আসিয়া অধিবাস করুন্। আর মম শিলোপরিস্থিত হইয়া যে সকল মনুষ্য মৃতহইবে, তাহারা যেন ব্রহ্মলোকে গমন করে ॥ ৪৩ ॥

শিলাস্থিতেষু তীর্থেষু স্নানং কৃত্বাথ তর্পণং।
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং যেষাং ব্রহ্মলোকং প্রযান্ততে। ৪৪।

এই মদ্দেহ সম্ভূতা শিলাস্থিত তীর্থে স্নান তর্পণ করতঃ পিণ্ডদান পূর্ব্বক যে সকল ব্যক্তি পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে, তাহারা সকলে যেন ব্রহ্মলোকে গমন করে, এবং যাঁহাদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান হইবে তাঁহারাও যেন ব্রহ্মলোক গামী হন্ ॥ ৪৪ ॥

গদাধরাধিষ্ঠিতং তৎসর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমং।
মুক্তির্ভবতি পিতৃণাং কর্ত্তৃণাং শ্রাদ্ধতঃ সদা ॥ ৪৫ ॥

হে দেবগণেরা! গদাধরাধিষ্ঠান জন্য আমার এই শিলাদেহ যেন সর্ব্বতীর্থ হইতে উত্তম তীর্থহয়। গদাধরের সাক্ষাতে যে সকল ব্যক্তির

পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান হইবে, সেই সকল উদ্দিষ্ট পিতৃকগণের এবং শ্রাদ্ধকর্ত্তাদিগেরও যেন অবশ্য মুক্তি লাভ হয়। ৪৫

জরায়ুজাণ্ডজাবাপি স্বেদজাবাপি চোদ্ভিদঃ।
ত্যক্তাদেহং শিলায়াংতে যান্তুবিষ্ণু স্বরূপতাঃ॥ ৪৬॥

জরায়ুজ, বা অণ্ডজ, কি স্বেদজ, অথবা উদ্ভিজ্জ যে কোন জীব মদ্দেহোদ্ভবা শিলাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে তাহারা যেন বিষ্ণুর সারূপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়॥ ৪৬ ॥

যথার্চ্চিতে হরৌসর্ব্বে যজ্ঞাঃ পূর্ণাভবন্তি হি।
তথাশ্রাদ্ধং তর্পণঞ্চ স্নানঞ্চাক্ষয় মস্ত্বিহ॥ ৪৭॥

যেমন সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর নারায়ণের অর্চ্চনায় সকল যজ্ঞ সংপূর্ণ হইয়া থাকে, মদ্দেহোদ্ভবা শিলাতে সম্পাদিত স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধও যেন সেই রূপ অক্ষয় ফলদ হয়॥ ৪৭ ॥

মমদেহে সুরেশানা যে জপন্তি শ্রুত্যাদিকং।
অচিরেণাপি তে সিদ্ধাসিদ্ধি ভাজো ভবন্তুবৈ॥ ৪৮॥

হে সুরেশ্বরেরা! আমার এই শিলাদেহে যে সকল সিদ্ধগণেরা বেদাধ্যয়ন রূপ মন্ত্রাদি জপ করিবেন, তাঁহারা অচিরকালের মধ্যে যেন সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন॥ ৪৮॥

পিতৃণাং কুলসাহস্র মাত্মনা সহিতং নরঃ।
শ্রাদ্ধাদিনা সমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকং নয়েদ্ধ্রুবং॥ ৪৯॥

আমার এই শিলাশরীরের উপর যে ব্যক্তি পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে শ্রাদ্ধাদি করিবেন, সেই ব্যক্তি ঐ শ্রাদ্ধফলে যেন আপনার সহিত পিতৃকুলের সহস্রপুরুষকে উদ্ধার করতঃ বিষ্ণুলোকে নীত হয়েন॥ ৪৯॥

যাবন্তোহি সরিৎ শ্রেষ্ঠা গঙ্গাদ্যাশ্চ হ্রদাঃশুভাঃ।
সমুদ্রাদ্যাঃ সরোমুখ্যা মানসাদ্যাঃসুরেশ্বরাঃ।
নৃণাংশ্রাদ্ধং বিদধতাং মুক্তয়ে নিবসন্তু মে ॥ ৫০ ॥

গঙ্গাপ্রভৃতি যাবতী শ্রেষ্ঠা নদী, সমুদ্রাদি যাবৎ শ্রেষ্ঠ হ্রদ, আর মানস সরোবরাদি যাবৎ পুণ্যসরোবর আছেন, তাঁহারা শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষদিগের মুক্তির নিমিত্তে আমার এই শিলাদেহে আসিয়া অবস্থান করুন্ ॥ ৫০ ॥

শরীরেণ সমায়ান্তু ক্কচিন্নোযান্তু দেবতাঃ
একোবিষ্ণুস্ত্রিধা মুর্ত্তি র্যাবৎসংকীর্ত্ততে বুধৈঃ। ৫১ ॥

হে বিবুধগণেরা! আমার এই শিলাদেহে সমস্ত দেবগণেরা স্বশরীরে আসিয়া অবস্থান করুন্। এস্থান হইতে আর অন্য কোন স্থানে কখন গমন করিতে পারিবেন না। এবং মন্ত্ররূপী একবিষ্ণু যাবৎকাল পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তিত হইবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত রূপত্রয়বিশিষ্ট হইয়া এক বিষ্ণু এস্থানে অবস্থিত থাকিবেন।৫১।

তাবৎ শিলায়াং সর্ব্বাণি তীর্থানি সহদৈবতৈঃ।
সদাতিষ্ঠন্তু মুনয়ো গন্ধর্ব্বাণাং গণাশ্চ যে। ৫২।
সর্ব্বদেব স্বরূপাচ নাম্নেয়ং দেবরূপিণী।
যাবন্তবতি ব্রহ্মাণ্ডং তাবত্তিষ্ঠতু বৈ শিলা। ৫৩ ॥

ভোদেবাঃ! যে কালপর্য্যন্ত শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষেরা পুরোহিতোচ্চারিত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত সমস্ত দেবগণের সহিততীর্থ সকল মম শিলাদেহে অবস্থিত হইবেন এবং সমস্ত মুনিগণ ও সমস্ত গন্ধর্ব্বগণেরাও অধিষ্ঠিত থাকিবেন। মদ্দেহ সম্ভবা সর্ব্বদেব স্বরূপা এই শিলা দেবরূপিণী শিলা নামে বিখ্যাত হইবে। যাবৎকাল এই ব্রহ্মাণ্ড থাকিবে, আমারও এই শিলাশরীর তাবৎকাল অক্ষয়রূপে অবস্থিতা হইবে ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

মমদেহে হস্ময়রূপেচ যে জপন্তি তপন্তিচ।
জুহুত্যগ্নৌতু তেষাং বৈ তদক্ষয্যোপতিষ্ঠতাং॥৫৪॥

আমার এই পাষাণ ভূত কলেবরোপরি যে সকল ব্যক্তি জপ তপস্যাদি এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিবেন, তাঁহাদিগের সেই সকল কর্ম্ম যেন অক্ষয়রূপে অবস্থিত হয়॥ ৫৪ ॥

অক্ষয়ন্তু ভবেচ্ছ্রাদ্ধং জপহোম তপাংসিচ।
শিলাপর্ব্বত রূপেণ ময়িতিষ্ঠন্তু সর্ব্বদা॥ ৫৫॥

আমার এই শিলাশরীরে শ্রাদ্ধ ও জপ হোম তপস্যাদি যেন অক্ষয় ফলদ হয়। এবং সকল তীর্থ শিলা পর্ব্বত রূপে আমাতে সর্ব্বদা অবস্থান করুন্॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ লক্ষয়িত্বা পদংময়ি।
পঞ্চাগ্নয়ঃ কুমারাদ্যা বহুরূপেণ সংস্থিতাঃ॥ ৫৬॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই দেবত্রয় আমাকে পদচিহ্নে লক্ষিত করিয়া অবস্থান করুন্। পঞ্চাগ্নি ও সনৎকুমারাদি ব্রহ্মপুত্রগণ বহুরূপে আমাতে অবস্থিত হউন্॥ ৫৬ ॥

মূর্ত্তামূর্ত্ত স্বরূপেণ পদরূপেণ দেবতাঃ।
শিলায়াং ক্রোশমাত্রেণ মূর্ত্তিরূপস্থিতা ভুবি॥ ৫৭॥

মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তরূপে, অথবা পদচিহ্নরূপে দেবতারা সকলেই মদশিলার মধ্য একক্রোশ মাত্র পরিমাণ স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকুন্॥ ৫৭ ॥

তাংদৃষ্ট্বা সর্ব্বলোকশ্চ মহাপাতক নাশিনীম্।
পূতোধর্ম্মাধিকারী চ শ্রাদ্ধকৃৎ ব্রহ্মলোক ভাক্।৫৮।

মমদেহোৎপন্না এই পাপনাশিনী শিলাকে দর্শন করিয়া সকল লোকে পবিত্ররূপে যেন সর্ব্বধর্ম্মে অধিকারী হয়। আর এই শিলাখণ্ডে

শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ যেন ব্রহ্মলোকে গমন করে। এক্ষণে আপনারা এই মাত্র আমার অভিলষিত বর প্রদান করুন্॥ ৫৮ ॥

ধর্ম্মব্রতাবচঃ শ্রুত্বা দেবাঃ প্রোচুঃ পতিব্রতাং।
ত্বয়াযৎ প্রার্থিতং সর্ব্বং তদ্ভবিষ্যত্য সংশয়ং॥ ৫৯॥

দেবগণেরা দেবরূপা ধর্ম্মব্রতার এই বরপ্রার্থন বাক্য শ্রবণ করতঃ পতিব্রতাকে কহিলেন। হে দেবরূপিণি! ত্বৎকর্ত্তৃক যে যে বর প্রার্থিত হইল, সে সমস্তই সংপূর্ণ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই॥ ৫৯ ॥

গয়াসুরস্য শিরসি ভবিষ্যসি যদাস্থিরা।
তদাপাদাদি রূপেণ স্থাস্যামস্ত্বয়ি সুস্থিরাঃ॥ ৬০ ॥

হে শুভব্রতে। তুমি গয়াসুর মস্তকেতে যৎকালে সুসংস্থাপিতা হইয়া স্থির থাকিবে, সেইকালে আমরাও স্ব স্ব পদচিহ্ন রূপে স্থিরভাবে তোমার শিলাদেহের উপরে অবস্থিতি করিয়া থাকিব॥ ৬০ ॥

বরং শিলায়ৈ দত্ত্বৈবং তত্রৈবান্তর্দ্দধুঃ সুরাঃ॥ ৬১ ॥

দেবগণেরা ধর্ম্মব্রতাকে এইরূপ বরপ্রদান পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ৬১ ॥

কল্পিতার্থ দেবতারা সর্ব্বজ্ঞ, সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে এককারণে এক-বিষয়ের পরিসমাপ্তি করেন না, যেহেতু ইহার পর গয়াসুরও এইরূপ বর গ্রহণ করিবে সেই আকাঙ্ক্ষায় পূর্ব্বেই ধর্ম্মশিলাকে পবিত্রা-করিয়া রাখিলেন; অর্থাৎ উত্তর পবিত্রাকে সম্বেক্ত করিবেন, কিন্তু পিণ্ডদানাদি এই পবিত্রাশিলাতেই হইবে, পরম্পরা সম্বন্ধে গয়াসুরের মস্তক গয়াক্ষেত্র নামে পিণ্ড প্রদানের আধার ভূমি স্বরূপ বিখ্যাত হইবে যেহেতু ধর্ম্মাংশ ব্যতীত এতদ্রূপ মহৎ কর্ম্মসম্পাদন কি প্রকারে

হইতে পারে? গয়াসুর যদি সহস্র পবিত্র হয় তথাপি তমোংশভূত, কেবল গয়াসুরকে বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া ধর্ম্মশিলা স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি সত্ত্বাংশে মোক্ষোপায়ীভূত কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়াছেন এইমাত্র। এস্থলে ধর্ম্মব্রতার সন্তোষ লাভার্থ বেদোক্ত ধর্ম্মসংস্থাপনোপযোগি শুদ্ধ বরপ্রদান মাত্র করা হইল॥

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে বায়ুপ্রোক্ত গয়ামাহাত্ম্যে ধর্ম্মব্রতায়া বরোপলম্ভনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

এই বায়ুপ্রোক্ত বায়ুপুরাণে গয়ামাহাত্ম্য প্রস্তাবে ধর্ম্মব্রতার বর প্রাপ্তি নামে তৃতীয় অধ্যায় সংপূর্ণ হইল॥ ৩ ॥

চতুর্থাধ্যায়ারম্ভঃ।

শ্রীসনৎকুমার উবাচ।

ধর্ম্মশিলায়া মাহাত্ম্যং শৃণুনারদ মুক্তিদং।
যস্যাগায়ন্তি দেবাশ্চ মাহাত্ম্যং মুনিপুঙ্গব ॥ ১ ॥

মহাযোগী সনৎকুমার দেবর্ষিনারদকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন হে নারদ! অতঃপর তোমাকে ধর্ম্মশিলার মুক্তিপ্রদাতৃত্ব মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করহ, দেবগণ ও মুনিগণেরা সকলে যাঁহার মাহাত্ম্য সর্ব্বদা গান করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

শিলাস্থিতা পৃথিব্যাং সা দেবতা জাতিপাবনী।
বিচিত্রাখ্যং শিলাতীর্থং ত্রিষুলোকেষু বিশ্রুতং ॥ ২ ॥

হে ঋষে! দেবরূপিণী ধর্ম্মশিলা পৃথিবীতলে সংস্থিতা হইলে পর ত্রিলোক মধ্যে বিচিত্রাখ্য শিলাতীর্থনামে ঐ তীর্থ বিখ্যাত হয় ॥ ২ ॥

তস্যাঃ সংস্পর্শনা লোকাঃ সর্ব্বেহরি পুরংযযুঃ।
শূন্যোলোকত্রয়ে জাতে শূন্যাযমপুরীত্বভূৎ ॥ ৩ ॥

ঐ ধর্ম্মশিলা স্পর্শমাত্রে লোকসকল মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিতে লাগিল, ক্রমে এই ত্রিভুবন লোকশূন্য প্রায় হইয়া উঠিল এবং পাপাদি শূন্য হেতুক যমপুরীও শূন্যপ্রায়া হইল ॥ ৩ ॥

যম ইন্দ্রাদিভির্গত্বা উচে ব্রহ্মাণ মদ্ভুতং।
অধিকারং গৃহাণত্বং যমদণ্ডং পিতামহ ॥ ৪ ॥

যখন সর্ব্বোৎকৃষ্ট পবিত্রগুণ বিশিষ্টা ধর্ম্মশিলা স্পর্শমাত্রে পাপী-গণ কি পুণ্যবান সকল লোকেই বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে লাগিল তখন বিস্ময়াবিষ্টচিত্ত হইয়া যমরাজা ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ব্রহ্ম-লোকে গমন করতঃ এই অদ্ভুত বিস্মাপনীয় বিষয় ব্রহ্মাকে নিবেদন করিলেন। হে ব্রহ্মন্! আমাকে আপনিই যমত্বাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই অধিকার আপনি পুনর্গ্রহণ করুন্ এবং যে যমদণ্ড দিয়াছিলেন সেই যমদণ্ডও গৃহীত হউন্; যেহেতু সংপ্রতি আমি হতাস্পদ হইতেছি ॥ ৪ ॥

যমমূচে ততোব্রহ্মা স্বগৃহে ধারয়স্বতাম্।
ব্রহ্মোক্ত ধর্ম্মরাজস্তু গৃহেতাং সমধারয়ৎ ॥ ৫ ॥

যমবাক্য শ্রবণ করিয়া অনন্তর ব্রহ্মা যমকে কহিলেন, ভো প্রেত-রাজ! এক্ষণে তুমি ভীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ ধর্ম্মশিলাকে লইয়া আপন গৃহে রক্ষা করহ, তাহাকে অন্য কোন লোকে যেন আর দর্শন স্পর্শন করিতে না পারে। এতদুপায় সমন্বিত ব্রহ্মবাক্য শ্রবণানন্তর যমরাজা ঐ শিলাকে লইয়া স্বগৃহে সংস্থাপন করিলেন ॥ ৫ ॥

যমোঽধিকারং তং চক্রে পাপিনাং শাসনাদিকং।
এবংবিধা গুরুতরা শিলাজগতি বিশ্রুতা।

অনন্তর যম আপন অধিকার ও যমদণ্ড পুনর্গ্রহণ করতঃ পূর্ব্ববৎ পাপিদিগের শাসনাদি করিতে লাগিলেন। অতএব এবম্ভূত গুরুতরা মহীয়সী শিলা সমস্ত জগতে বিখ্যাতা হন ॥ ৬ ॥

যথাব্রহ্মা যথাবিষ্ণু র্যথাদেবো মহেশ্বরঃ।
ব্রহ্মাণ্ডেচ যথামেরু স্তথেয়ং দেবরূপিণী ॥ ৭ ॥

যেরূপ ব্রহ্মা জগৎপূজ্য, যেরূপ মুক্তিপ্রদানকর্ত্তা নারায়ণ, যেরূপ সর্ব্বজ্ঞানোপদেশক মহাদেব শম্ভু। যেরূপ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পুণ্যরূপ

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কনকগিরি সুমেরু, সেইরূপ এই দেবরূপিণী ধর্ম্মশিলাও সর্ব্বোৎকৃষ্টা হয়েন ॥ ৭ ॥

গয়াসুরস্য শিরসি গুরুত্বাৎ ধারিতা যতঃ।
দ্বয়ঃ পবিত্রয়োর্যোগঃ পিতৃণাং মোক্ষদায়কঃ ॥ ৮ ॥

গুরুতরভারবিশিষ্ট গুরুতরা অতি পবিত্রা এই শিলা, এপ্রযুক্ত গয়াসুরের মস্তকোপরি দেবগণেরা তাহাকে সংস্থাপনা করেন, গয়াসুরও স্বয়ং তপপ্রভাবে পরমপবিত্র হইয়াছে; এই উভয় পবিত্রের একত্র সংযোগ জন্য সুতরাং গয়াক্ষেত্র পিতৃলোকের পরমমোক্ষ দায়ক হয় ॥ ৮ ॥

পবিত্রয়োর্দ্বয়োর্যোগে হয়মেধমজোহকরোৎ।
ভাগার্থমাগতান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণ্বাদীনাং ব্রবীৎ শিলা। ৯।

হে নারদ! এই উভয় পবিত্রের একযোগ হেতুক, উৎকৃষ্টস্থান জানিয়া ব্রহ্মা তথায় অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পাদন করেন; সেই ব্রহ্মকৃত অশ্বমেধ যজ্ঞকালীন স্বস্বভাগ গ্রহণার্থে সমাগত নারায়ণ প্রভৃতি দেবগণের প্রতি ধর্ম্মশিলা এই কথা বলিয়াছিলেন। ৯।

শিলাস্থিতৈঃ প্রতিজ্ঞাং তাং কুর্ব্বন্তু পিতৃমুক্তয়ে।
তথেত্যুক্তা শিলায়াং তে দেবা বিষ্ণ্বাদয়ঃ স্থিতাঃ। ১০

হে দেবাঃ! গয়াসুর মস্তকে যে আমার শিলা দেহকে সংস্থাপন করিলেন, এক্ষণে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন হেতুক সেই শিলাস্থিতিকে পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্ত করুন্। এতৎ ধর্ম্মব্রতার বাক্য শ্রবণে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণেরা তথাস্তু বলিয়া শিলাতে সকলেই অবস্থিত হইলেন ॥ ১০ ॥

শিলারূপেণ মূর্ত্তাশ্চ পদরূপেণ দেবতাঃ।
ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপেণ স্থিতাঃ পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞয়া ॥ ১১ ॥

কোন কোন দেবতা প্রত্যক্ষ শিলা মূর্ত্তি ধারণ করতঃ প্রতিমা-রূপে, কোন কোন দেবতা পদচিহ্ন রূপে অর্থাৎ ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপে সমস্ত দেবতারা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ঐ ধর্ম্মশিলার উপরেঅবস্থিতি করিলেন ॥ ১১ ॥

দৈত্যস্য মুণ্ডপৃষ্ঠেতু যস্মাৎসা সংস্থিতাশিলা।
তস্মাৎ স মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রিঃপিতৃণাং ব্রহ্মলোকদঃ ॥ ১২ ॥

দৈত্যবর গয়াসুরের মুণ্ডপৃষ্ঠে সেই ধর্ম্মশিলা সংস্থিতা হইয়াছে, এজন্য গয়াসুরের মুণ্ড পৃষ্ঠে সংস্থিত পর্ব্বতমাত্রই পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রদায়ক হয় ॥ ১২ ॥

আচ্ছাদিতং শিলারূপং প্রভাসেনাদ্রিণাযতঃ।
ভাসিতো ভাস্করেণেতি প্রভাসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৩ ॥

ধর্ম্মশিলার যে যে স্থান পর্ব্বতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, শিলা সংস্পর্শ হেতু সেই সকল পর্ব্বতও তীর্থ তুল্য মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, এ জন্য তথায় শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করা যায়; প্রভাসিত ভাস্কর পর্ব্বতদ্বারা শিলারূপ আচ্ছাদিত হওয়াতে তাহার নাম প্রভাস তীর্থ হয়। ১৩।

প্রভাসাদ্রিংবিনির্ভিদ্য শিলাঙ্গুষ্ঠো বিনির্গতঃ।
অঙ্গুষ্ঠোত্থিত ঈশোপি প্রভাসেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪ ।

প্রভাস পর্ব্বতকে ভেদ করিয়া ধর্ম্ম শিলার অঙ্গুষ্ঠ দেশ বিনির্গত হইয়াছে এবং সেই অঙ্গুষ্ঠ হইতে উত্থিত যে শিব মূর্ত্তি প্রকাশ হইয়াছে তাঁহাকেই প্রভাসেশ্বর বলিয়া শাস্ত্রে কহেন ॥ ১৪ ॥

শিলাঙ্গুষ্ঠৈক দেশে যা সাচ প্রেতশিলা স্মৃতা।
পিণ্ডদানাদ্ৰত স্তস্যাং প্রেতত্বান্ন চাপ্নুয়ান্নরঃ ॥ ১৫

ঐ ধর্ম্ম শিলার অঙ্গুষ্ঠ দেশের যে এক দেশ, তাহার নাম প্রেত শিলা বলিয়া জানিহ। সেই প্রেতশিলাতে পিণ্ডদান করিলে জীব সকল প্রেতত্ব হইতে পরিমুক্ত হয়॥ ১৫॥

মহানদী প্রভাসস্য সঙ্গমে স্নানকৃন্নরঃ।
রামোদেব্যা সহস্নাতোরামতীর্থং ততঃস্মৃতম্॥ ১৬॥

প্রভাস পর্ব্বত হইতে বিনিঃসৃতা যে মহানদী, সেই মহানদীর সঙ্গমে স্নান কৃৎপুরুষেরও পরিমুক্তি হয়। ত্রিলোক পাবন রঘুবংশ তিলক পরমপুরুষ শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর সহিত ঐ মহানদীতে স্নান করিয়াছিলেন, একন্য তাহার নাম রামতীর্থ॥ ১৬॥

প্রার্থিতোঽথ মহানদ্যা রামঃস্নাতো ভবেদ্যতঃ।
রামতীর্থং ততোভূত্বা ত্রিষুলোকেষু বিশ্রুতম্॥ ১৭॥

সীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্র যৎকালীন স্নান করেন, তৎকালীন রামের নিকট ঐ মহানদী আপনার তীর্থত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন; অতএব নদী কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্র প্রার্থিত হওয়াতে ত্রিলোক বিখ্যাত রামতীর্থ নামে ঐ মহানদীর খ্যাতি লাভ হইয়াছে॥ ১৭॥

জন্মান্তর শতংসাগ্রং যৎকৃতং দুষ্কৃতংময়া।
তৎসর্ব্বং বিলয়ংযাতু রামতীর্থাভিষেচনাৎ॥ ১৮।

রামতীর্থাবগাহনের এই মন্ত্র, যে শত শত জন্মান্তর প্রাপ্তে আমি যে সকল পাপ করিয়াছি, রাম তীর্থাভিষেক ফলে আমার সেই সকল দুষ্কৃত বিনাশ হইয়া যাউক্॥ ১৮॥

এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ মহানদীতে যে ব্যক্তি অবগাহন করিবেন, তাঁহার শত শত জন্মের পাতক ক্ষালন হইবেক, গয়াক্ষেত্রে রামতীর্থাভিষেকের মাহাত্ম্যাতিশয় হয়॥ ১৮॥

মন্ত্রেণানেন যঃস্নাত্বা শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত মানবঃ।
রামতীর্থে পিণ্ডদস্তু বিষ্ণুলোকং প্রযাত্যসৌ ॥ ১৯ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ স্নান করিয়া যে ব্যক্তি রামতীর্থে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করে, সেই পিণ্ডদান কর্ত্তা পুরুষের মহৎপদ বৈকুণ্ঠাখ্য বিষ্ণুলোকে গমন হয় ॥ ১৯ ॥

তথেত্যুক্ত্বা স্থিতোরামঃ সীতয়া ভরতাশ্রমে ॥ ২০।

তথাস্তু বলিয়া ভরতাগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র মহানদীকে তীর্থত্বে পরিকল্পিতা করিয়া, সীতার সহিত তথায় অবস্থান করেন ॥ ২০ ॥

রাম রাম মহাবাহো দেবানা মভয়ঙ্কর।
ত্বাং নমস্যেহং দেবেশ মমনশ্যতু পাতকং। ২১।

হে রাম! হে রাম! হে মহাবাহো! তুমি দেবতাদিগের অভয় প্রদ! আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে দেবেশ! তুমি আমার সমস্ত পাতক বিনাশন কর ॥ ২১ ॥

মন্ত্রেণানেন যঃস্নাত্বা শ্রাদ্ধংকৃত্বা সপিণ্ডকং।
প্রেতত্বাত্তস্য পিতরো বিমুক্তাঃ পিতৃতাং যযুঃ ॥ ২২।

এতৎ মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ যে ব্যক্তি পিতৃলোকের উদ্দেশে রামতীর্থে পিণ্ডদান করে। তাহার পিতৃগণেরা প্রেতত্ব হইতে পরিমুক্ত হইয়া পিতৃলোকতা প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২২ ॥

আপস্ত্বমসি দেবেশ জ্যোতিষাং পতিরেবচ।
পাপং নাশয় মে দেব মনোবাক্কায় কর্ম্মজম। ২৩।

অনন্তর প্রভাসেশ্বর সন্নিধানে গিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবেক।

হে দেবেশ! তুমি আপস্বরূপ, তুমি সর্ব্বজ্যোতি ভাস্কর স্বরূপ, হে দেব! আমার মানসিক, বাচিক, এবং কায়িক কর্ম্মজনিত সমুদয় পাপকে বিনাশ কর ॥ ২৩ ॥

নমস্কৃত্য প্রভাসেশং ভাসমানং শিবংত্রজেৎ।
তঞ্চশম্ভুং নমস্কৃত্য কুর্য্যাদ্যম বলিংততঃ। ২৪।

এই মন্ত্রে প্রভাসেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তদনন্তর দীপ্তিমান প্রভাসেশ্বর সন্নিহিত শম্ভুসন্নিধানে গিয়া শিবকে প্রণাম করতঃ তথায় পিণ্ডদান রূপ যম বলি প্রদান করিতে হইবেক ॥ ২৪ ॥

রামে বনগতে শৈল মাগত্য ভরতঃস্থিতঃ ॥
পিতুঃ পিণ্ডাদিকং কৃত্বা রামং সংস্থাপ্যতত্রচ।২৫।

যে ভরতাশ্রম, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অত্রশ্লোকে তাহার বিশেষ কারণ কহিতেছি শ্রবণ কর। শ্রীরামচন্দ্র বনগমন করিলে পর, ভরত ঐ স্থানের পর্ব্বতে আসিয়া সীতারসহিত শ্রীরামের মূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া অবস্থান করেন, এবং পিতৃলোকের উদ্দেশে সেই শৈলে পিণ্ডাদি প্রদানও করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

রামংসীতাং লক্ষ্মণঞ্চ মুনীন্ স্থাপিতবান্ প্রভুঃ।
ভরতস্যাশ্রমে পুণ্যে নিত্যং পুণ্যতমৈর্বৃতং। ২৬।

প্রভু ভরত, নিরন্তর পুণ্যতম জনে পরিবৃত পুণ্যতম পবিত্র ভরতাশ্রমে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ এবং বহুতর মুনিগণকেও সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, কেবল একা রাম মূর্ত্তিকেই স্থাপনা করেন নাই ॥ ২৬ ॥

মতঙ্গস্য পদং তত্রদৃশ্যতে সর্ব্বমানুষৈঃ।
স্থাপিতং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং লোকস্যাস্য নিদর্শনাৎ। ২৭।

ইদানীং সমস্ত মনুষ্যগণের। যে মতঙ্গের পদচিহ্ন দর্শন করেন, তৎকালে ভরত মহাশয় সর্ব্বলোকের নিদর্শনার্থ সম্যক্ ধর্ম্ম স্বরূপ সেই মতঙ্গ পদাঙ্ককেও তৎপীঠে স্থাপনা করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

মতঙ্গস্য পদেশ্রাদ্ধী সর্ব্বাং স্তারয়তে পিতৃন্।
রামতীর্থে নরঃস্নাতা রামংসীতাং সমর্চ্চ্যচ।
রামেশ্বরং প্রণম্যাথ নদেহী জায়তে পুনঃ। ২৮।

মতঙ্গপদে পিণ্ড প্রদান করিলে শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ আপনার সমস্ত পিতৃলোককে নিস্তারণ করেন। আর রামতীর্থে স্নান করতঃ রাম সীতার অর্চ্চন ও রামেশ্বরকে প্রণাম করিলে পুনর্ব্বার আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না, অর্থাৎ বিদ্যমান দেহ ত্যাগেই তাহার ব্রহ্মতা প্রাপ্তি হয় ॥ ২৮ ॥

স্নাত্বা নত্বা চ রামেশং রামং সীতা সমন্বিতং।
তত্রশ্রাদ্ধং সপিণ্ডঞ্চ কৃত্বা বিষ্ণু পুরংব্রজেৎ।
পিতৃভিঃ সহধর্ম্মাত্মা কুলানাঞ্চ শতৈঃসহ। ২৮।

রামতীর্থে স্নান করতঃ সীতাসমন্বিত শ্রীরামকে এবং রামেশ্বর শিবকে প্রণাম করিয়া তথায় সপিণ্ডকশ্রাদ্ধ করিলে, সেই ধর্ম্মাত্মা শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ এক শত কুলের সহিত এবং পিতৃগণের সহিত বিষ্ণু পুরী বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ২৮ ॥

শিলায়া জঘনং ভুয়ঃ সমাক্রান্তং নগেনচ।
ধর্ম্মরাজেন সংপ্রোক্তো নগাচ্ছতি নগঃস্মৃতঃ। ২৯।

ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মশিলার জঘনদেশকে পুনর্ব্বার আক্রান্ত করাতে গয়াসুর এককালীন গমন শক্তি রহিত হইয়া নিশ্চল হয়, এজন্য তাহাকে নগতীর্থ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

যমরাজ ধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্থং ব্যবস্থিতৌ।
তাভ্যাংবলিং প্রযচ্ছামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে॥ ২৯॥

গয়াসুরের নিশ্চলার্থ ধর্ম্ম শিলার উপরে যমরাজ ও ধর্ম্মরাজ এই উভয়ে অবস্থিত আছেন; অতএব তাঁহারদিগের উভয়ের তৃপ্ত্যর্থে এবং পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্তে এই বলি প্রদান করি॥ ২৯॥

এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যম ও ধর্ম্মরাজের তৃপ্তি সম্পাদন নিমিত্তে পিণ্ডদান রূপ বলি প্রদান করিলে, সেইপিণ্ড পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্ত হয়॥ ০॥

দ্বৌশ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বত কুলোদ্ভবৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি স্যাতামেতাবহিংসকৌ।৩০

বৈবস্বত কুলসম্ভব শ্যাম ও শবল নামে কুক্কুরদ্বয়, তাহাদিগের দুই জনকে এই বলি প্রদান করি, মদ্দত্ত বলিভোজন করতঃ আমার অহিংসকরূপে তাঁহারা বিচরণ করুন্। অর্থাৎ শ্রাদ্ধ কর্ম্মের বিঘ্ন-পহারক হউন্। এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক কুক্কুর দ্বয়কে পিণ্ড দানরূপ বলিপ্রদান করিলে নির্ব্বিঘ্নে তৎস্থান কৃত শ্রাদ্ধের সংপূর্ণতা লাভ হয়॥ ৩০॥

যমোসি যমদূতোসি বায়সোসি মহাবল।
সপ্তজন্ম কৃতংপাপং বলিং ভুক্ত্বা বিনাশয়। ৩১।

হে মহাবল বায়স! তুমিই যম, তুমিই যমদূতস্বরূপ হও। মদ্দত্ত বলি ভোজন করতঃ আমার সপ্ত জন্মকৃত পাতক বিনাশ করহ। ৩১।

ঐন্দ্রবারুণ বায়ব্যাং যাম্য নৈঋত্য সংস্থিতাঃ।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তু ভূমৌ পিণ্ডং ময়ার্পিতং॥ ৩২॥

অনন্তর পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ দিক্ এবং বায়ু ও নৈঋত কোণাদি

বিদিকস্থিত আত্মঘোষ অর্থাৎ কাক সকল! আমার প্রদত্ত পিণ্ড যাহা ভূমিতলে সমর্পিত হইল, তাহা তোমরা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করহ ॥ ৩২ ॥

এই মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক ঐ পর্ব্বতের উত্তদিকস্থিত কাক সকলকে ভূমিতে পিণ্ডদান রূপ বলি প্রদান করিবেন, যেহেতু তাহাদিগের তুষ্টি জন্মিলেই তৎস্থানস্থ দেবতাদিগের পরিতুষ্টি হয় ॥ ৩২ ॥

শিলায়া দক্ষিণে হস্তে স্থাপিতঃ কুণ্ডপর্ব্বতঃ।
তিমিরাদিত্য ঈশানভর্গা এতে মহেশ্বরাঃ।
বহ্নির্দ্বৌ বরুণৌ রুদ্রা শ্চত্বারঃ পিতৃমোক্ষদাঃ। ৩৩ ॥

ধর্ম্মশিলার দক্ষিণ হস্তে কুণ্ডনামে যে পর্ব্বত স্থাপিত হয়, সেই পর্ব্বতে তিমিরাদিত্য, ঈশান ও ভর্গ, এই দেবত্রয় তথাকার মহেশ্বর হন; আর গার্হপত্য ও আহবনীয় এই অগ্নিদ্বয়, মিত্র বরুণ এই বরুণ দ্বয়, এবং রুদ্র চতুষ্টয়, ইত্যাদি দেবতা সকল পিতৃলোকের মোক্ষ প্রদান হেতু নিত্য ঐ কুণ্ডপর্ব্বতে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

ভরতাশ্রম মাসাদ্য তন্নমেৎ পূজয়েন্নরঃ।
পাপেভ্যশ্চোপ পাপেভ্যো মুচ্যতে পিতৃভিঃসহ। ৩৪

পূর্ব্বোক্ত ভরতাশ্রমে পুনর্ব্বার গিয়া রামাদিকে প্রণাম পূর্ব্বক পূজাদি করিলে পিতৃগণের সহিত সেই কৃতপ্রণামী ব্যক্তিমহাপাপ ও উপপাপাদি হইতে পরিমুক্ত হয়। ৩৪।

যত্রকুত্রাপি দেবর্ষে ভরতস্যাশ্রমে নরঃ।
স্নাতঃ শ্রাদ্ধাদিকং কুর্য্যাত্তৎকল্পেপিনহীয়তে। ৩৫।

হে নারদ! মনুষ্য মাত্রে রাম তীর্থে স্নান করতঃ ভরতাশ্রমের যে কোন স্থানে হউক পিণ্ডদান পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি করিলে, সেই শ্রাদ্ধাদির ফল এক কল্পেও ক্ষয় হয় না অর্থাৎ অক্ষয় ফলের নিমিত্ত হয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

গয়ায়াং চাক্ষয়ং শ্রাদ্ধং জপহোম তপাং সিচ।

সর্ব্বনানন্ত্য মাচ্ছবৈ যদ্দত্তং ভরতাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥

গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধতর্পণ জপ হোম তপস্যাদি যে কোন কর্ম্মকরা যায় তাহা অক্ষয় হয় সেইরূপ ভরতাশ্রমে যে কিছু দানাদি কর্ম্ম করিলে সে সকলও অনন্তফলের নিমিত্ত হয়, ইহা মহর্ষিগণেরা কহেন ॥ ৩৬

চতুর্যুগ স্বরূপেণ চতস্রো রবিমূর্ত্তয়ঃ।

দৃষ্ট্বাস্পৃষ্ট্বা পুজিতাস্তা মানবঃ পুরুষোত্তমং।

পিতৃভিঃ সহ ধর্ম্মাত্মা সযাতি পরমাংগতিং ॥ ৩৭ ॥

ঐ শিলাতে চতুর্যুগ স্বরূপ সূর্য্যদেবের চারি মূর্ত্তি আছে, সেই চতুর্মূর্ত্তিবিশিষ্ট পুরুষোত্তম ভাস্করকে দর্শন স্পর্শন ও পূজাদি যে করে, সেই ধর্ম্মাত্মা পুরুষ পিতৃগণের সহিত পরমাগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭ ॥

শিলায়া বামপাদেপি তথাভ্যুদান্তকোগিরিঃ।

স্থাপিতঃ পিণ্ডদস্তত্র পিতৃন ব্রহ্মপুরং নয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

ধর্ম্মশিলার বামপাদে সংস্থাপিত অভ্যুদান্তক নামে পর্ব্বত, তাহাতে পিণ্ডদান করিলে পিণ্ডদ পুরুষ পিতৃগণকে ব্রহ্মলোকে নীত হয়েন ॥ ৩৮ ।

নৈমিষারণ্য পার্শ্বেতু ঈজেব্রহ্মা সুরৈঃসহ।

মুখ্য সংজ্ঞং হি তত্তীর্থং দেবাস্তত্র পদৈঃস্থিতাঃ। ৩৯।

ঐ পর্ব্বত পার্শ্বে নৈমিষারণ্যনামে তীর্থ, দেবগণের সহিত ব্রহ্মা ঐ স্থানেই যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, অতএব নৈমিষাখ্যতীর্থ অতি প্রধান রূপে প্রকথিত হয়, তৎ স্থানে পদচিহ্ন দ্বারা দেবতারা সকলে নিত্য অবস্থিত আছেন ॥ ৩৯ ॥

এবং তেষুপদেষেব তীর্থেষু মুনি সত্তম ।
যৎ কিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম তৎপ্রণশ্যতি নারদ ॥ ৪০ ॥

হে মুনি সত্তম নারদ ! সেই সকল পদচিহ্নেতে এবং পূর্ব্বোক্ত ঐ ঐ সকল তীর্থে পিণ্ড দানাদি করিলে মনুষ্যদিগের পূর্ব্বকৃত যে কিঞ্চিৎ অশুভ কর্ম্ম থাকে, তাহা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥

তন্নৈমিষবনং পুণ্যং সেবিতং পুণ্য পৌরুষৈঃ ।
তত্রব্যাসঃ শুকঃ পৈলঃ কণ্বোবেধাঃ শিবোহরিঃ ।
তেষাং দর্শনমাত্রেণ মুচ্যতে পাতকৈ র্নরঃ ॥ ৪১ ॥

পুণ্যবান ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত নৈমিষারণ্যাখ্য পুণ্য স্থান, সেই স্থানে বেদব্যাস, শুকদেব, পৈল, কণ্ব, প্রভৃতি ঋষিগণ, এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব শিব নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদিগের দর্শনমাত্রে মানুষ সমস্ত পাতক হইতে পরিমুক্ত হয় ॥ ৪১ ॥

বামহস্তে শিলায়াস্তু তথা চোদ্যস্তকো গিরিঃ ।
স পর্ব্বতঃ সমানীতো হ্যগস্ত্যেন মহাত্মনা ।
তত্রব্রহ্মা হরশ্চৈব তপশ্চোগ্রঞ্চ চক্রতুঃ ॥ ৪২ ॥

ঐ ধর্ম্মশিলার বামহস্তে আনীত উদ্যস্তক নামে পর্ব্বত মহাত্মা অগস্ত্য কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হয়। তাহাতে ব্রহ্মা ও শিব; ইহাঁরা দুইজনে ঘোরতররূপে তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

তত্রাগস্ত্য স্য হি বরং কুণ্ডং ত্রৈলোক্য দুর্ল্লভং ।
যত্র মুন্যষ্টকঃ সিদ্ধঃ তপস্তপ্ত্বা শিবং গতঃ ॥ ৪৩ ॥

ঐ স্থানে অগস্ত্যমুনির কৃত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ত্রৈলোক্য দুর্ল্লভ একটী কুণ্ড আছে, সেই কুণ্ড সন্নিধানে অষ্টজন সিদ্ধ মুনি তপস্যা করিয়া শিবলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

কুণ্ডে মুন্যষ্টকং নত্বা পিতৃন ব্রহ্মপুরং নয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

মহর্ষি অগস্ত্যকৃত মহাকুণ্ডে অষ্টজন মুনিকে প্রণাম করিলে, মানব পিতৃলোক সকলকে ব্রহ্মপুরে নীত হয়েন, অর্থাৎ তাহাদিগের পিতৃলোকেরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৪৪ ॥

অগস্ত্যোনাথ দেবর্ষে উদয়াদ্রি মহাত্মনা।
শিলায়া বামহস্তেপি স্থাপিতো গিরিরাট্ শুভঃ ॥ ৪৫

ঐ মহাত্মা অগস্ত্য কর্ত্তৃক ধর্ম্মশিলার বামহস্তে উদয় গিরি নামে আরো এক কল্যাণকর পর্ব্বতরাজ স্থাপিত হন। তাহারও আশ্চার্য্য মহিমা শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥

বাদিত্রাদ্যৈ র্দিব্যগীতৈ র্বাদ্যো বাদিত্রকো গিরিঃ।
তত্র বিদ্যাধরোনাম গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং গণৈঃ।
সমেতোদ্যাপি বাদিত্র গীতানি সহগীয়তে। ৪৬।

এবং ঐ পর্ব্বতের একদেশে গীতবাদ্যাদি প্রচুররূপে হইয়া থাকে, একারণ তাহার নাম বাদিত্র পর্ব্বত; সেই শোভিত স্থানে বিদ্যাধর নামে প্রধান গন্ধর্ব্ব অপ্সরাগণের সহিত মিলিত হইয়া নানা প্রবন্ধে অদ্যাপিও গীতাদি করিয়া থাকেন ॥ ৪৬ ॥

মোহনশ্চ সুনীথশ্চ শৈলূজো মোহনোত্তমঃ।
পর্ব্বতো নারদধ্যানী সংগীতিঃ পুষ্পদন্তকঃ।
হাহা হুহু প্রভৃতয়ো গীত নাদং প্রচক্রিরে ॥ ৪৭ ॥

ঐ বাদিত্র গিরিবরে গন্ধর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মোহন, সুনীথ, শৈলূজ, মোহনোত্তম, পর্ব্বত, নারদধ্যানী, সংগীতি, পুষ্পদন্ত, এবং হাহা হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণেরা গীতধ্বনি করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

তথা চিত্ররথো নাম সর্ব্ব গন্ধর্ব্ব সংবৃতঃ।
গায়ন্তি মধুরাণ্যেব গীতান্যদ্রৌ মহোৎসবং॥ ৪৮॥

এবং সর্ব্ব গন্ধর্ব্ব শ্রেষ্ঠ চিত্ররথ সর্ব্ব গন্ধর্ব্বগণ বেষ্টিত হইয়া ঐ পর্ব্বতবরে মহা মহোৎসবযুক্ত সুমধুর স্বরে মনোহর গীত গাইয়া থাকেন॥ ৪৮ ॥

অতঃসঃ পর্ব্বতোদেবৈঃ সেব্যতেহদ্যাপি নিত্যশঃ। ৪৯।

এই গীতবাদিত্র সংযুক্ত হেতুক অদ্যাপিও ঐ পর্ব্বত দেবগণ কর্ত্তৃক নিত্য পরিসেবিত হইয়াছেন॥ ৪৯॥

ধর্ম্মজায়াস্তনৌ দেবো হরো ভস্মাঙ্গরাগবান্।
পার্ব্বত্যা সহিতো রুদ্রঃ পর্ব্বতে গীতনাদিতে।
মোদিতে পূজিতোধ্যেয়ঃ পিতৃণাং পরমাংগতিং॥ ৫০।

ধর্ম্মকন্যা ধর্ম্মব্রতা, তাহার অঙ্গভূতা ধর্ম্মশিলার উপরে ভস্ম প্রলেপিত গাত্র মহাদেব শিব পার্ব্বতীর সহিত নিত্য অবস্থান করেন। ঐ গীত নাদিতপর্ব্বতে পার্ব্বতীর সহিত শঙ্কর যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক মোদিত, ও পরিপূজিত হন, এবং তাঁহাকে যাঁহারা ধ্যান করেন, তাঁহাদিগের পিতৃগণের পরমাগতি লাভ হয়॥ ৫০ ॥

গয়ায়াং পরমাত্মাহি গোপতির্ব্বা গদাধরঃ।
হীয়তে বৈষ্ণবীমায়া তথা রুদ্রার্চ্চয়া মুনে॥ ৫১॥

হে মুনে! গয়াধামে বিশ্বপতি পরমাত্মা গদাধর নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে যেমন বৈষ্ণবী মায়ার নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ তত্রস্থিত রুদ্র মূর্ত্তি শিবের দর্শন পূজনেও মায়া নিরস্ত হইয়া থাকে॥ ৫১॥

শিলায়া দক্ষিণে হস্তে ভস্মকূটো গিরির্ধৃতঃ।
ধর্ম্মরাজেন তত্রাস্তে অগস্ত্যঃ সহ ভার্য্যয়া॥ ৫২॥

ধর্ম্মশিলার দক্ষিণ হস্তে ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক ভস্মকূট নামে এক পর্ব্বত সংধৃত হইয়াছে। সেই পর্ব্বতোপরি লোপামুদ্রার সহিত অগস্ত্য ঋষি নিত্য অধিবাস করেন॥ ৫২॥

অগস্ত্যস্য পদে স্নাতঃ পিণ্ডদো ব্রহ্মলোকদঃ।
ব্রহ্মণস্তু বরংলেভে মাহাত্ম্যং ভুবিদুর্ল্লভং॥ ৫৩॥

তথায় সুস্নাত হইয়া অগস্ত্যপদে পিণ্ডদান করিলে পিণ্ডদাতার পিতৃলোকেরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ঐ ভস্মকূট পর্ব্বতে মহর্ষি অগস্ত্য ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা হইতে পরম মাহাত্ম্য লাভ করেন, এবং পৃথিবীতলে যে বর দুর্ল্লভ, সেই সুদুর্ল্লভ বর প্রাপ্তও হইয়াছিলেন॥ ৫৩॥

লোপামুদ্রাং ততোভার্য্যাং পিতৃণাং পরমাগতিং।
তত্রাগস্ত্যেশ্বরং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া॥ ৫৪॥

মহামুনি অগস্ত্য ঐ স্থানে পতিব্রত পরায়ণা বিদর্ভরাজ দুহিতা লোপামুদ্রাকে পত্নীলাভ করিয়াছিলেন, ভস্মকূট গিরি অতি পবিত্র, অতিপুণ্যক্ষেত্র, একারণ তথায় পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোকের পরমাগতি হয়, এবং ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত অগস্ত্যেশ্বর শিবকে দর্শন করিলে মনুষ্য সকল ব্রহ্মহত্যা পাপে পরিমুক্ত হয়॥ ৫৪॥

অগস্ত্যঞ্চ সভার্য্যঞ্চ পিতৄন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ।
দণ্ডিনাথ স্তপস্তেপে সীতাদ্রে দক্ষিণে গিরৌ॥ ৫৫॥

লোপামুদ্রার সহিত অগস্ত্যকে তথায় দর্শন করিলে, পিতৃগণ ব্রহ্মপুরাখ্য ভগবানের পরমপদ প্রাপ্ত হন। এবং ঐ স্থলে সীতাচল

নামে আরো এক পর্ব্বত আছে, তাহার দক্ষিণ শৃঙ্গে দণ্ডিনাথ নামক উগ্রতপা ঋষি সুদারুণ তপস্যা করেন ॥ ৫৫ ॥

বটৌ বটেশ্বর স্তত্র স্থিতশ্চ প্রপিতামহঃ ।
তদগ্রে রুক্মিণীকুণ্ডঃ পশ্চিমে কপিলানদী ॥ ৫৬ ॥

এবং ঐ স্থানে অক্ষয়বট, ও বটেশ্বর নামে জগৎপিতা ব্রহ্মা অবস্থিতি করেন, তাঁহার সম্মুখে রুক্মিণী কুণ্ড ও তাহার পশ্চিমে কপিলা নাম্নী নদী আছে ॥ ৫৬ ॥

কপিলেশো নদীতীরে অমাসোম সমাগমে ।
কপিলায়াং নরঃস্নাত্বা কপিলেশং সমর্চ্চ্যচ ।
কৃতেশ্রাদ্ধে পিণ্ডদানে পিতরোমোক্ষমাপ্নুয়াৎ । ৫৭।

কপিলা নদীতীরে কপিলেশ্বর নামে শিব আছেন। সোমবারে অমাবস্যা যোগ হইলে যে ব্যক্তি কপিলাতে স্নান করতঃ কপিলেশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করেন, তাঁহার পিতৃলোকেরা মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন্ ॥ ৫৭ ॥

অগ্নিধারা গিরিবরা দাগতোদ্যন্তকাদনু ।
তত্র সারস্বতং কুণ্ডং সরস্বত্যা প্রকল্পিতং ॥ ৫৮ ॥

ঐ স্থলে উদ্যন্তক নামে গিরীবর হইতে অগ্নিধারা নাম্নী নদী নির্গতা হইয়াছেন। তৎ স্থানে সরস্বতী কর্ত্তৃক সারস্বত নামে এক কুণ্ডও প্রকল্পিত হয় ॥ ৫৮ ॥

শুক্রস্তত্র সুতৈঃসার্দ্ধং মণ্ডামর্কাদিভিঃ প্রভুঃ ।
তত্র তত্র মুনীন্দ্রাণাং পদেষু মুনি সত্তম ।
শ্রাদ্ধং পিণ্ডাদি কৃৎস্নাতঃ পিতৄং স্তারয়েত্তে নরঃ । ৫৯

হে মুনি সত্তম নারদ! ঐ সারস্বত কুণ্ড সন্নিধানে মণ্ডামর্কাদি

পুত্রগণের সহিত শুক্রাচার্য্য নিত্য অধিষ্ঠান করেন। সেই স্থানে শুক্রাদি মুনিগণের পদ চিহ্নও আছে। স্বরস্বতী কুণ্ডে স্নান করতঃ মানব সেই সকল মুনিদিগের পদাঙ্কে শ্রাদ্ধ এবং পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক সকলকে সংসার যন্ত্রণা হইতে নিস্তার করেন॥ ৫৯॥

শিলায়া বামহস্তেপি গৃধ্রকুটো গিরির্ধৃতঃ।
গৃধ্ররূপেণ সংসিদ্ধা স্তপস্তপ্ত্বা মহর্ষয়ঃ॥ ৬০॥

ধর্ম্মশিলার বামহস্তে গৃধ্রকূট নামে এক পর্ব্বত সন্ধারিত হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতবরে মহর্ষিগণেরা গৃধ্ররূপ ধারণ করতঃ তপস্যা দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিয়া পরম সিদ্ধ হইয়াছিলেন॥ ৬০॥

যতোগিরি গৃধ্রকূট স্তত্র গৃধ্রেশ্বরঃ স্থিতঃ।
দৃষ্ট্বা গৃধ্রেশ্বরং নত্বা যাতিঃশম্ভোঃ পদংনরঃ॥ ৬১॥

গৃধ্ররূপে মহর্ষিগণেরা তথায় তপস্যা করিয়াছিলেন, একারণ সেই পর্ব্বতের নাম গৃধ্রকূট হয়, ঐ পর্ব্বতে গৃধ্রেশ্বর নামে শিব অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে দর্শন ও নমস্কার করতঃ নর পিণ্ডাদি প্রদান করিলে শিবলোক প্রাপ্ত হয়॥ ৬১॥

তত্রগৃধ্রে গুহায়াঞ্চ পিণ্ডদঃ শিবলোকভাক্।
তত্র গৃধ্রেবটং নত্বা প্রাপ্তকামো দিবং ব্রজেৎ॥ ৬২॥

ঐ গৃধ্র পর্ব্বত গুহাতে পিণ্ডদান করিলে পিণ্ডদব্যক্তি শিবলোক প্রাপ্ত হয়। এবং গৃধ্র পর্ব্বতোপরি যে বটবৃক্ষ আছে, তাহাকে দর্শন ও নমস্কার করিলে মনোভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গ-লোকে গমন করে॥ ৬২॥

ঋণং মোক্ষং পাপমোক্ষং শিবং দৃষ্ট্বাশিবং ব্রজেৎ।
শূলক্ষেত্রঞ্চ তত্রাস্তে পিণ্ডদঃ স্বর্ণয়েৎ পিতৃন্॥ ৬৩॥

এবং ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হয় ও সর্ব্বপাপে পরিত্রাণ পায়, আর তত্রস্থ শিব দর্শনে শিব সন্নিধানে গমন করে। সেই স্থানে শূলক্ষেত্র নামে আরো এক তীর্থ আছে, ঐ ক্ষেত্রে পিণ্ডদান করিলে, পিণ্ডদ ব্যক্তির পিতৃলোকের স্বর্গধাম প্রাপ্তি হয়॥ ৬৩ ॥

এই সকল শিলাতীর্থ ধর্ম্মশিলার হস্তপাদাদির উপরে বিনাস্ত হইয়াছে, কিন্তু এক এক অঙ্গে বহু সংখ্যক পর্ব্বত স্থাপনানুসারে পর্ব্বতোপরি পর্ব্বতস্থাপন বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে। এতদ্বর্ণনার তাৎপর্য্য এই যে হস্তাদির অগ্রমূল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে গঠন বিভাগক্রমে গিরিস্থাপন হয়, অর্থাৎ কোন পর্ব্বত পাদমূলে, কোন পর্ব্বত জংঘোপরি, কোন পর্ব্বত না পদাগ্রে ইত্যাদি ক্রমে সংস্থাপিত হইয়াছে॥ ০ ॥

আদিপালেন গিরিণা সমাক্রান্তং শিলোদরং।
তত্রাস্তে গজরূপেণ বিঘ্নেশো বিঘ্ননাসনঃ।
তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে বিঘ্নৈঃ পিতৃন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ। ৬৪।

আদিপাল নামক যে পর্ব্বত, তৎকর্ত্তৃক ধর্ম্মশিলার উদর দেশ সমাক্রান্ত হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতোপরি সর্ব্ব বিঘ্ননাশন বিঘ্নেশ্বর গণপতি হস্তীরূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই বিঘ্নরাজ গণেশকে দর্শন করিলে মনুষ্যগণেরা সম্যক্ বিঘ্ন হইতে পরিমুক্ত হয়। এবং তৎ সন্নিধানে শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানে পিতৃগণকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায়॥ ৬৩ ॥

নিতম্বে মুণ্ডপৃষ্ঠস্য দেবদারু বনং শুভং।
মুণ্ড পৃষ্ঠারবিন্দাদ্রী দৃষ্ট্বা পাপং বিনাশয়েৎ। ৬৫।

মুণ্ড পৃষ্ঠের নিতম্বদেশে দেবদারু বন আছে, অর্থাৎ গয়ামণ্ডকোপরি ধর্ম্মশিলার নিতম্ব স্থলে দেবদারু বন কল্পিত হইয়াছে, এবং তথায়

অরবিন্দ নামে এক পর্ব্বত আছে, সেই মুণ্ডপৃষ্ঠও অরবিন্দ পর্ব্বত আর দেবদারু বন সন্দর্শন করিলে লোকের সমস্ত প্রকার পাতক প্রণাশন হয়॥ ৬৫॥

গয়ানাভৌ সুষুম্নায়াং পিণ্ডদঃ স্বর্ণয়েৎ পিতৃন্। ৬৬।

গয়াসুরের নাভিমণ্ডলে নিবদ্ধ যে সুষুম্না নাড়ী, তৎপ্রদেশে পিণ্ড দান করিলে পিণ্ডদ পুরুষ, স্বীয় পিতৃগণকে স্বর্গস্থানে নীত হন, অর্থাৎ তৎপিতৃলোকেরা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন্॥ ৬৬॥

শিলায়া বামপাদেতু স্থাপিতঃ প্রেতপর্ব্বতঃ।
ধর্ম্মরাজেন পাপেভ্যো গিরিঃ প্রেতশিলাহ্বয়ঃ। ৬৭।

ধর্ম্মশিলার বামপাদে পুনর্ব্বার ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক সমস্ত পাপের সহিত প্রেতনামক পর্ব্বত সংস্থাপিত হয়। একারণ ঐ পর্ব্বতের নাম প্রেতশিলা॥ ৬৭॥

পাদেন দূরেনিঃক্ষিপ্তঃ শিলায়াঃ পাপভারতঃ।
গতঃ শিলায়াঃ সংসর্গাৎ প্রেতকূটঃ পবিত্রতাং। ৬৮।

ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক ধর্ম্মশিলার পাদপ্রদেশে পাপাত্মক যে প্রেতপর্ব্বত পাপের সহিত সংস্থাপিত, সেই প্রেতগিরি পাপভার জন্য শিলা পাদ দ্বারা দূরে নিঃক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু পরমপবিত্রা ধর্ম্মশিলার এমনি মাহাত্ম্য যে তৎ সংসর্গ হেতু পাপময় অপবিত্র হইয়াও প্রেতকূট পরম পবিত্রতাকে লাভ করিয়াছেন॥ ৬৮॥

প্রেতকুণ্ডশ্চ তত্রাস্তে দেবাস্তত্র পদেস্থিতাঃ।
তত্র পিণ্ডাদিকং দত্ত্বা প্রেতত্বা মোচয়েৎ পিতৃন্। ৬৯।

এই প্রেতশিলাতে প্রেতকুণ্ড আছে, সমস্ত দেবগণেরা সেইকুণ্ড সমীপে পদচিহ্ন রূপে অবস্থিতি করিয়াছেন। সেই সকল পদচিহ্নে যে

ব্যক্তি পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করণ পূর্ব্বক পিণ্ডদান করেন, তাঁহাদিগের পিতৃলোকেরা প্রেতত্ব হইতে পরিমুক্তি পান ॥ ৬৯ ॥

পৃথক্ স্থিতাশ্চ বহবো বিঘ্নকারিণ এবতে।
শ্রাদ্ধাদিকারিণাং নৃণাং তীর্থেপিতৃ বিমুক্তয়ে ॥
প্রেতাধানুষ্ক রূপেণ কর গ্রহণ কারকাঃ ॥ ৭০ ॥

গয়াতীর্থে পিতৃ বিমুক্তির নিমিত্ত শ্রাদ্ধাদিকারি মনুষ্যদিগের বিঘ্নকর প্রেতরূপ অনেক জন পৃথক্ পৃথক্ রূপে পৃথক্ পৃথক্ তীর্থে অবস্থিত আছেন; সেই সকল প্রেতগণেরা মহা ধনুর্দ্ধর রূপ ও তর্জ্জন গর্জ্জন করণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষদিগের নিকট কর গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব শ্রাদ্ধ বিঘ্ন বিনাশন জন্য কর স্বরূপ কিঞ্চিৎ দ্রবিণদানে তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতে হয় ॥ ৭০ ॥

শিলা সমীপে যে বিপ্রাঃ প্রেতরূপা ভয়ানকাঃ।
সর্ব্বেতে যমলোকাত্তু পৃথিব্যাং পর্য্যটন্তিবৈ ॥ ৭১ ॥

প্রেতশিলা সমীপে যে সকল ব্রাহ্মণেরা ভয়ঙ্কর প্রেতরূপ ধারণ করতঃ ভ্রমণ করেন। তাঁহারা সকলে যথার্থই প্রেত যমলোক হইতে সমাগত হইয়া পৃথিবীতে মনুষ্যরূপে পর্য্যটন করিতেছেন এইমাত্র।৭১।

পাদাঙ্কিতাং মুণ্ডপৃষ্ঠাং মহাদেবনিবাসিনীং।
তাংদৃষ্ট্বা সর্ব্বলোকাশ্চ মুক্তাঃ পাপোপপাতকৈঃ।৭২।

সর্ব্বদেব পদাঙ্কিতা এবং মহত্তম দেবতাদিগের নিবাসস্থানভূতা মুণ্ডপৃষ্ঠাখ্যা প্রেতশিলা, তাঁহাকে দর্শন করিলে লোক সকল পাতক ও উপপাতকাদি হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৭২ ॥

গয়াশিরসি পুণ্যেচ সর্ব্বপাপে বিবর্জ্জিতে।
প্রেতাদি বর্জ্জিতং যস্মাত্ততোতিপাবনং বরং।

গয়াসুরের মস্তক প্রদেশ অতি পুণ্যক্ষেত্র, সেইস্থান সকল পাপ ও প্রেতাদি বর্জ্জিত হয়; সুতরাং প্রেত ও পাপাদি অপবিত্র পদার্থ বর্জ্জিত হেতুক, সকলস্থান হইতে গয়াশির পরম পবিত্রতমস্থান হয়॥ ৭৩॥

কীকটেষু গয়াপুণ্যা পুণ্যরাজগৃহং বনং।
চ্যবনস্যাশ্রমং পুণ্যং নদীপুণ্যা পুনঃপুনা॥ ৪৭॥

অপবিত্র কীকটদেশে সকলি অপবিত্র স্থান; তন্মধ্যে কেবল গয়াধাম পুণ্যতম, আর রাজগৃহ অর্থাৎ জরাসন্ধালয় ও তত্রস্থবনও পুণ্যস্থান, যাহাতে চ্যবন মুনির আশ্রম এবং পুনঃপুনানাম্নী নদীও পুণ্যতমা হয়েন। এই পুনঃপুনানদীকে এক্ষণে পুনপুনা বলিয়া সকলে খ্যাত করেন॥ ৭৪॥

বৈকুণ্ঠো লোহদণ্ডাচ গৃধ্রকূটশ্চ শোণকঃ।
অত্র শ্রাদ্ধাদিনা সর্ব্বান্ পিতৄন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ। ৭৫।

এবং তত্রস্থিত বৈকুণ্ঠাখ্য একস্থান ও লোহদণ্ডানাম্নী নদী আর গৃধ্রকূট নামক গিরি, অপর শোণনামা নদ, কীকটের মধ্যে এই কয়েক স্থানও পুণ্যতম হয়। ইহাতে শ্রাদ্ধাদি করিলে তৎফল দ্বারা পিতৃলোকদিগের ব্রহ্মলোকতা প্রাপ্তি হয়॥ ৭৫॥

ক্রৌঞ্চরূপেণ হি মুনি মুণ্ডপৃষ্ঠে তপোকরোৎ।
তস্য পাদাঙ্কিতো যস্মাৎ ক্রৌঞ্চপাদস্ততঃ স্মৃতঃ। ৭৬।

ক্রৌঞ্চনাম ঋষি বকরূপ ধারণ করিয়া মুণ্ডপৃষ্ঠস্থ যে জলাশয়ে পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তৎপাদাঙ্কিত হেতু সেই স্থানকে সকলে ক্রৌঞ্চপাদ তীর্থ বলিয়া খ্যাত করেন॥ ৭৬॥

স্নাতো জলাশয়ে তত্র নয়েৎ স্বর্গং স্বকং কুলং।
বলিঃ কাক শিলায়াঞ্চ কাক মোক্ষণ মোক্ষদঃ। ৭৭।

ক্রৌঞ্চপাদ তীর্থস্থিত জলাশয়ে স্নাত হইয়া পিতৃতর্পণ করিলে, তাহার স্বীয়কুল অর্থাৎ তৎ পূর্ব্ব পুরুষগণের স্বর্গ লাভ হয়। আর কাক শিলাতে কাকসকলকে বলি প্রদান পূর্ব্বক কাক মোক্ষণে সকলের মোক্ষ পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

মুণ্ডপৃষ্ঠস্য সাণৌহি লোমশো লোমহস্থনা।
দ্বাবেতৌ পরমং তপ্ত্বা তপঃসিদ্ধিপরঙ্গতৌ ॥ ৭৮ ॥

মুণ্ড পৃষ্ঠস্থ পর্ব্বতের শৃঙ্গে লোমশ ও লোমহর্ষণ নামে দুই মহা মুনি ঘোরতর তপস্যা করিয়া পূর্ব্বে পরমা সিদ্ধিকে লাভ করিয়া ছিলেন। ৭৮ ॥

আহৃতাস্তু সরিচ্ছ্রেষ্ঠা লোমশেন মহানদীঃ।
সরাবতী বেত্রবতী চন্দ্রভাগা সরস্বতী ॥
কাবেরী সিন্ধুরাবাচ চন্দনাচ সরিদ্বরা।
বাশিষ্ঠী সরযূর্গঙ্গা যমুনা গণ্ডকীন্দিরা ॥
মহাবৈতরণী নাম্নী নিক্ষরাচ দিবৌকসঃ ॥ ৭৯ ॥

মহামুনি লোমশ, স্বীয় তপঃ প্রভাবে অতিশ্রেষ্ঠা মহা মহা নদী সকলকে আপন আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন। যথা, সরাবতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, কাবেরী, সিন্ধুরারা, চন্দনা, বাশিষ্ঠী, সরযূ, গঙ্গা, যমুনা, গণ্ডকী, ইন্দিরা, মহানদীবৈতরণী, নিক্ষরা পুষ্করিণী, অপর স্বর্গস্থিতা আকাশ নিঃসৃতা যে সকল শ্রেষ্ঠানদী তাহাদিগেকেও আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৭৯ ॥

সারস্বালকনন্দাচ উদীচী কনকাহ্বয়া।
কৌশিকী ব্রহ্মদা জ্যেষ্ঠা সর্ব্বাঘৌঘ বিমোচিনী।৮০।

আর সারবী, অলকনন্দা, উদীচী, কনকা, কৌশিকী, ব্রহ্মদা, জ্যেষ্ঠা এই শ্রেষ্ঠা সরিৎগণ সমস্ত প্রকার সমূহ অঘনাশিনী হয়েন, লোমশ কর্ত্তৃক ইহাঁরাও সকলে আহুতা হন্॥ ৮০॥

কৃষ্ণবেণ্বা চর্ম্মণ্বতী দ্বেনদ্যৌ মুক্তিদায়িকে।
আহৃতে সরিতাং শ্রেষ্ঠে লোমহর্ষণ সাহসাৎ॥
তপসস্তু প্রভাবেন নর্ম্মদা মুনিপুঙ্গবঃ॥ ৮১॥

কৃষ্ণবেণ্বা আর চর্ম্মণ্বতী এই দুই নদী মুক্তি দায়িকা সকল নদীর শ্রেষ্ঠা; মুনিশ্রেষ্ঠ লোমহর্ষণ স্বীয়তপঃ প্রভাব দ্বারা আপন আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন। এবং মহামানা নর্ম্মদাকেও আহ্বান করিয়াছিলেন॥ ৮১॥

তাসু সর্ব্বাসু যঃ স্নাত্বাপিণ্ডদঃ স্বর্ণয়েৎ পিতৃন্॥ ৮২॥

লোমস ও লোমহর্ষণ এই উভয় মুনি কর্ত্তৃক আনীতা তীর্থময়ী নদী সকলে স্নান করতঃ যে ব্যক্তি তথায় পিণ্ডদান করেন, তৎকর্ত্তৃক তাঁহার পিতৃলোকেরা স্বর্গস্থানে নীত হন॥ ৮২॥

ব্রহ্মযোনিং প্রবিশ্যাথ নির্গচ্ছেদ্যস্তু মানবঃ।
পরংব্রহ্ম সযাতীহ বিমুক্তো যোনি সঙ্কটাৎ॥ ৮৩॥

যে ব্যক্তি ঐ গয়াধামে পর্ব্বতোপরি ব্রহ্ম যোনিতে প্রবেশ করতঃ অনায়াসে বহির্নির্গমন করিতে পারেন, সে ব্যক্তি ইহ সংসারে জন্ম সঙ্কট হইতে পরিমুক্ত হইয়া পরংব্রহ্মে অধিগমন করেন॥ ৮৩॥

নিষ্করায়াং পুষ্করিণ্যাং স্নাতঃ শ্রাদ্ধাদিকং নরঃ।
কুর্য্যাৎ ক্রৌঞ্চপদে দিব্যে নিয়মা দ্বাসর ত্রয়ং॥
সর্ব্বান্ পিতৃন্ নয়েৎস্বর্গং পঞ্চপাপিন এবচ॥ ৮৪॥

নিষ্কৃয়া নাম্নী পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া যে লোক পিতৃ উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করে, এবং দিব্য ক্রৌঞ্চপদে নিয়ম দ্বারা ত্রিবসত্রয় পিণ্ডদান পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি করে। সে ব্যক্তি পঞ্চম পাতকের পাতকী হইলেও তাহার পিতৃলোকেরা স্বর্গস্থান প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮৪ ॥

জনার্দ্দনো ভস্মকূটে তস্য হস্তে তু পিণ্ডদঃ।
আত্মনো হপ্যথবান্যেষাং সব্যেনাপি তিলৈর্ব্বিনা।
জীবতা দধিসংমিশ্রং সর্ব্বেতে বিষ্ণুলোকগাঃ ॥ ৮৫ ॥

তিল ব্যতিরিক্ত শুদ্ধ দধিতে মিশ্রিত করিয়া আপনার বা জীবিত অন্য লোকের উদ্দেশে ভস্মকূটস্থিত ভগবান জনার্দ্দনের দক্ষিণ হস্তে মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পিণ্ডদান করিলে তৎকালে মরণানন্তর তাঁহারা সেই পিণ্ড প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোক গমন করেন ॥ ৮৫ ॥

অস্যমন্ত্র।

যস্তু পিণ্ডোময়াদত্ত স্তবহস্তে জনার্দ্দন।
যদুদ্দিশ্য ভুয়াদেব তস্মিন পিণ্ড মৃতে প্রভো ॥ ৮৬ ।

হে প্রভো! হে দেব জনার্দ্দন! আমি যদুদ্দেশে তব হস্তে যে পিণ্ডদান করিলাম, সেই সকল ব্যক্তি মরণানন্তর যেন তোমার হস্ত হইতে ঐ পিণ্ড প্রাপ্ত হন ॥ ৮৬ ॥

অন্যচ্চ।

এষপিণ্ডোময়াদত্ত স্তবহস্তে জনার্দ্দন।
অন্তকালে গতে মহ্যং ত্বয়াদেয়ো গয়াশিরে ॥ ৮৭ ॥

হে জনার্দ্দন! আমি যে আপন পিণ্ড তব হস্তে প্রদান করিলাম, আমার অন্তকাল সম্পন্ন হইলে পর আপনি মমোদ্দেশে গয়াশিরে এই পিণ্ড সমর্পণ করিবেন ॥ ৮৭ ॥

অথ নমস্কার।

জনার্দ্দন নমস্তুভ্যং নমস্তে পিতৃ মোক্ষদ।
পিতৃমাতৃ নমস্তুভ্যং নমস্তেপিতৃরূপিণে ॥ ৮৮ ॥

পিণ্ডদানানন্তর এই মন্ত্রে জনার্দ্দনকে নমস্কার করিবেন। হে জনার্দ্দন! আপনি পিতৃলোকের মোক্ষ প্রদান কর্ত্তা, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি জগৎপিতা, জগন্মাতা স্বরূপ হও, অতএব তোমাকে ভুয়ো নমস্কার করি, তুমি পিতৃ দেবস্বরূপ, এ হেতু তোমাকে ভূয়ো ভুয়ো নমস্কার করি ॥ ৮৮ ॥

স্তুতি বাক্য।

গয়ায়াং পিতৃরূপেণ স্বয় মেব জনার্দ্দন।
ত্বাংদৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষ মুচ্যতে চ ঋণত্রয়াৎ ॥ ৮৯ ॥

হে জনার্দ্দন! তুমি স্বয়ং পিতৃরূপে গয়াতে অবস্থান করিতেছ, হে পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ; তোমাকে দর্শন করিয়া সকল লোক দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ, হইতে পরিমুক্ত হয় ॥ ৮৯ ॥

পুনর্নমস্কার।

নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ ঋণত্রয় বিমোচক।
লক্ষ্মীকান্ত নমস্তেস্তু পিতৃণাং মোক্ষদোভব ॥ ৯০ ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে ঋণত্রয় পরিমোচক জনার্দ্দন! হে লক্ষ্মীকান্ত! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার পিতৃ পুরুষদিগের মোক্ষ প্রদ হও ॥ ৯০ ॥

এই সকল মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ভগবান্ জনার্দ্দনকে স্তুতি বন্দনাদি

দ্বারা সন্তুষ্ট করতঃ পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন গয়াতে পিণ্ডদান পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন ॥

বামজানুর্দ্ধ সংপাত্য নত্বাভীমো জনার্দ্দনং।
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা ভ্রাতৃভি ব্র্হ্মলোক ভাক্। ৯১।

বামজানুর ঊর্দ্ধভাগ সংপাতন পূর্ব্বক অর্থাৎ বামজানু ভূমিসংলগ্ন করিয়া কুন্তীপুত্র ভীমসেন, ঐ জনার্দ্দনকে এইরূপ স্তুতি বন্দনাদি করিয়া ঐ স্থানে পিতৃলোকোদ্দেশে পিণ্ডদান পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণের সহিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্তোপযোগ্য হইয়াছিলেন ॥ ৯১ ॥

পিতৃভিঃ সহধর্ম্মাত্মা কুলানাঞ্চ শতেনচ ॥ ৯২ ॥

এবং ধর্ম্মাত্মা ভীমসেন ঐ পিণ্ডদান ফলে অসংখ্যেয় পিতৃগণেরসহিত পরমা শান্তিলাভ করিয়াছেন, অতএব সকলেরই ভীমগয়ায় শ্রাদ্ধ করা বিধেয় হয় ॥ ৯২ ॥

শিলায়াং ব্যক্তরূপেণ ব্যক্তাব্যক্তাত্মনাস্থিতঃ।
লক্ষ্মীশো বিবুধৈঃ সার্দ্ধং তস্মাদ্দেবময়ী শিলা ॥ ৯৩।

এই ধর্ম্মশিলাতে ব্যক্তাব্যক্তরূপী লক্ষ্মীপতি নারায়ণ সমস্ত দেবগণের সহিত আদি গদাধররূপে সংস্থিত আছেন; এ নিমিত্ত ঐ শিলাকে সর্ব্বদেবময়ী শিলা বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছেন ॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে গয়ামাহাত্ম্যে ধর্ম্মশিলোপাখ্যানে
চতুর্থোধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ।

নারদ উবাচ।

মহাযোগী নারদঋষি ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকে বিশেষ বিনয় সহকারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

কথমব্যক্ত রূপেণ স্থিতশ্চাদি গদাধরঃ।

কথং ব্যক্ত স্বরূপেণ ব্যক্তাব্যক্তাত্মনাস্থিতঃ॥ ১॥

হে সনৎকুমার! ব্যক্ত স্বরূপ ভগবান আদিদেবগদাধর কি প্রকারে এই গয়াক্ষেত্রে অব্যক্তরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এবং তাঁহার ব্যক্তাব্যক্তরূপই কি প্রকার হয় অর্থাৎ প্রকাশাপ্রকাশ রূপই বা কি? এতৎরূপত্রয়বিশিষ্ট ভগবানের স্বরূপ রূপে আবির্ভাব কহিতে আজ্ঞা হয়?।

কথং গদা সমুৎপন্না যথাহ্যাদি গদাধরঃ।

গদালোল কথঞ্চাসীৎ সর্ব্বপাপ ক্ষয়ঙ্করঃ॥ ২।

ভগবান প্রথমতঃ যে গদা ধারণে আদি গদাধর নামে বিখ্যাত হন, সেই গদা কোথা হইতে কি প্রকারে উৎপন্না হয়। এবং গদা লোল তীর্থ সমুৎপত্তির প্রকারই বা কি? যে তীর্থ সর্ব্বলোকের সর্ব্বপাপ ক্ষয়কারী হয়॥ ২॥

সনৎকুমার উবাচ।

নারদ প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া মহাযোগী সনৎকুমার প্রশ্নানুযায়ী সমুদয় বাক্যের উত্তর করিতেছেন।

গদোনামা সুরোহ্যাসী বজ্রাদ্বজ্রতরো দৃঢ়ঃ।
প্রার্থিতো ব্রহ্মণে প্রাদাৎ স্বশরীরোস্থি দুস্ত্যজং। ৩।

হে দেবর্ষে! পূর্ব্বে গদ নামে মহাবলবান্ এক অসুর ছিল, তাহার শরীর এমন কঠিন, যে ইন্দ্রের বজ্রাপেক্ষাও দৃঢ়তর। জগজ্জাতা ব্রহ্মা গদাসুরকে দৃঢ়তর জানিয়া দেবতাদিগের ভাবি বিপদাশঙ্কা নিবারণার্থে দানশীল পরোপকারী সেই গদাসুর স্থানে গিয়া তদস্থি প্রার্থনা করেন গদাসুর সর্ব্ব-লোকোপকারার্থে দুস্ত্যজআত্ম দেহকে পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় অস্থি ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়াছিল॥ ৩।

ব্রহ্মোক্ত বিশ্বকর্ম্মাপি গদাঞ্চক্রেঽদ্ভুতাং তদা।
তদস্থো বজ্রনিষ্পেশৈঃ কুন্দৈঃ স্বর্গেঽধরায়ৎ॥ ৪॥

ব্রহ্মা বজ্রকল্প তদস্থি প্রাপ্ত হইয়া গদাস্ত্র নির্ম্মাণার্থে বিশ্বকর্ম্মাকে আদেশ করেন, বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মোক্তিমতে বজ্র নিষ্পেশ কুন্দ দ্বার ছেদ ভেদ করতঃ সেই অস্থিতে অদ্ভুতাকার গদাস্ত্র নির্ম্মাণ করেন, ব্রহ্মাও সেই বজ্রকল্প গদাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে রক্ষা করিয়াছিলেন॥ ৪॥

অথকালেন মহতা মনৌ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
হেতিরক্ষো ব্রহ্মপুত্র তপস্তেপে সুদারুণং॥
দিব্যবর্ষ সহস্রাণাং শতং বায়ুমভক্ষয়ৎ॥ ৫॥

হে ব্রহ্মপুত্র নারদ! বহু কাল অতীত হইলে পর স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হেতি নামক কোন এক রাক্ষস, দেবমানে শত সহস্র বৎবসর ঘোরতর রূপেসুদারুণ তপস্যা করে। প্রথমে অনেকানেক কঠিন ব্রতধারণ করিয়া পরিশেষে দিব্যমানে একশত বৎসর কেবল বায়ু ভক্ষণ মাত্র করিয়া ছিল॥ ৫॥

ঊর্দ্ধমুখশ্চোর্দ্ধবাহুশ্চ পাদাঙ্গুষ্ঠ ভরেণ হি।
একেনাতিষ্ঠদব্যগ্র শীর্ণ পর্ণানিলাশনঃ ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মাদীং স্তপসাতুষ্টান্ বরং বব্রে বরপ্রদান্ ! ৭।

ঊর্দ্ধমুখে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া একপদে বৃদ্ধাঙ্গুলিরঅগ্রভাগে ধরা স্পর্শমাত্র করতঃ দণ্ডায়মান থাকিয়া গলিতপত্র ভোজন ও অবশেষে বায়ুভোজনে জীবন ধারণ পূর্ব্বক সুদৃঢ় নিয়মে হেতি তপস্যা করে" ৬ ॥ অনন্তর তাহার কঠোর তপস্যাতে পরিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণেরা বর প্রদানার্থে তৎসন্নিধানে সমাগত হন ; তদ্দৃষ্টে হেতি রাক্ষস, বরপ্রদ ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রমুখতঃ এই বর প্রার্থনা করিয়া ছিল ॥ ৭ ॥

দেবৈর্দৈত্যৈশ্চ শস্ত্রাস্ত্রৈ র্বিবিধৈর্মনুজাদিভিঃ।
কৃষ্ণেশানস্য চক্রাদ্যৈরবধ্যঃস্যাং মহাবলাঃ ॥ ৮ ॥

হে মহাবলাঃ! দেবগণ ও দৈত্যগণ ও গন্ধর্ব্বাদি উপদেবগণ, এবং মনুষ্যাদি প্রাণীগণ শস্ত্রাস্ত্রদ্বারা যেন আমাকে বধ করিতে না পারে? আর বিষ্ণুর চক্র ও মহাদেবের ত্রিশূলাস্ত্র প্রভৃতিতেও যেন আমি অবধ্য হই ; অস্মৎপ্রতি অনুগ্রহ করিয়া আপনারা এই বর প্রদান করুন্ ॥ ৮ ॥

তথেত্যুক্ত্বান্তর্হিতাস্তে হেতি র্দেবানথাজয়ৎ।
ইন্দ্রত্ব মকরোদ্ধেতি র্ভীতা ব্রহ্মহরাদয়ঃ ॥ ৯ ॥

এই প্রকার বর প্রার্থনা করিলে পর ব্রহ্মাদি দেবগণেরা হেতির প্রার্থনানুসারে তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। লব্ধবর হইয়া হেতি রাক্ষস কালে যুদ্ধদ্বারা সমস্ত দেবগণকে জয় করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে দুরীকৃত করতঃ স্বর্গে স্বয়ং ইন্দ্রত্ব করিতে লাগিল ; হেতির পরাক্রমে স্বয়ং মহাদেব শঙ্কর ও ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই মহাভীত হইয়াছিলেন ॥ ৯

হরিন্তে শরণং জগ্মু কচুর্হেতিং জহীতিতান্ ॥
উচে হরিরবধ্যোয়ং হেতি র্দেবাসুরৈঃ সুরাঃ ॥ ১০ ॥

হেতির দৌরাত্ম্যে অতিশয় উদ্বিগ্নমনা দেবগণেরা সকলেই নারায়ণের শরণাপন্ন হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করেন; হে প্রভো! এক্ষণে হেতিকে আপনি সংহার করুন, তাহা হইলেই আমাদিগের নিষ্কৃতি হয়। হেতিকর্ত্তৃক তিরস্কৃত দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্ববিপদ্ভঞ্জন নারায়ণ তাঁহাদিগকে কহেন। ভো দেবাঃ! তোমাদিগের অসদৃশ বর প্রদান জন্যই সেই হেতি রাক্ষস সুরাসুর যক্ষ গন্ধর্ব্বাদির অবধ্য হইয়াছে; অতএব এক্ষণে তাহাকে বিনাশ করা অতি কঠিন ॥ ১০ ॥

মহাস্ত্রং মে প্রযচ্ছধ্বং হেতিং হন্মি হি যেন তং ॥ ১১॥

হে দেবগণেরা! হেতি রাক্ষস দেবাদির প্রশস্ত মহাস্ত্র দ্বারা অবধ্য হইয়াছে, এক্ষণে সহজে তাহাকে বধ করিবার সাধ্য কাহারই নাই, তোমরা গুপ্ত খ্যাতি বিশিষ্ট এমন কোন মহাস্ত্র আমাকে প্রদান কর, যে তদ্দ্বারা আমি সেই হেতিকে হত করিতে পারি ॥ ১১ ॥

ইত্যুক্তাস্তে ততোদেবা গদাস্তাং হরয়েদদুঃ ॥ ১২ ॥

নারায়ণের মুখচ্যুত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণেরা গদাস্থি নির্ম্মিতা গদা, যাহা অপ্রকাশিত রূপে স্বর্গে গোপিতা ছিল, সেই মহা গদা আনিয়া সকলে শ্রীহরিকে প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥

দধারতাং গদামাদৌ দৈবৈরুক্তোগদাধরঃ।
গদয়া হেতি মাহত্য দেবেভ্য স্ত্রিদিবং দদৌ ॥ ১৩ ॥

দেব বাক্যানুসারে নারায়ণ প্রথম সেই গদা ধারণ করিলেন, একারণ ব্রহ্মাদি দেবতারা তাঁহাকে আদি গদাধর বলিয়া বিখ্যাত করেন।

সেই গদাঘাতে ভগবান্ হেতিকে বিনাশ করিয়া দেবগণকে স্বর্গ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ১৩॥

গদামাদাববষ্টভ্য গয়াসুর শিরঃশিলাং।
নিশ্চলার্থং স্থিতো যস্মা তস্মাদাদিগদাধরঃ ॥ ১৪ ॥

হেতি বধানন্তর ভগবান ঐ গদা ধারণপূর্ব্বক গয়াসুরকে নিশ্চল করণার্থে তৎশিরঃস্থিত শিলাতে আদৌ অবস্থিতি করেন; একারণ গয়াক্ষেত্রে তাঁহাকে অদ্যাপি সকলে আদি গদাধর বলিয়া খ্যাত করিয়া থাকেন। ১৪।

ক্ষালনার্থং গদা যত্র বিষ্ণুনা লোলিতাঽভবৎ।
বভূব তদ্গদা লোলং তীর্থং পরম পাবনং ॥ ১৫ ॥

হেতি বধনানন্তর রক্তম্রক্ষিত গদা ক্ষালনার্থ যে সরোবর সর্জ্জন করেন, সেই সরোবর পরম পবিত্র গদালোল তীর্থ নামে বিখ্যাত হয় ॥ ১৫ ॥

শিলাসৌ মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রিঃ প্রভাসো নগপর্ব্বতঃ।
উদ্যন্তো গীত নাদশ্চ ভস্মকূটো গিরির্ম্মহান্।
গৃধ্রকূটঃ প্রেতকূট শ্চাদিপালোঽরবিন্দকঃ ॥

গয়াসুর শিরঃস্থিত দেবরূপিণী ধর্ম্মশিলা, আর মুণ্ডপৃষ্ঠ পর্ব্বত, প্রভাস পর্ব্বত, নগপর্ব্বত, উদান্তকপর্ব্বত, গীতনাদ পর্ব্বত, ভস্মকুট পর্ব্বত, গৃধ্রকুট পর্ব্বত, প্রেতকুটপর্ব্বত, আদিপালপর্ব্বত, অরবিন্দ পর্ব্বত, এই একাদশ শিলোচ্চয় হয়।

পঞ্চলোকাঃ সপ্তলোকা বৈকুণ্ঠো লোহদণ্ডকঃ।
ক্রৌঞ্চপাদোঽক্ষয়বটঃ ফল্গুতীর্থং মধুস্রবা।
দধিকুল্যা মধুকুল্যা দেবিকাচ মহানদী।
বৈতরণ্যাদিমা ব্যক্তরূপেণাদি গদাধরঃ ॥

পঞ্চলোক, ও সপ্তলোক, বৈকুণ্ঠ, লৌহদণ্ড, ক্রৌঞ্চপাদ, অক্ষয়-বট, এবং কঙ্কতীর্থ, মধুশ্রবা, দধিকুল্যা, মধুকুল্যা, দেবিকা, মহানদী প্রভৃতি তীর্থরূপে অব্যক্তরূপী ভগবান আদি গদাধর গয়াক্ষেত্রে অবস্থিতি করেন ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য। গয়াধামে উপরিউক্ত যে যে সকল পর্ব্বত ও যে যে সকল নদী, এবং আর আর উল্লিখিত যে যে স্থান সে সমুদায়ই ভগবানের রূপ জানিবেন।

বিষ্ণোঃপদং রুদ্রপদং ব্রহ্মণঃ পদমুত্তমং।
কশ্যপস্য পদং দিব্যং যৌহস্তৌ যত্র নির্গতৌ।
পঞ্চাগ্নীনাং পদান্যত্র ইন্দ্রাগস্ত্যপদে পরে।
রবেশ্চ কার্ত্তিকেয়স্য ক্রৌঞ্চ মাতঙ্গয়োরপি।
মুখ্য লিঙ্গানি সর্ব্বাণি ব্যক্তাব্যক্তাত্মনাস্থিতঃ ॥ ১৬।

ধর্ম্মশিলোপরি বিষ্ণুর পাদপদ্ম চিহ্ন, আর রুদ্রপাদ চিহ্ন, কশ্যপ মুনির পাদ চিহ্ন, যাহাতে পিণ্ডদানকালে পিণ্ড গ্রহণার্থ ঐ চিহ্ন হইতে হস্তদ্বয় বহির্গত হইয়াছিল। তদাখ্যান পশ্চাৎ ব্যাখ্যাত হইবে, এবং পঞ্চাগ্নিদিগের পাদচিহ্ন ও ইন্দ্রপাদ ও অগস্ত্য পাদচিহ্ন সূর্য্য ও কার্ত্তিকেয়ের পাদচিহ্ন, আর২ দেবাদির মুখচিহ্নাদি যে সকল আছে, সে সকল চিহ্ন রূপে ব্যক্তাব্যক্ত রূপী ভগবান গয়াধামে অবস্থান করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

আদ্যো গদাধরশ্চৈব ব্যক্তঃ শ্রীমান্ গদাধরঃ।
গায়ত্রীচৈব সাবিত্রী সন্ধ্যা চৈব সরস্বতী।
গয়াদিত্যশ্চোত্তরার্কো দক্ষিণার্কোপি নৈমিষঃ।
শ্বেতার্কো গণনাথশ্চ বসবোষ্টৌ মুনীশ্বরাঃ ॥ ১৭ ॥

অপর প্রত্যক্ষমূর্ত্তিমান রূপে শ্রীযুক্ত আদিদেবগদাধর গয়াক্ষেত্রে নিত্য অবস্থিত, এবং গায়ত্রী, সাবিত্রী, সন্ধ্যা ও সরস্বতী দেবীও অবস্থিতি করেন, এতদ্ব্যতীত গয়াদিত্য, উত্তরার্ক, দক্ষিণার্ক, এই তিন সূর্য্যমূর্ত্তিরও অবস্থান, অপর নৈমিষারণ্য, শ্বেতার্ক নামে সূর্য্যের অপরামূর্ত্তি, ও গণনাথ নামে গণেশরূপ, আপঃ প্রভৃতি অষ্ট-বসুর মূর্ত্তি, আর মরীচ্যাদি মুনীশ্বর সকলেরই গয়াতে অবস্থিতি আছে। ১৭ ॥

রুদ্রাশ্চৈকাদশোনাম তথা সপ্তর্ষয়োপরে।
সোমনাথশ্চ সিদ্ধেশঃ কপর্দ্দীশো বিনায়কঃ।
নারায়ণো মহালক্ষ্মী ব্রহ্মা শ্রীপুরুষোত্তমঃ।
মার্কণ্ডেয়েশঃ কোটীশো প্যাঙ্গিরেশঃ পিতামহঃ।
জনার্দ্দনো মঙ্গলাচ পুণ্ডরীকাক্ষ উত্তমঃ।
ইত্যাদি ব্যক্তরূপেণ স্থিতশ্চাদি গদাধরঃ ॥ ১৮ ॥

একাদশ রুদ্র, সপ্তঋষি, সোমনাথ, সিদ্ধেশ্বর, কপর্দ্দীশ্বর, বিনায়ক গণেশ, নারায়ণ, মহালক্ষ্মী, ব্রহ্মা, শ্রীপুরুষোত্তম, অর্থাৎ জগন্নাথদেব, মার্কণ্ডেয়, কোটীশ, অঙ্গিরেশ, পিতামহ নামে ব্রহ্মার অপরামূর্ত্তি, জনার্দ্দন নামে নারায়ণ মূর্ত্তি বিশেষ, মঙ্গলাদেবী ও পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু মূর্ত্তি, এই সকল মূর্ত্তি আদি গদাধরের ব্যক্তরূপ হয়, অর্থাৎ ইত্যাদি ব্যক্তরূপে আদি গদাধর গয়ায় অধিষ্ঠান করিয়া রহিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

হেতির্য্যো রাক্ষসস্তত্র হতে বিষ্ণুপুরং গতঃ।
ব্রহ্মণা সহরুদ্রাদ্যৈঃ কারিতে নিশ্চলে সুরে।
তুষ্টাবাদ্য গদাপাণিং বেধা হর্ষেণ নির্বৃতঃ ॥ ১৯ ॥

হেতিনামক যে রাক্ষস গয়াধামে বাস করিত, সে বিষ্ণু কর্ত্তৃক হত

হইয়া বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠে গমন করে। অনন্তর ব্রহ্মারুদ্রাদি সহিত দেবগণেরা গয়াসুরকে নিশ্চল করিলে পর, হর্ষনির্বৃত চিত্তে ব্রহ্মা গয়াধামে আসিয়া আদিদেব গদাধরকে বিবিধ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

গদাধরং ব্যপগতকাল কল্মষং।
গয়াগতং গদিতগুণং গুণাতিগং।
গুহাগতং গিরিবর গেহ গোপিতং।
সুরার্চ্চিতং বরদ মহং নমামি তং ॥ ২০ ॥

কৃতাঞ্জলি বদ্ধপুট হইয়া ব্রহ্মা গদাধর সম্মুখে স্তুতিবাক্য কহিতেছেন। হে বরদ! তুমি আদি গদাধর, কাল এবং সমস্ত কলুষ কলাপ বর্জ্জিত, তুমি নির্গুণ অথচ গয়াগত হইয়া গুণকীর্ত্তনীয় হইয়াছ. তুমি সর্ব্বজীবান্তর্যামী গুহাশয়, তুমি গিরিকন্দর বাসী, ত্রিজগদাশ্রিত অথচ তোমার নির্ণীত বাস কুত্রাপি নাই। তুমি সমস্ত ত্রিদশ গণার্চ্চিত হও, অতএব তোমাকে আমি প্রণাম করি ॥ ২০ ॥

অহঃশ্রিয়ং ত্রিদশগণাদিষু শ্রিয়ং ভবেচ্ছিদ্ধুং
দিতিভব দারুণ শ্রিয়ং। কলিশ্রিয়ং কলিমল-
মর্দ্দন শ্রিয়ং গদাধরং নৌমি তমাশ্রিত শ্রিয়ং ॥ ২১ ।

অনন্তর সনৎকুমার নারদাদি ঋষিবৃন্দকে কহিতেছেন ব্রহ্মা আরো অনেক প্রকারে স্তব করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করহ। হে গদাধর! তুমি এই জগতে শোভন দিবরূপী এবং সমস্ত দেবগণের ঐশ্বর্য্য স্বরূপ হও, সংসারের শোভনীয় সমস্ত শোভার শোভাস্বরূপ, দৈত্যগণের অতয়ানক যে শোভা সে শোভাও তুমি হও, আগত কলিমলাপহরণ শ্রীবিশিষ্ট অর্থাৎ পাপমর্দ্দক হও এবং

বিজিত সাংগ্রামিকঐশ্বর্য্য স্বরূপ, অপর কলি ভবজনের কলিমল কলুষিত মন্দশ্রী, এবং অস্মদাদি দেবগণের আনন্দবর্দ্ধন ঐশ্বর্য্যরূপ-সকল শোভাই তোমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, অতএব আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২১ ॥

দৃঢ়াদ্দৃঢ়ং পরিদৃঢ় গাঢ়সংস্তুতং কিমদ্ভুতং সুদৃঢ়
মরূঢ়ি রূঢ়িগং। তমাঢ্যগং দৃঢ়ত্বুরিতাদ্য ঢৌকিতং
স্বঢৌকৃতং দৃঢ়তর গোত্র সূক্তিগং ॥ ২২ ॥

হে গদাপাণে! হে আদি নারায়ণ প্রভো! তুমি দৃঢ় এবং অদৃঢ় সমস্তের আত্মা স্বরূপ, তুমি অতিশয় দৃঢ় অথচ বিস্মাপনীয়রূপ বিশিষ্ট হও, তোমার সম্যক্ গুণ গ্রহণ করতঃ গাঢ়রূপে স্তব করিতে কেহই শক্ত নহেন; যেহেতু তুমি গাঢ় সংস্তুত, তুমি যত দৃঢ়বস্তু আছে সে সকল হইতে পরম দৃঢ়, রূঢ়ি এবং অরূঢ়ি যৌগিকাদি সম্যক্ শব্দের এক বাচ্য, কিন্তু সকলের বহির্ভূত বস্তু হও, তুমি সমস্ত ঐশ্বর্য্যের উপরগামী, দৃঢ়তর দুরিতাদির অস্পৃশ্য, অথচ স্বতন্ত্র হইতে সে সকলের উৎপাদক হও; তোমার এমন কোন বিশেষ নাম নাই যে তদ্দ্বারা তোমাকে স্তব করা যায়, কিন্তু তুমি সর্ব্বনাম বিশিষ্ট হও ॥ ২২ ॥

বিদেহকং করণকলা বিবর্জ্জিতং বিয়ন্মরুদ্দিন-
করবারি ভূষিতং। গদাধর ধ্বনিমুখ বর্জ্জিতং
পরং নমাম্যহং সতত মনাদি মীশ্বরং ॥ ২৩ ॥

হে গদাধর! তুমি বিদেহ অর্থাৎ দেহরহিত অথবা দেহধর্ম্মে নির্লিপ্ত, মন আদি সমস্ত ইন্দ্রিয় কলাপ বর্জ্জিত; তুমি শব্দাতীত অতীন্দ্রিয় ও অন্ময়হিত হও; তুমি আকাশ স্বরূপ, তুমি বায়ু স্বরূপ, তুমি দিনকর মণ্ডলস্থ ভবকিরণ কলাপ মণ্ডিত হও; এবং আকাশ,

বায়ু অগ্নি জল পৃথিবীর অন্তরঙ্গম, অশব্দ, অস্পর্শ, অদৃশ্য, অক্লেদ্য অগন্ধবান অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা তুমি অনুমিত নহ, তুমি মুখ-বর্জ্জিত, অথচ সর্ব্বতোমুখ, তুমি পরাৎপর পরমপুরুষ অনাদি ঈশ্বর, তোমাকে সতত আমি নমস্কার করি ॥ ২৩ ॥

মনোতিগং মতিগতি বর্জ্জিতং পরং সদাদ্বয়ং
শ্রুতিশির সংস্তুতং বুধৈঃ। চিদাত্মকং কলিগত
কারণাতিগং গদাধরং হৃদয়গতং নমামি তং ॥ ২৪ ॥

হে বরদ! তুমি মনের অতীত, বুদ্ধির অতীত, তুমি স্থাণুবৎ নিশ্চল গতিরহিত, তুমি অদ্বিতীয় এক পরম পুরুষ, তোমাকে প্রাণ-রূপ জানিয়া জ্ঞানীগণেরা স্তব করেন, তুমি জ্ঞানস্বরূপ তৎসৎ শব্দের বাচ্য সর্ব্বোপনিষদ্বেদ্য আত্মা হও, তুমি কলিগত সর্ব্বকারণ শূন্য দ্রষ্টা পুরুষ; সকলের হৃদিশায়ী দ্বন্দ্বাতীত একোগম্য; অতএব সর্ব্ব জীবের হৃদয়গত জানিয়া তোমাকে সতত নমস্কার করি ॥ ২৪ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

দেবৈঃ সার্দ্ধং ব্রহ্মণৈবং স্তুতশ্চাদি গদাধরঃ।
উচেবরান্ বৃণুষ্বত্বং বরং ব্রহ্মা তমব্রবীৎ ॥ ২৫ ।

দেবগণের সহিত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এরূপ সংস্তুত হইয়া আদিদেব গদাধর ব্রহ্মাকে এই কথা বলিলেন; হে ব্রহ্মন্! আমি তৎকৃত স্তবে অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি এক্ষণে তুমি অভিলষিত বর যাচঞা করহ; এতদাজ্ঞা প্রাপ্তে ব্রহ্মা গদাধরকে কহিলেন ॥ ২৫ ॥

শিলায়াং দেবরূপিণ্যাং নতিষ্ঠাম ত্বয়া বিনা।
স্থাস্যামোহত্র ত্বয়া সার্দ্ধং নিত্যং ব্যক্তাদি রূপিণা। ২৬

হে ভগবন্! পূর্ব্বে ধর্ম্মব্রতাদি প্রার্থনাগত বর প্রদান জন্য তদ্দেহ-জাতা দেবরূপিণী ধর্ম্মশিলাতে তোমার সঙ্গ ব্যতীত আমরা স্থিত

করিব না, অর্থাৎ তোমার ব্যক্তাদিরূপের সহিত ঐ শিলোপরি আমরা নিত্য অবস্থান করিব, এই মাত্র অভিলষিত বর, অতএব আপনি আমাদিগের সহিত ধর্ম্মশিলাতে অবস্থিতি করুন ॥ ২৬॥

এবমস্তু শ্রিয়াসার্দ্ধং স্থিতশ্চাদি গদাধরঃ।
লোকানাং রক্ষণার্থায় জগতাং মুক্তি হেতবে ॥ ২৭।

ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃত স্তবে পরিতোষিত হইয়া ভগবান আদি গদাধর, তথাস্তু বলিয়া লক্ষ্মীর সহিত সর্ব্বলোকের রক্ষার নিমিত্তে, এবং জগতের মুক্তির নিমিত্তে গয়াধামে আসিয়া ধর্ম্মশিলাতে সংস্থিত হইলেন ॥ ২৭॥

সুব্যক্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষো জনার্দ্দন ইতি শ্রুতঃ।
বেদৈরগম্যা যা মূর্ত্তি রাদিভূতা সনাতনী ॥
সুব্যক্তা শ্বেতকল্পে সা ভবিষ্যতি তথাপুনঃ।
বারাহ কল্পেহব্যক্তা ব্যক্তি মপ্যগমৎ পুরা ॥ ২৮ ॥

নারদাদি ঋষিগণেরা সনৎকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে প্রভো! পূর্ব্বশ্রুত এই সনাতনী শ্রুতি আছে, তথাপি প্রণালীগত আপনার বর্ণনানুসারে সেই প্রবাদকে নূতন বলিয়া জ্ঞান হইতেছে; অতএব ব্যক্ত করিয়া কহেন এই নারদ প্রশ্নে সনৎকুমার কহিতেছেন; বৎস! শ্রবণ করহ। নারায়ণ পুণ্ডরীকাক্ষ ও জনার্দ্দনরূপে পূর্ব্বে সুব্যক্ত হইয়াছিলেন, ইহাও শ্রুতি সংবাদ আছে; কেননা সর্ব্ববেদের অগম্য আদিভূত নিত্যসিদ্ধ গদাধরাদি মূর্ত্তি নূতন কল্পিতা নহে, অপ্রকট থাকিয়া শ্বেতকল্পে পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইবেন। এবং যে মূর্ত্তি বরাহ কল্পে অব্যক্তা তাহাও তৎপূর্ব্ব কল্পে সুপ্রকাশিতা হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥

সংস্তারণায় লোকানাং দেবানাং রক্ষণায়চ।
গয়াশিরসি সুব্যক্তৌ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

জন সকলের সংতারণ নিমিত্তে, এবং দেবতাদিগের রক্ষণ নিমিত্তে সেই সকল রূপ সুব্যক্তভাবে পুনর্ব্বার গয়াসুর মস্তকে ধর্ম্ম-শিলাতে প্রকটিত হইবে তাহাতে সংশয় নাই ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য। গয়াধাম প্রকাশের পূর্ব্বে নারদকে সনৎকুমার এই আখ্যায়িকা কহিয়াছিলেন। এ সকল পুরাতনীয়া কথা, কল্পে কল্পে এইরূপ ঘটনা হয়, অজ্ঞাতপ্রযুক্ত লোকে পুরাতনীয় প্রস্তাবকেও নুতন বলিয়া বোধ করে, ইহা বিচিত্র নহে। যথা প্রমাণং "যথেন্দু সূর্য্যো গগনে উদয়াস্তময়া বিহ। তথা দেব নিকায়াস্ত সংভবন্তি যুগে যুগে" যেমন চন্দ্র সূর্য্য গগণমণ্ডলে নিত্য উদয়াস্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ দেবতারাও যুগে২ উদয়াস্তময় হন্ ॥ ২৯ ॥

যে দ্রক্ষ্যন্তি সদাভক্ত্যা দেবমাদি গদাধরং।
কুষ্ঠরোগাদি নির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি হরি মন্দিরে ॥ ৩০ ॥

যে সকল ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক আদিদেব গদাধরকে দেখিবেন তাঁহারা কুষ্ঠরোগাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিবেন ॥ ৩০ ॥

যে দ্রক্ষ্যন্তি সদাভক্ত্যা দেবমাদি গদাধরং।
তে প্রাপ্স্যন্তি ধনং ধান্য মায়ুরারোগ্য মেবচ।
কলত্রপুত্র পৌত্রাদি শুভ কীর্ত্তি সুখানিচ ॥ ৩১ ॥

যে সকল ব্যক্তি সতত ভক্তিপূর্ব্বক আদিদেব গদাধরকে দর্শন করিবেন, তাঁহারা সকলে ধন, ধান্য, আয়ু, আরোগ্য, এবং মনোভি লষিত ভার্য্যা পুত্র পৌত্র, ও শুভ কীর্ত্তি সুখাদি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩১ ॥

শ্রদ্ধয়া যে নমস্যন্তি রাজ্যংব্রহ্ম পুরং তথা।
ভুক্ত্বা ব্রজেয়ুঃ সততং পুণ্য পুঞ্জফলং নরাঃ ॥ ৩২ ॥

যে সকল ভক্তিমান ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আদি দেব গদাধরকে নমস্কার করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে রাজ্য ও তৎপুণ্য জনিত পুঞ্জ২ শুভ ফলভোগ করতঃ অন্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৩২ ॥

গন্ধদানেন গন্ধাঢ্যং সৌভাগ্যং পুষ্পদানতঃ।
ধূপদানেন রাজ্যাপ্তি দীপাদ্দীপ্তিং প্রযচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

গদাধরদেবকে গন্ধদান করিলে গন্ধাঢ্যতা প্রাপ্তি হয়, পুষ্পদানে সৌভাগ্য লাভ, ধুপদানে রাজ্যলাভ, দীপদানে কান্তির অতুল্যা দীপ্তি প্রাপ্তি হয় ॥ ৩৩ ॥

ধ্বজদানাৎ পাপহানি র্যাত্রাকৃদ্ব্রহ্মলোক ভাক্।
শ্রাদ্ধ পিণ্ডপ্রদো যস্তু বিষ্ণুং নেষ্যন্তি বৈপিতৃন্। ৩৪।

গদাধর মন্দিরে ধ্বজা দান করিলে সর্ব্বপাপ নাশ হয়, এবং দর্শনাদির অভিলাষে যাত্রা করিলে ব্রহ্মলোক বাসে অধিকার হয়, আর পিতৃলোকোদ্দেশে গদাধর পাদপদ্মে পিণ্ডদান করিলে, পিণ্ডদাতাদিগের পিতৃলোক সকল বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রদ্ধয়া যে নমস্যন্তি স্তোত্রেণাদি গদাধরং।
স্তোষ্যন্তিচ সমভ্যর্চ্চ্য পিতৃন্নেষ্যন্তি মাধবং ॥ ৩৫ ॥

যে সকল জন ভক্তিপূর্ব্বক আদিদেব গদাধরকে এই স্তোত্রদ্বারা স্তব করেন, আর শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রণাম এবং গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা ভক্তিতে পূজা করিবেন, তাঁহারা আপনা২ পিতৃলোকদিগকে তদ্বিষ্ণুর পরমপদে নীত হইবেন ॥ ৩৫ ॥

শিবোপি পরয়াপ্রীত্যা তুষ্টাবাদি গদাধরং ॥ ৩৬ ॥

যেহেতু পরমাত্মা শিব, জগত গুরু হইয়াও এই বক্ষ্যমাণ স্তোত্র দ্বারা প্রীতিপুর্ব্বক আদি দেব গদাধরকে স্তব করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। যথা।

শিব উবাচ।

অব্যক্তরূপো যো দেবো মুণ্ডপৃষ্ঠাদি রূপতঃ।
ফল্গুতীর্থাদি রূপেণ নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৩৭ ॥

অব্যক্তরূপী যে দেব মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রিরূপে, এবং ফল্গু তীর্থাদিরূপে গয়াধামে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৭ ॥

ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপেণ পদরূপেণ সংস্থিতঃ।
মুখ লিঙ্গাদি রূপেণ নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৩৮ ॥

যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপী; পদচিহ্নরূপে ও মুখ লিঙ্গাদিরূপে গয়াক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন, সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৮ ॥

অব্যক্ত রূপেণ যো দেবো জনার্দ্দন স্বরূপতঃ।
মুণ্ডপৃষ্ঠে স্বয়ং জাতো নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৩৯ ॥

ব্যক্তরূপী যে দেব জনার্দ্দন স্বরূপে মুণ্ডপৃষ্ঠে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৩৯ ॥

শিলায়াং দেবরূপিণ্যাঃ স্থিতং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ।
পূজিতং সংস্তুতং দেবং নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৪০ ॥

গয়াসুর মস্তকোপরি দেবরূপিণী ধর্ম্মশিলাতে যিনি ব্রহ্মাদি দেব-

গণের সহিত অবস্থিত, এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক যিনি পরিপূজিত ও সংস্তুত হইয়াছেন, সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪০ ॥

যঞ্চদৃষ্ট্বা তথা স্পৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা প্রণম্যচ।
শ্রাদ্ধাদৌ ব্রহ্মলোকাপ্তির্নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৪১ ॥

যাঁহাকে দর্শন ও স্পর্শন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধকালে পূজা প্রণামাদি করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, সেই আদি গদাধরকে নমস্কার করি ॥ ৪১ ॥

মহাদেবশ্চজগতো ব্যক্তস্যৈকংহিকারণং।
অব্যক্তং জ্ঞানরূপং তংনমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৪২ ॥

যিনি ব্যক্তরূপে পরিদৃশ্যমান্ মহত্তত্ত্বাদির এবং প্রকাণ্ডজগতের একমাত্র কারণ, বস্তুতঃ তিনি অব্যক্ত রূপী জ্ঞানস্বরূপ হয়েন; সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪২ ॥

দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিঃ প্রাণাহঙ্কার বর্জ্জিতং।
জাগ্রৎ স্বপ্নাদি নির্ম্মুক্তং নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৪৩ ॥

যে প্রভু বিগতদেহ, নিরিন্দ্রিয়, নিষ্প্রাণ, মনোবুদ্ধি অহঙ্কারাদি বর্জ্জিত, জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাত্রয় রহিত, সেই আদি গদাধরকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪৩ ॥

নিত্যানিত্য বিনির্মুক্তং সত্যমানন্দ মব্যয়ং।
তুরীয়ং জ্যোতিরাত্মানং নমাম্যাদি গদাধরং ॥ ৪৪ ॥

যে বিভু নিত্য, অনিত্যাদি দোষে বিমুক্ত, সত্যস্বরূপ, শুদ্ধ আনন্দ স্বরূপ, যিনি অব্যয়াত্মা স্বরূপ, তুরীয় বস্তু জ্যোতীরূপ হয়েন, সেই বিভু এই আদি গদাধর রূপ, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪৪ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

এবং স্তুতো মহেশেন প্রীতোহ্হ্বাদি গদাধরঃ।
স্থিতোদেবঃ শিলায়াং স ব্রহ্মাদ্যৈ র্দ্দৈবতৈঃ সহ। ৪৫।

সনৎকুমার নারদাদিকে কহিতেছেন, যে এইরূপে মহেশ্বর কর্তৃক সংস্তুত, অর্থাৎ স্তব দ্বারা পরম প্রীতমনা হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত ঐ গয়াশিরসি ধর্ম্মশিলাতে গদাধর অবস্থিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

সংস্থিতং মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রৌ দেবমাদি গদাধরং।
স্তুবন্তি পূজয়ন্তীহ ব্রহ্মলোকং প্রযান্তুতে ॥ ৪৬ ॥

হে নারদ! গয়াসুর মুণ্ডপৃষ্ঠে পর্ব্বতোপরি সংস্থিত আদি দেব গদাধরকে যে সকল লোক স্তব এবং পূজা করেন তাঁহারা সত্যাখ্য পরমপদ সেই ব্রহ্মলোকে অধিগত হন ॥ ৪৬ ॥

ধর্ম্মার্থী লভতে ধর্ম্ম মর্থার্থী চার্থমাপ্নুয়াৎ।
কামার্থী প্রাপ্নুয়াৎ কামং মোক্ষার্থী মোক্ষ
মাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৭ ॥

ভগবান গদাধর ভুক্তি মুক্তি প্রদ হয়েন, তাঁহার অর্চ্চন ফলে, ধর্ম্মেচ্ছু ব্যক্তির ধর্ম্মলাভ, অর্থাভিলাষীর অর্থপ্রাপ্তি, কামার্থীর কাম এবং মোক্ষার্থীপরম মোক্ষলাভ হয়; যেহেতু ভগবান চতুর্ব্বর্গ প্রদ, কামনানুসারে অর্চ্চকের সম্যক্ অভিলাষ পুরণ করিয়া থাকেন। ৪৭।

বন্ধ্যাচ লভতে পুত্রং বেদবেদাঙ্গ পারগং।
রাজাবিজয় মাপ্নোতি শূদ্রশ্চ সুখ মাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৮ ॥

বন্ধ্যাস্ত্রী গদাধরের প্রণামার্চ্চন ফলে বেদ বেদাঙ্গ পারগ পুত্র লাভ করে, সংগ্রামজিগীষু রাজারা গদাধর কৃপায় সর্ব্বত্র বিজয়ী

হয়েন, বৈশ্য শূদ্রাদিরা গদাধর পূজা করিয়া তৎপ্রসাদে পরম সুখ-লাভ করেন ॥ ৪৮ ॥

পুত্রার্থী লভ্যতে পুত্রানভ্যর্চ্যাদি গদাধরং।
মনসা প্রার্থিতং সর্ব্বং পূজাদৌ প্রাপ্নুয়ান্নরেঃ ॥ ৪৯।

অপুত্রক ব্যক্তিরা যদি পুত্র কামনা করিয়া আদি গদাধরের পূজা করেন, তবে তাঁহারা গদাধরার্চ্চন ফলে বহু পুত্র প্রাপ্ত হয়েন, গদাধর রূপী ভগবান হরির পূজন বন্দন স্তবনাদি দ্বারা যে ব্যক্তি মানসে যাহা প্রার্থনা করে, তাহার সেই সকল অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তি হয় ॥ ৪৯ ॥

ইতিশ্রীবায়ুপুরাণে বায়ুপ্রোক্ত সংহিতায়াং সুত শৌনক
সংবাদে গয়ামাহাত্ম্যে আদি গদাধরাখ্যানং
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠাধ্যায় আরম্ভঃ।

অথ গয়াধাম যাত্রা বিধি।

অনন্তর ষষ্ঠাধ্যায়ে গয়াক্ষেত্র যাত্রাদির অনুষ্ঠান এবং গয়াপ্রাপ্ত নন্তর শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা ক্রম নিয়ম বিধি ফলাদি সম্যক্ বর্ণন করিয়াছেন তাহা ক্রমশঃ বিস্তার করিয়া কহিতেছি। যথা (গয়াযাত্রা মিতি)

সনৎকুমার উবাচ।

গয়াযাত্রাং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ মুক্তিদাং।
নিষ্কৃতিঃ পিতৃকর্ত্তৃণাং ব্রহ্মণা গীয়তে পুরা ॥ ১ ॥

সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন। বৎস নারদ! পিতৃ নিষ্কৃতি কারি ব্যক্তিদিগের মুক্তি প্রদায়িনী গয়াযাত্রার বিশেষ করিয়া বিধান কহিতেছি শ্রবণ করহ, যাহা পূর্ব্বে ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

উদ্যত শ্চেদ্গয়াং গন্তুং শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ।
বিধায় কার্পটীবেশং কৃত্বা গ্রামং প্রদক্ষিণং ॥

গয়াধামে যদি কেহ গমনোদ্যত হন, তবে সেই ব্যক্তি প্রথমত তীর্থ গমনীয় বিধিপূর্ব্বক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিয়া তীর্থ যাত্রি বেশ ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় বাস গ্রামকে প্রদক্ষিণ করিবেন ॥ ২ ॥

ততো গ্রামান্তরং গত্বা শ্রাদ্ধশেষস্য ভোজনং।
ততঃ প্রতিদিনং গচ্ছেৎ প্রতিগ্রহ বিবর্জ্জিতঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর তীর্থ গমন, শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ শ্রাদ্ধশেষ ভোজন করতঃ ঐ দিন অন্যত্র হইতে গ্রামান্তরে গিয়া বাস করিবেন। অনন্তর প্রতিগ্রহ বর্জ্জিত হইয়া গয়াভিমুখে প্রতিদিন গমন করিতে থাকিবেন। ৩।

প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো নিয়মঃ শুচিঃ।
অহঙ্কারো বিমুক্তো যঃ সতীর্থ ফলমশ্নুতে ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহণে নিবৃত্ত, ও সন্তুষ্ট মানস, ও নিয়ত শুদ্ধচিত্ত এবং অহঙ্কারাদি দোষ বর্জ্জিত হয়। সেই ব্যক্তিই সমস্ত তীর্থের ফল লাভ করে ॥ ৪ ।

যস্যহস্তৌচ পাদৌচ মনশ্চাপি সুসংযতং।
বিদ্যাতপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থ ফলমশ্নুতে ॥ ৫ ॥

যে ব্যক্তির হস্ত পদ,ও মন স্ববশে অবস্থিত হয়, এবং যাহার ধর্ম্ম জ্ঞানোপযোগিনী বিদ্যা আছে, আর তপস্যা ও সৎকীর্ত্তি করণে যাহার মানস আছে, সেই ব্যক্তিই সম্যক্ তীর্থের ফল পায় ॥ ৫ ॥

ততোগয়া প্রবেশেচ পূর্ব্বতোস্তি মহানদী।
তত্রতোয়ং সমুৎপাট্য স্নাতব্যং নির্ম্মলে জলে ॥ ৬ ॥

অনন্তর গয়াধামে প্রবেশ করতঃ তৎপূর্ব্বভাগে সংস্থিতা সুবিখ্যাতা যে মহানদী, সেই ফল্গুনাম্নী নদী হইতে সলিল উৎপাটন করিয়া, সেই নির্ম্মল জলে স্নান করিবেন। জলোৎপাটন পদে জল শূন্যা বালুকাময়ী নদীতে বালি খনন দ্বারা জল উৎপাদন করিবেন, যতার্থে বিষ্ণু পাদ বিনিঃসৃতা মহানদী ফল্গুই প্রসিদ্ধা হয় ॥ ৬ ॥

দেবাদীং স্তর্পয়িত্বাথ শ্রাদ্ধং কুর্য্যা যথাবিধিঃ।
স্ব স্ব বেদ শাখোদিত মর্ঘ্যাবাহন বর্জ্জিতং ॥ ৭ ॥

সেই নির্ম্মল ফল্গু জলে স্নানানন্তর পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ করিয়া, যথা বিধি স্বীয় স্বীয় বেদশাখোক্ত মন্ত্র দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবেন। কিন্তু তীর্থ শ্রাদ্ধাধিকারে পিতৃদেবগণের আবাহন অর্ঘ্য বিবর্জ্জন করিবেন [illegible] ॥ ৭ ॥

অপরেহ্যুঃ শুচিভূর্ত্বা গচ্ছেদ্বৈ প্রেত পর্ব্বতে।
ব্রহ্মকুণ্ডে ততঃ স্নাত্বা দেবাদীং স্তর্পয়েৎসুধীঃ ॥ ৮ ॥

ফল্গু শ্রাদ্ধের পর দিবস, শুচি হইয়া প্রেত পর্ব্বতে গমন করণানন্তর তথায় ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করতঃ সুবুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তি তজ্জলে দেব পিতৃগণের তৃপ্তি সম্পাদনার্থ তর্পণ করিবেন ॥ ৮ ॥

কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং সপিণ্ডানাং প্রযতঃ প্রেত পর্ব্বতে।
প্রাচীনাবীতিনাভ্যর্চ্চ্য দক্ষিণাভিমুখঃ স্মরন্ ॥ ৯ ॥

তর্পণানন্তর সংযত ইন্দ্রিয়বান হইয়া ঐ প্রেত শিলাতে সপিংবর্গের শ্রাদ্ধ করিবেন, তৎপূর্ব্বে আচমন পূর্ব্বক, বিপরীতোত্তরীয়বান হইয়া দক্ষিণাভি মুখে এই মন্ত্রে পিতৃ দেবগণকে স্মরণ করতঃ আবাহন করিবেন ॥ ৯ ॥ যথা।

"কব্যবানোনলঃ সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা স্তথা।,
অগ্নিস্বাত্তা বর্হিষদঃ সোমোপাঃ পিতৃদেবতাঃ।
আগচ্ছন্তু মহাভাগা যুষ্মাভী রক্ষিতাস্ত্বিহ ,, ॥ ১০ ॥

মন্ত্রার্থঃ। কব্যবাহ অগ্নি, চন্দ্র সূর্য্য যম এবং অগ্নিস্বাত্তা বর্হিষদ, সোমপা, ইত্যাদি মহাভাগ পিতৃদেবগণেরা আমাদিগের অভিরক্ষিতা রূপে এস্থানে আগমন করুন্ ॥ ১০। অন্যচ্চ।

"মদীয়াঃ পিতরোযেচ কুলেজাতাঃ কুলান্বয়াঃ।
তেষাং পিণ্ড প্রদানার্থ মাগতোস্মি গয়ামিমাং।
তে সর্ব্বেতৃপ্তি মায়ান্তু শ্রাদ্ধেনানেন শাশ্বতীং ॥ ১১ ॥

এবং মদীয় কুলে উৎপন্ন নদ্যাকু পুরুষ ও যে সকল পিতৃলোক, যাহারা কুলজাত রূপে বিখ্যাত তাঁহাদিগের উদ্ধার নিমিত্ত পিণ্ডদান করিবার [illegible] আমি আগত [illegible] ॥ [illegible] অক্ষয় তৃপ্তি শ্রাদ্ধ দ্বারা

তাঁহারা সকলেই অক্ষয়া তৃপ্তি প্রাপ্ত হউন, অর্থাৎ জনন মরণ রহিত হইয়া পরম পদে গমন করুন॥ ১১॥

আচম্যোক্ত্বাচ পঞ্চাঙ্গং প্রাণায়ামং প্রযত্নতঃ।
পুনরাবৃত্তি রহিতঃ ব্রহ্মলোকাপ্তি হেতবে॥ ১২।

আচমনানন্তর, পিতৃলোকের পুনরাবৃত্তি রহিত ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনায়, যত্ন পূর্ব্বক যথা বিহিত পঞ্চাঙ্গ প্রাণায়াম করিবেন অর্থাৎ পাঁচ পঁচিশ পঞ্চদশ মাত্রা পূর্ব্বক, পূরক কুম্ভক, রেচক রূপ প্রাণায়াম করিবেন॥ ১২॥

এবঞ্চ বিধিবৎ শ্রাদ্ধং কৃত্বাপূর্ব্বং যথাক্রমং।
পিতৄণাবাহ্য চাভ্যর্চ্চ্য মন্ত্রৈঃ পিণ্ডপ্রদোভবেৎ॥ ১৩॥

এইরূপ বিধিবৎ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবেন, তৎপূর্ব্বক্রম যথা বিধি লিখিতেছি, অর্থাৎ পিতৃলোকের আবাহন করতঃ অর্চ্চনা করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পিণ্ডপ্রদ হইবেন॥ ১৩॥

তীর্থে প্রেতশিলাদৌচ চরুণা সঘৃতেন বা।
প্রক্ষাল্য পূর্ব্বং তৎস্থানং পঞ্চগব্যৈঃ পৃথক্ ২॥ ১৪॥

তীর্থবর প্রেত শিলাদিতে প্রথম পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডদানের স্থানকে পঞ্চগব্য প্রক্ষালন দ্বারা পূর্ব্বে পরিশোধন করতঃ স্বীয় শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রে সঘৃত চরুতে পিণ্ডদান করিবেন॥ ১৪॥ যথা।

মন্ত্রৈস্তৈস্তু যথ সংপূজ্য পঞ্চগব্যৈশ্চ দেবতাং॥ ১৫॥

"কব্যবাদনোনল" ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পঞ্চগব্য দ্বারা পিতৃ দেবগণের পৃথক্ পৃথক্ পূজা করিবেন॥ ১৫॥

বারিভিন্না মধুমিশ্রৈশ্চ [illegible] পিতৃকর্ম্মসু।
গচ্ছন্তি [illegible] পিতৃ[illegible]॥ ১৬॥

পিতৃকর্ম্মে যাবৎ সংখ্যক তিল মনুষ্য কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তাবৎ যোজন অন্তরে বিঘ্নকর অসুরগণেরা পলায়ন করে, যেমন সিংহ কর্ত্তৃক ভীত হইয়া মৃগগণেরা অতিদূরে পলায়িত হয়; একারণ পিতৃশ্রাদ্ধে তিলদানের বিশেষ বিধি ॥ ১৬ ॥

অষ্টকাসুচ বৃদ্ধৌচ গয়ায়াং চাক্ষয়েঽহনি।
মাতুঃ শ্রাদ্ধং পৃথক্ কুর্য্যাদন্যত্রপতিনাসহ ॥ ১৭ ॥

অষ্টকাদি শ্রাদ্ধে এবং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে, আর মৃতাহ শ্রাদ্ধে মাতার পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এতদ্ভিন্ন স্থলে পতির সহিত তাঁহার শ্রাদ্ধ করা বিধেয়।—মাতা উপলক্ষণ মাত্র পিতামহী প্রপিতামহীত্যাদিও জানিবেন ॥ ১৭ ॥

অর্থাৎ পিত্রাদি ষট্‌দৈবত শ্রাদ্ধ করিলেই মাত্রাদির ছয় শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয় কিন্তু গয়াক্ষেত্রে তাহা নহে; গয়া ভিন্ন অন্য তীর্থ স্থানে পিতা পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ ইত্যাদি ষট্ পুরুষের শ্রাদ্ধেই স্ত্রীর একাঙ্গতা প্রযুক্ত মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহীর, মাতামহী, প্রমাতামহী বৃদ্ধপ্রমাতামহী এই ছয়ের শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয়; ইহাদিগের আর পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিতে হয় না, কিন্তু গয়াক্ষেত্রে এসকলেরি পৃথক্ শ্রাদ্ধ বিধান আছে।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেতু মাত্রাদি গয়ায়াং পিতৃ পূর্ব্বকং ॥ ১৮ ॥

বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে মাতৃ শ্রাদ্ধ পূর্ব্বক পিতৃ শ্রাদ্ধ করিতে হয়, গয়াক্ষেত্রে সে বিধি নহে; অর্থাৎ গয়াতে পিতৃ শ্রাদ্ধ পূর্ব্বক মাত্রাদির শ্রাদ্ধ করিবেন, যজুর্ব্বেদীয়দিগের সর্ব্বত্র এই বিধি কিন্তু গয়াশ্রাদ্ধে সর্ব্ব-বেদীয়েরই এক রূপ বিধান হয় ॥ ১৮ ॥

গৃহীত্বাঞ্জলিনাদ্ভ্যঃ পিতৃতীর্থেনতজ্জুতঃ।
শক্তুনা মুষ্টিমাত্রেণ দদ্যা দক্ষয্য পিণ্ডকং ॥ ১৯ ॥

অনন্তর, প্রেতপর্ব্বতে মুষ্টি প্রমাণ শক্তু দ্বারা পিণ্ড হস্তে লইয়া পিতৃতীর্থে "ক্রব্যবানোনল" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক কুশোপরি অক্ষয্য পিণ্ডদান করিবেন ॥ ১৯ ॥

প্রথমতঃ দক্ষিণাগ্র কুশ দ্বারা আস্তরণ পাতিয়া মূলাদি ক্রমে বিধি উক্ত জল পিণ্ডদান করিবেন। তাহার দক্ষিণ ভাগে শেষে সপিণ্ড-দিগের শ্রাদ্ধ করার বিধি হয়। সেই আস্তীর্ণ কুশে কুশ দ্বারা তিলোদক প্রক্ষেপ করিবেন।

সম্বন্ধিন স্তিলাদ্ভিশ্চ কুশেনাবাহয়েত্ততঃ ॥ ২০ ॥

অনন্তর স্বীয় সম্বন্ধ এবং মৃত পিতৃলোকের বান্ধব মাত্রের নামো-চ্চারণপূর্ব্বক তিল জল দ্বারা আস্তৃত কুশোপরি আবাহন করিবেন। তাহার এই মন্ত্র ॥ ২০ ॥ যথা।

ওঁ আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্তং দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহা দয়ঃ। ১ ॥ ২১ ॥

আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত স্থিত যে সকল দেবগণ, ঋষিগণ, ও পিতৃগণ এবং স্বসম্বন্ধীয় মানবগণ, আর মাতা মাতামহাদি যে সকল পিতৃলোক আছেন, তাঁহারা মদত্ত তিল জলাঞ্জলি প্রাপ্তে পরিতৃপ্ত হউন্। ১ ॥ ২১ ॥

অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপ নিবাসিনাং।
আব্রহ্ম ভুবনা লোকা দিদমস্তু তিলোদকং ॥ ২ ॥ ২২ ॥

অস্মৎকুলে কোটি পুরুষ অতীত হইয়াছে যে সকল পিতৃলোক, এবং যাঁহারা সপ্তদ্বীপে বাস করিতেছেন। আর আব্রহ্ম ভুবনস্থ পিতৃগণ, তাঁহারা তথা হইতে এই তিলোদক প্রাপ্তে পরিতৃপ্ত হউন্। ২ ॥ ২২ ॥

পিতা পিতামহ শ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ।
মাতা পিতামহীচৈব তথৈব প্রপিতামহী ।
মাতামহ স্তৎপিতাচ প্রমাতামহকাদয়ঃ ।
তেষাং পিণ্ডো ময়াদত্তো হ্যক্ষয্য মুপতিষ্ঠতাং ।৩।২৩।

পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী এবং মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধ প্রমাতামহ, আমি তাঁহাদিগকে অক্ষয্য পিণ্ডদান করিতেছি, তাঁহারা সকলে এই দর্ভাসনে আসিয়া উপস্থিত হউন্। ৩।২৩॥

এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আবাহন করিয়া ক্রমে সকল নাম উচ্চারণ করতঃ পিণ্ডদান করিবেন। যথা;

মুষ্টিমাত্র প্রমাণঞ্চ আর্দ্রামলক মাত্রকং
সমীপত্র প্রমাণংবা পিণ্ডংদদ্যাদ্গয়া শিরে ॥॥ ২৪ ॥

এক মুষ্টি প্রমাণ বা সরস আমলকী ফল প্রমাণ, অথবা সমীপত্র প্রমাণই বা হউক্ তিল মিশ্রিত এক এক পিণ্ড গয়াশিরে প্রদান করিবেন ॥ ২৪॥

উদ্ধরেৎ সপ্তগোত্রাণাং কুলানি শতমুদ্ধরেৎ ।
পিতুর্মাতুশ্চভার্য্যায়া ভগিন্যা দুহিতুস্তথা ।
পিতৃস্বসু মাতৃস্বসুঃ সপ্তগোত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৫ ॥

উপরি উক্ত প্রমাণে গয়াশিরে পিণ্ডদান করিলে, পিতৃগোত্রে মাতামহ-গোত্রে, শ্বশুর-গোত্রে, ভগিনী-গোত্রে কন্যার-গোত্রে-মাতৃস্বসা ও পিতৃস্বসার-গোত্রের, একোত্তর শতপুরুষের উদ্ধার হয়॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য।—এই এক শত পুরুষ উদ্ধার হয় এই গোত্রানুসন্ধানে পুরুষ সংখ্যায় একোত্তর শত পুরুষ গণনা করিয়াছেন। যথা

বিংশতি র্বিংশতি বিপ্রাঃ ষোড়শো দ্বাদশৈবহি।
রুদ্রাদি বসবশ্চৈব কুলান্যেকোত্তরং শতং ॥ ২৬ ॥

পিতৃকুলে বিংশতি পুরুষ, মাতামহ কুলে বিংশতি পুরুষ শ্বশুর কুলে ষোড়শ পুরুষ, ভগিনীকুলে দ্বাদশ পুরুষ, কন্যাকুলে একাদশ পুরুষ, পিতৃস্বসার কুলে চতুর্দ্দশ পুরুষ, মাতৃস্বসার কুলে অষ্ট পুরুষ, এই একোত্তর শত পুরুষের উদ্ধার হয় ॥ ২৬ ॥

নাবাহনং ন দিগ্বন্ধো ন দোষো দৃষ্টি সম্ভবঃ।
সকারুণ্যেন কর্ত্তব্যং তীর্থশ্রাদ্ধং বিচক্ষণৈঃ ॥ ২৭ ॥

তীর্থ শ্রাদ্ধে আবাহন ও দিগ বন্ধন নাই অর্থাৎ দিগের আবরণ করিতে হয় না, নীচ জাতির দর্শন জন্য দোষ জন্মে না, শুদ্ধ সকরুণ চিত্তে বিচক্ষণগণেরা শ্রাদ্ধ করিলেই সিদ্ধ হয় ॥ ২৭ ॥

পিণ্ডাসনং পিণ্ডদানং পুনঃপ্রত্যবনেজলং।
দক্ষিণাচান্ন সংকল্পং তীর্থ শ্রাদ্ধেস্বয়ং বিধিঃ ॥ ২৮ ॥

তীর্থশ্রাদ্ধে অর্ঘ্য বাসাদি প্রদানের অপেক্ষা করে না; কেবল পিণ্ডাসন কুশ আস্তরণ ও পিণ্ডদান, প্রত্যবনে জল এবং অন্ন সংকল্প অর্থাৎ পাত্রাদি প্রদান, এতাবন্মাত্র তীর্থ শ্রাদ্ধের বিধি হইয়াছে ॥

অথ পিতৃষোড়শী শ্রাদ্ধং।

সংজ্ঞামাত্র ষোড়শী কলে, পিতৃপক্ষে ঊনবিংশতি পিণ্ড দান। তৎপূর্ব্বে দক্ষিণাগ্র আস্তৃতকুশোপরি তিলোদক দ্বারা পিতৃগণের আবাহন করিবেন। যথা। মন্ত্রং।

ওঁ অস্মৎকুলে মৃতাযেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যেতান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥ ১ ॥ ২৯ ॥

অস্মৎ বংশে মৃত যে সকল পুরুষ, যাঁহাদিগের কোন গতি নাই, এই কুশোপরি তিলোদক দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে আবাহন করি । ১ ॥ ২৯ ॥

ওঁ মাতামহকুলে যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে ।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ।২।৩০।

আমার মাতামহ কুলে মৃত যে সকল ব্যক্তি, যাঁহাদিগের কোন গতি নাই, এই কুশোপরি তিলোদক দ্বারা তাঁহাদিগকে আবাহন করি । ২ ॥ ৩০ ।

ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে ।
আবাহয়িষ্যে তান্ সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ ॥৩।৩১।

আমার বন্ধু বান্ধবাদি কুলে যে সকল মৃত পুরুষ যাঁহাদিগের আর কোন গতি নাই, এই কুশোপরি তিলোদক দ্বারা আমি তাঁহাদিগকে আবাহন করি ॥ ৩ ॥ ৩১ ॥

ইত্যেতৈস্ত্রৈ মন্ত্রৈ সজলৈ স্তিলৈ দর্ভেষু ধ্যানবান্ ।
আবাহ্যাভ্যর্চ্চ্য তেভ্যশ্চ পিণ্ডং দদ্যাদ্যথা ক্রমং । ৩২ ।

অনন্যচেতা হইয়া এই মন্ত্রত্রয় উচ্চারণে পিতৃলোককে ধ্যান করত আস্তীর্ণ কুশে সতিল জলে আবাহন করণ পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া যথাক্রমে পিণ্ডদান করিবেন ॥ ৩২ ॥ যথা ।

ওঁ অস্মৎ কুলেমৃতা যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১ । ৩৩ ।

আমার বংশে মৃত যে সকল পুরুষ, যাঁহাদিগের কোন গতি নাই তাঁহাদিগের উদ্ধার নিমিত্তে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি । ১ । ৩৩।

ওঁ মাতামহকুলে যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে ।
তেষা মুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ২ ॥ ৩৪।

আমার মাতামহ কুলে মৃত যে সকল পুরুষ, যাঁহাদিগের কোন গতি নাই, তাঁহাদিগের উদ্ধার নিমিত্তে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ২ ॥ ৩৪ ॥

ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যেচ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষা মুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৩॥৩৫॥

আমার বন্ধু বান্ধবদিগের কুলে মৃত গতিরহিত ও যে সকল পুরুষ, তাঁহাদিগের উদ্ধার নিমিত্তে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৩ ॥ ৩৫

ওঁ অজাতদন্তা যে কেচিৎ যেচ গর্ভে প্রপীড়িতাঃ।
তেষা মুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৪ ॥৩৬॥

অস্মৎ কুলে অজাতদন্ত মৃত অথবা ভূমিষ্ঠ হইতে না পারিয়া গর্ভে পীড়িত হইয়া যে কেহ মৃত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থ আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৪ ॥ ৩৬ ॥

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেচিন্নাগ্নিদগ্ধা স্তথাপরে।
বিদ্যুচ্চৌর হতাযেচ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ।৫॥ ৩৭

অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যে সকল পুরুষ মরিয়াছেন, অথবা যে কোন ব্যক্তির ঔর্দ্ধ দৈহিক বহ্নি সংস্কারাদি হয় নাই, এবং বজ্রাগ্নি হত বা চৌরাদি কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থে এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৫ ॥ ৩৭ ॥

ওঁ দাবদাহেমৃতা যেচ সিংহ ব্যাঘ্র হতাশ্চ যে।
দংষ্ট্রিভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৬ । ৩৮ ॥

অস্মৎকুলে বা মাতামহ কুলে কি বন্ধুবর্গ কুলে, যাঁহারা দাবাগ্নি দাহে মৃত বা সিংহ ব্যাঘ্রাদি কর্ত্তৃক হত, অথবা শ্বা শৃগালাদি দংষ্ট্রি কর্ত্তৃক হত, কিম্বা গো মহিষাদি শৃঙ্গবৎ জীব কর্ত্তৃক হত হই-

য়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারোদ্দেশে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৬ ॥ ৩৮ ॥

ওঁ উদ্বন্ধনমৃতা যেচ বিষশস্ত্র হতাশ্চ যে।

আত্মোপঘাতিনো যেচ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং।৭। ৩৯।

উদ্বন্ধনে মৃত অর্থাৎ গলরজ্জু বন্ধনে যে সকল ব্যক্তি মরিয়াছেন, অথবা বিষ কি অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা হত হইয়াছেন, কিম্বা যে কোন কারণ দ্বারা ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনাকে আপনি নষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৭ ॥ ৩৯ ॥

ওঁ অরণ্যেবর্ত্মনি রণে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ।

ভূতপ্রেত পিশাচাশ্চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৮॥৪০।

অস্মৎকুলে যে সকল পুরুষ নিবিড় বিপিনে, কি পথিপর্য্যটনে, বা সংগ্রামে কিম্বা ক্ষুধা তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া মরিয়াছেন অথবা যাঁহারা ভূত প্রেত পিশাচ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারোদ্দেশে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৮ ॥ ৪০ ॥

ওঁ রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রেচ যে গতাঃ।

তেষা মুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥৯॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বোক্ত কুলত্রয়ে মৃত হইয়া যে সকল পুরুষ স্বকর্ম্ম বশে রৌরব, অন্ধতামিস্র ও কালসূত্রাদি নরকে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৯ ॥ ৪১ ॥

ওঁ অনেক যাতনা সংস্থাঃ প্রেতলোকঞ্চ যে গতাঃ।

তেষা মুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১০॥৪২॥

যমলোক গত অনেক প্রকার নরক যাতনা ভোগে কষ্টাবস্থায় যে সকল পিতৃগণ অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধার নিমিত্তে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১০ ॥ ৪২ ॥

ওঁ অনেক যাতনা সংস্থা যেনীতা যম কিঙ্করৈঃ।

তেষা মুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১১॥৪৩॥

যমদূত কর্ত্তৃক নীত হইয়া বহুবিধ যাতনায় প্রেতলোকে যাঁহারা অবস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধরণ নিমিত্তে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১১ ॥ ৪৩ ॥

ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।

তেষা মুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহং ॥১২॥৪৪॥

যে সকল পিতৃগণেরা সমস্ত প্রকার নরক কুণ্ডে যন্ত্রণা ভোগে অবস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের তদযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণের নিমিত্তে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি॥ ১২ ॥ ৪৪ ॥

ওঁ পশুযোনিগতা যেচ পক্ষিকীট সরীসৃপাঃ।

অথবা বৃক্ষ যোনিস্থা স্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং।১৩।৪৫

আমার বংশে যে সকল পুরুষ মৃতোত্তর পশু যোনি কি পক্ষী যোনি বা কীট যোনি কিম্বা সরীসৃপাদি সর্প যোনি অথবা বৃক্ষ যোনি প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারোদ্দেশে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১৩ ॥ ৪৫ ॥

ওঁ জাত্যন্তর সহস্রেষু ভ্রমন্তে স্বেন কর্ম্মণা।

মানুষ্যং দুর্ল্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং।১৪।৪৬।

মম বংশজাত যে সকল মৃত পুরুষেরা স্বকৃত কর্ম্মানুসারে বহুশঃ জাত্যন্তর প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন এবং যাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি অতিদুর্ল্লভ হইয়াছে, সেই সকল পুরুষোদ্দেশে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১৪ ॥ ৪৬ ॥

ওঁ দিব্যন্তরীক্ষ ভূমিষ্ঠাঃ পিতরো বান্ধবাদয়ঃ।

মৃতা অসংস্কৃতা যেচ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহং। ১৫।৪৭।

স্বর্গত, শূন্যান্তরালগত বা ভূমিগত পিতৃলোক আর মম বংশে যেসকল বন্ধু বান্ধবগণ মৃত হইয়াছেন, এবং যাঁহাদিগের সংকারাদি কোন কর্ম্ম করা হয় নাই, তাঁহাদিগের উদ্দেশে আমি এই পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১৫ । ৪৭ ॥

ওঁ যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বেতৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা ॥ ১৬ ॥৪৮॥

আমার পিতৃলোকের মধ্যে যে সকল পিতৃগণ ইহ জগতে প্রেত রূপে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলে এই পিণ্ডদান দ্বারা সর্ব্বদা পরিতৃপ্ত হউন, অর্থাৎ প্রেত যোনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তিপথে অভিগমন করুন্ ॥ ১৬ ॥ ৪৮ ॥

ওঁ যে বান্ধবা বান্ধবা বা যে হন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তেষাং পিণ্ডোময়াদত্তো অক্ষয্য মুপতিষ্ঠতাং।১৭।৪৯।

আমার বান্ধব যে সকল, এবং আমার বংশের অবান্ধবই বা হউক্ আর জন্ম জন্মান্তরে যাহার সহিত বন্ধুতা ছিল, তাঁহাদিগের পরি-মুক্ত্যর্থে আমাকর্ত্তৃক যে পিণ্ড প্রদত্ত হইল, তাহা তাঁহাদিগের অক্ষয় তৃপ্তিকারক হউক্ ॥ ১৭ ॥ ৪৯ ॥

ওঁ পিতৃবংশেমৃতা যেচ মাতৃবংশেচ যে মৃতাঃ।
গুরুঃ শ্বশুর বন্ধূনাং যেচান্যে বান্ধবা মৃতাঃ ॥
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদার বিবর্জ্জিতাঃ।
ক্রিয়ালোপগতা যেচ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গব স্তথা ॥
বিরূপা আমগর্ব্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতা কুলে মম।
তেষাং পিণ্ডোময়াদত্তো হক্ষয্য মুপাতিষ্ঠতাং।১৮।৫০।

আমার পিতৃবংশে, ও মাতৃবংশে যে সকল ব্যক্তি সংস্কৃত বা অসংস্কৃতরূপে মৃত হইয়াছেন, গুরুকুলে অথবা শ্বশুর কুলে, কি বন্ধু

বান্ধবকুলে অথবা অন্য যে সকল বান্ধবগণ মৃত হইয়াছেন, এবং আমার বংশে যাঁহার স্ত্রীপুত্র হীন লুপ্তপিণ্ড ক্রিয়া রহিত হইয়াছেন, আর যাঁহারা জন্মান্ধ ছিলেন, কিম্বা চলৎশক্তি রহিত জড় বা পঙ্গু হইয়াছিলেন, অথবা বিরূপ অপক্ক গর্ব্ভে মৃত হইয়াছেন, এবং অস্মৎ কুলের মৃত যে সকল পুরুষকে আমি জানি বা না জানি, তাহাদিগের উদ্দেশে মৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত এই পিণ্ড অক্ষয় ফলপ্রদ হউক্॥ ১৮। ৫০।

ওঁ আব্রহ্মণো যে পিতৃবংশজাতা মাতুস্তথা বংশভবামদীয়াঃ, কুলদ্বয়ে যে মম দাসভূতা ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিত সেবকাশ্চ। মিত্রাণিসখ্যঃ পশবশ্চ বৃক্ষা দৃষ্টাহ্যদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ, জন্মান্তরে যে মম দাসভূতাস্তে তেভ্যঃ স্বধাপিণ্ড মহং দদামি॥ ১৯॥ ৫১॥

ব্রহ্মাবধি এপর্য্যন্ত আমার পিতৃবংশ ও মাতৃবংশ জাত পিতৃলোক আর এই কুলদ্বয়ের যে দাস দাসী ভৃত্য, আশ্রিত, সেবক, মিত্র এবং সখা আর পশুযোনি ও বৃক্ষাদি যোনি গত, ও দৃষ্ট অদৃষ্ট কৃত উপকারী পুরুষ, অপর জন্মান্তরে যাহারা আমার সহচর ছিল, স্বধোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাদিগের উদ্দেশে আমি এই পিণ্ড প্রদান করিতেছি। ১৯। ৫১॥

মাতৃষোড়শী শ্রাদ্ধ।

দক্ষিণাগ্র পাতিত কুশোপরি সতিল জল প্রক্ষেপণ পূর্ব্বক কুশমূলাদৌ ক্রমে পিণ্ড নিপাতন করিবেন।

যথা

ওঁ গর্ব্ভাদবগমেচৈব বিষমে ভূমিবর্ত্মনি।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং॥ ১। ৫২॥

গর্ত্ত হইতে অবগমকালে মাতা ভূতলশায়িনী হইয়াছিলেন, সেই বিষমাবস্থায় মাতার যে ক্লেশ, তন্নিষ্ক্রমণ কার্য্যের নিমিত্তে আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১ ॥ ৫২ ॥

ওঁ মাসি মাসি কৃতং কষ্টং বেদনা প্রসবেষু চ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং । ২ । ৫৩।

প্রথম গর্ত্তাবধি মাসে মাসে মাতা যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এবং প্রসবকালে যে দারুণ বেদনায় অভিভূতা হইয়াছিলেন, তন্নিষ্ক্রমণ কার্য্যের নিমিত্তে আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥২। ৫৩ ॥

ওঁ শৈথিল্যে প্রসবেচৈব মাতুরত্যন্ত দুষ্করং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৩ ॥ ৫৪।

প্রসবকালে শরীর শৈথিল্য প্রযুক্ত মাতার যে অত্যন্ত কষ্ট সুদুস্তর ক্লেশ প্রাপ্তি হইয়াছিল, তন্নিষ্ক্রমণ কার্য্যের নিমিত্ত আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৩ ॥ ৫৪ ॥

পদ্ভ্যাং জনয়তে মাতুর্দুঃখৈশ্চৈব সুদুষ্করং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥৪॥ ৫৫ ॥

যদিস্যাৎ অগ্রে পাদ দ্বয় জন্মে, সুতরাং তাহাতে গর্ত্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে মাতার সুদুস্তর দুঃখ হয়। সেই দুঃসহ দুঃখ নিষ্ক্রমণার্থে আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৪ ॥ ৫৫ ॥

অগ্নিনা শোষতে দেহং ত্রিরাত্রানশনেষু চ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৫ ॥৫৬ ॥

প্রসবানন্তর মাতা ত্রিরাত্র উপবাসে তীব্রাগ্নি দ্বারা যে শরীরকে শোষণ করিয়াছিলেন। তন্নিষ্ক্রমণ কার্য্যের নিমিত্ত আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৫ ॥ ৫৬ ॥

পিবেচ্চ কটুদ্রব্যাণি ক্লেশানি বিবিধানিচ।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥৬॥৫৭॥

কটুতর দ্রব্য পান ভোজনাদি দ্বারা মাতা যে বিবিধ প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। তন্নিষ্ক্রমণ কার্য্যের নিমিত্ত আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি। ৬ ॥ ৫৭ ॥

দুর্লভং ভক্ষ্য দ্রব্যস্য ত্যাগে বিন্দতি সংক্লমং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥৭॥৫৮॥

দুর্লভ ভক্ষ্য দ্রব্যের পরিত্যাগে যে ক্লেশ প্রাপ্তি হয়, মাতা পুত্র সেবানুরোধে তাহা ত্যাগ করিয়া যৎপরো নাস্তি ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তন্নিষ্ক্রমণ কার্য্যের নিমিত্তে আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি। ৭ ॥ ৫৮ ॥

রাত্রৌমূত্র পুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটং।
তস্যা নিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥৮॥৫৯॥

রাত্রিকালে পুত্রের বিষ্ঠামূত্রে মাতার পরিধেয় বাস আর্দ্র হইয়া যায়, সেই ক্লেশকে ক্লেশবোধ না করিয়া ঐ আর্দ্র বস্ত্রেই সমস্ত রাত্রি যাপনা করেন। পুত্র রক্ষার্থে সেই হিতৈষিণী মাতার যে ক্লেশ, তন্নিষ্ক্রমণ কার্য্যের নিমিত্তে আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ৮ ॥ ৫৯ ॥

পুত্রেব্যাধিসমাযুক্তে মাতৃদুঃখ মহর্নিশং।
তস্যানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ৯ ॥৬০ ॥

কদাপি পুত্র ব্যাধিত হইলে মাতার অহর্নিশি মহান্ দুঃখ উপস্থিত হয়, তন্নিষ্ক্রমণ কার্য্যের নিমিত্ত আমি এই মাতৃপিণ্ড প্রদান করি ॥ ৯ ॥ ৬০ ॥

যদাপুত্রোনলভ্তে তদামাতুশ্চ শোচনং।
তস্যানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১০ ॥ ৬১ ॥

যাবৎ পুত্র লাভ না হয়, মাতার তাবৎকাল অত্যন্ত শোক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। সেই শোকাপনোদন নিমিত্ত আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১০ ॥ ৬১

ক্ষুধয়াবিহ্বলেপুত্রে দদাতিনির্ভরংস্তনং।

তস্মানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১১ ॥ ৬২

পুত্র ক্ষুধাতে বিহ্বল হইলে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মাতা স্তন প্রদানে নির্ভর করেন। তাহাতে যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তন্নি ক্রমণ]কার্য্যার্থে আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১১। ৬২ ॥

দিবারাত্রৌ যদামাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃপুনঃ।

তস্মানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১২ ॥ ৬৩

পুনঃ পুনঃ স্তন্য প্রদানার্থ দিবারাত্রি মাতার শরীর পরিশুষ্ক হয় তথাপি পুত্রহিতৈষিণী মাতা ক্লেশজ্ঞান করেন না, অতএব তন্নিষ্ক্রমণ কার্য্যার্থে আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি। ১২। ৬৩।

পূর্ণেতুদশমেমাসি মাতুরত্যন্তদুষ্করং।

তস্মানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৩ ॥ ৬৪

গর্ভস্থ বালক দশমাস পরিপূর্ণ হইলে, মাতার অত্যন্ত দুষ্কর ক্লেশ হয়, তাহাতে মাতা নিয়ত যে যন্ত্রণা ভোগ করেন, তন্নিষ্ক্রমণ কার্য্যের নিমিত্তে আমি এই মাতৃ পিণ্ড প্রদান করি ॥ ১৩ ॥ ৬৪ ॥

গাত্রভঙ্গোভবেন্মাতুস্তৃপ্তিং নৈবপ্রযচ্ছতি।

তস্মানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃপিণ্ডং দদাম্যহং ॥ ১৪ ॥ ৬৫

সংপূর্ণ দশমাসে গর্ভস্থবালক মাতার সর্ব্বদা সর্ব্বগাত্র ভঙ্গ হয় বিশেষতঃ চরম সময়ে অঙ্গগ্রন্থি সকল শৈথিল্য হয়, তজ্জন্য মাতা অত্যন্ত ক্লেশ জন্মে এবং সে সময় কোনমতে কোন বিষয়ে তৃপ্তি

মন্ত্রস্থিতশব্দ সকল স্ত্রী পুংভেদে উচ্চারণ না করিয়া অভেদ রূপে স্ত্রী পুরুষের উল্লেখ করতঃ অপৃথক্‌রূপে পিণ্ড দান করিলে, বা পিণ্ডে জল তর্পণ করিলে, সে শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হয়, ইহাতে স্বগোত্রে কি পরগোত্রে হউক্ পিণ্ড দানক্রম সমকল্প হয়, সুতরাং পৃথক্ পৃথক্ নামোচ্চারণ পূর্ব্বক লিঙ্গভেদে মন্ত্রদ্বারা পিণ্ডদান করা কর্ত্তব্য। ৬৯ ॥

পিণ্ডপাত্রে তিলান্ ক্ষিপ্ত্বা পূরয়ন্তো শুভোদকৈঃ।
পরিষিচ্যত্রিধাসর্ব্বান্ প্রণিপত্যসমাপয়েৎ ॥
পিতৄন্‌বিসৃজ্য চাচম্য সাক্ষিণঃ শ্রাবয়েৎ সুরান্ ॥ ৭০

পিণ্ডদান করণানন্তর, পিণ্ডপাত্রে তিল নিক্ষেপ করতঃ নির্ম্মল শুভোদকে পিণ্ডপাত্র পরিপূর্ণ করিয়া সেই সতিল জলদ্বারা তিনবার পিণ্ডোপরি অভিষেচনরূপ পিতৃ তর্পণানন্তর পিতৃগণকে প্রণাম করতঃ শ্রাদ্ধ সমাপন করিবেন। এবং পিতৃগণের বিসর্জ্জন ও আচমন করতঃ শ্রাদ্ধের সাক্ষী করণার্থে এই মন্ত্র দেবগণকে শ্রবণ করাইবেন। ৭০ ॥ যথা

ওঁ সাক্ষিণঃ সন্তুমেদেবা ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা।
ময়াগয়াং সমাসাদ্যপিতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥ ৭১ ॥

হে ব্রহ্ম ঈশানাদি দেবগণেরা! তোমরা সকলে সাক্ষী থাকহ, আমি গয়াধাম প্রাপ্ত হইয়া শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানাদিদ্বারা পিতৃগণের নিষ্কৃতি বিধান করিলাম। ৭১ ॥

অনন্তর আদি গদাধরকে সাক্ষীকরণার্থে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন।—যথা

আগতোস্মি গয়াংদেব পিতৃকার্য্যেগদাধর।
ত্বমেবসাক্ষি ভগবন্ননৃণোহ মৃণত্রয়াৎ ॥ ৭২ ॥

হে ভগবন্! হে দেব গদাধর! আপনি সাক্ষী থাকিলেন, আমি পিতৃ কার্য্য সাধনার্থে গয়াতে আগত হইয়া, পিণ্ডদান দ্বারা ঋণত্রয় হইতে অঋণ হইলাম। ৭২ ॥

সর্ব্বস্থানেষ্বেবং স্যাৎ পিণ্ডদানন্তু নারদ।
প্রেতপর্ব্বতে যাবত্তু কুর্য্যাত্তীর্থেষু চ ক্রমাৎ ॥ ৭৩ ॥

ঋষি সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! প্রেত পর্ব্বত অবধি প্রথমতঃ শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়া, সেই বিধির অনুসারে ক্রমে পূর্ব্বোক্ত তীর্থ আর সকল স্থানে ও সকল তীর্থে পিণ্ডদান করিবেক। ৭৩।

তিলমিশ্রাংস্ততঃ শক্তূন্ নিঃক্ষিপেৎ প্রেতপর্ব্বতে।
অপসব্যেচদেবর্ষে দক্ষিণাভি মুখোনরঃ ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা পুরুষ বিকৃত উত্তরীয়বান, এবং দক্ষিণাভি-মুখ হইয়া তিলমিশ্র শক্তু লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রেতপর্ব্বতে প্রক্ষেপ করিবেক। ৭৪ ॥

ওঁ যেকেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু শক্তুভিস্তিলমিশ্রিতৈঃ ॥ ৭৫ ॥

ইহলোকে আমার পিতৃলোকেরা যে কেহ প্রেতরূপে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারা সকলে এই মমদত্ত তিলমিশ্র শক্তু ভোজনে সন্তুপ্ত হইয়া পরিমুক্ত হউন্ ॥ ৭৫ ॥

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরং।
ময়াদত্তেনতোয়েন তৃপ্তিমায়ান্তু সর্ব্বশঃ ॥ ৭৬ ॥

পাতালাদি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে কিঞ্চিৎ সচরাচর বস্তুরূপে মম পিতৃ লোকেরা বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই মদ্দত্ত এই জলপান করিয়া পরিতৃপ্ত হউন্ ॥ ৭৬ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ প্রেতপর্ব্বতে তিলোদকাঞ্জলি দানদ্বারা পিতৃ লোকের তর্পণ করিবেন।

প্রেতত্বাচ্চ বিমুক্তাস্যুঃ পিতরস্তস্যনারদ।
প্রেতত্বং তস্যমাহাত্ম্যাৎ কুলেচাপিনজায়তে ॥৭৭॥

হে নারদ! এই প্রেতপর্ব্বতে শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান ও তর্পণ করিলে, তাহার পিতৃ লোকেরা প্রেতত্ব হইতে পরিমুক্ত হন। আর ঐ শ্রাদ্ধ মহাত্ম্যে শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষের কুলে কেহ কখন মৃত হইয়া প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়েন না॥ ৭৭॥

নাম্না প্রেতশিলাখ্যাতা গয়াশিরসিমুক্তয়ে।
তীর্থমন্ত্রাদিরূপেণ স্থিতশ্চাদিগদাধরঃ॥ ৭৮॥

এই প্রেতপর্ব্বত গয়াসুর মস্তকে প্রেতশিলা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ফলে জীবগণের পরিমুক্তির নিমিত্তে আপনি স্বয়ং গদাধর প্রেত পর্ব্বত তীর্থরূপে গয়াসুর শিরে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে সনৎকুমার নারদ সংবাদে গয়ামাহাত্ম্যে পিণ্ডদান পদ্ধতিঃ ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ॥ ৬॥

অথ সপ্তম অধ্যায়ঃ।

সনৎকুমার উবাচ।

সনৎকুমার দেবর্ষি নারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! এই গয়াধামের মধ্যে যে উত্তর মানসাদি পঞ্চতীর্থ, সেই পঞ্চতীর্থে স্নান তর্পণ পিণ্ডদানাদি যথাক্রমে করিবেক। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রেত পর্ব্বতে শ্রাদ্ধাদি করণানন্তর ক্রমে পঞ্চম দিবস অবধি পঞ্চতীর্থ কৃত্যাদি করিবেক। তত্রায়ং ক্রমো যথা।

আদৌতু পঞ্চ তীর্থেষু চোত্তরে মানসে বিধিঃ।
আচম্য কুশহস্তেন শিরশ্চাভ্যুক্ষ্য বারিণা।
উত্তরং মানসং গচ্ছন্মন্ত্রেণ স্নান মাচরেৎ ॥ ১ ॥

প্রথমতঃ গয়াধামে পঞ্চতীর্থ ভ্রমণ করতঃ আদৌ প্রথম দিবসে উত্তর মানসে গিয়া যথাবিধি আচমন পূর্ব্বক কুশহস্ত হইয়া মস্তকোপরি শুদ্ধজল প্রক্ষেপ দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িয়া স্নান করিবেন। ১। যথা।

ওঁ উত্তরে মানসে স্নানং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে।
সূর্য্যালোকাদি সংসিদ্ধিঃ সিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে ॥ ২ ॥ ১

কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণি হইয়া প্রণবপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করিবেন। আমি আত্মশুদ্ধির নিমিত্তে এবং পিতৃলোকের সূর্য্যলোকাদি গমনপূর্ব্বক মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্তে, এই উত্তর মানসে স্নান করিতেছি। ২। ১।

শ্রদ্ধয়া তর্পণং স্নানং শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ সপিণ্ডকং।
মানসং হি সরো যস্মাত্তস্মাদুত্তর মানসং ॥ ৩ ॥

মনুষ্যগণেরা এই উত্তর মানসে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্নান ও পিতৃ মুক্তির নিমিত্তে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবেন। ঐ তীর্থে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক আনীত মানস সরোবরের অবস্থিতি আছে, একারণ তাহার নাম উত্তর মানস হইয়াছে ॥

সূর্য্যং নত্বার্চ্চয়িত্বাথ সূর্য্যলোকং নয়েৎ পিতৄন্ ॥ ৪ ।

ঐ উত্তর মানসে উত্তরার্ক আছেন, অতএব তথায় সূর্য্যদেবকে নমস্কার ও অর্চ্চনা করিলে পিতৃলোকের সূর্য্যলোকে গতি হয় ॥ ৪ ॥

অথ সূর্য্য প্রণাম মন্ত্রঃ ।

ওঁ নমো ভানবে ভর্ত্রে সোম ভৌমজ্ঞ রূপিণে ।
জীব ভার্গব সৌরেয় রাহু কেতু স্বরূপিণে ॥ ৫ ॥

প্রণব পূর্ব্বক নম উচ্চারণ করতঃ চতুর্থান্ত ভানু, ভর্ত্তৃ, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি শুক্র, শনি, এবং রাহু কেতু স্বরূপী হে সূর্য্য ! আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥

উত্তরাম্মানসা স্মৌনি ব্রজেদ্দক্ষিণ মানসং ।
উদীচি তীর্থ মিত্যুক্তং তত্রোদিব্যং বিমুক্তিদং ।
তত্রস্নাতো দিবং যান্তি স্বশরীরেণ মানবাঃ ॥ ৬ ॥

অনন্তর উত্তর মানস হইতে মৌনাবলম্বন করতঃ দক্ষিণ মানসে গমন করিবেন, তত্রাবস্থিত সর্ব্বপূজ্য মুক্তিপ্রদ উদীচীতীর্থে স্নানাদি করিলে মানবে সশরীরে স্বর্গলোক গমনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় । ৬ ।

মধ্যে কনখলং তীর্থং ত্রিষুলোকেষু বিশ্রুতং ।
স্নাতঃ কনক বদ্ভাতি নরোজাতি পবিত্রতাং ॥ ৭ ॥

উত্তর ও দক্ষিণ মানসের মধ্যে, যে ত্রিলোক বিখ্যাত কনখলতীর্থ, সেই কনখল তীর্থে স্নান করিলে স্বর্ণবৎ দীপ্তিমান হইয়া নর সকল স্বীয় পবিত্রতা লাভ করে । ৭ ॥

তস্য দক্ষিণভাগেতু তীর্থং দক্ষিণ মানসং।
দক্ষিণে মানসে চৈব তীর্থত্রয় মুদাহৃতং।
স্নাত্বাতেষু বিধানেন কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং পৃথক্‌২ ॥ ৮ ॥

কনখল তীর্থের দক্ষিণভাগে দক্ষিণ মানস তীর্থ, সেই দক্ষিণমানসে প্রসিদ্ধরূপ আরও তিন তীর্থ আছে, ঐ তীর্থত্রয়ে বিধিপূর্ব্বক পৃথক্‌২ স্নান ও পৃথক্‌২ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবেন ॥ ৮ ॥

ওঁ দক্ষিণে মানসে স্নানং করোম্যাত্ম বিশুদ্ধয়ে।
সূর্য্য লোকাদি সং সিদ্ধিঃ সিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে। ৯।১

আত্ম বিশুদ্ধির নিমিত্তে, আর সূর্য্যাদি লোক প্রাপ্তির নিমিত্তে, এবং পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্তে আমি এই দক্ষিণ মানসে স্নান করি ॥ ৯ ॥ ১ ॥

ওঁ ব্রহ্মহত্যাদি পাপৌঘ ঘাতনায় বিমুক্তয়ে।
দিবাকর করোমীহ স্নানং দক্ষিণ মানসে ॥ ১০। ২ ॥

হে দিবাকর সূর্য্য! আমি ব্রহ্মহত্যাদি সমূহ পাপ ঘাতন নিমিত্ত এবং পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্ত এই দক্ষিণ মানসে স্নান করিতেছি ॥ ১০ ॥ ২ ॥

সূর্য্যং নত্বার্চ্চয়িত্বাথ সূর্য্যলোকান্নয়েৎ পিতৄন্‌ ॥ ১১।

ঐ তীর্থে সূর্য্যদেবকে প্রণাম ও অর্চ্চনা করাতে সূর্য্যলোক হইতে পিতৃগণকে মোক্ষপথে নীত হয়েন ॥ ৯ ॥

ওঁ নমামি সূর্য্যং তৃপ্ত্যর্থং পিতৃণাং তারণায় চ।
পুত্র পৌত্র ধনৈশ্বর্য্যায়ুরারোগ্য বৃদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥ ৩।

পিতৃলোকের নিস্তারের নিমিত্তে, এবং পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, আয়ু, ও আরোগ্য বৃদ্ধির নিমিত্তে ব্রহ্মণ্যদেব সূর্য্যকে আমি নমস্কার করি ॥ ১২ ॥ ৩ ॥

এই মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ মানসের সকল তীর্থে স্নান তর্পণ করতঃ তত্রত্য দক্ষিণার্কের প্রণাম পূজনাদি করিয়া, অনন্তর ফল্গুতীর্থে গমন করিবেন।

কল্গুতীর্থং ব্রজেত্তস্মাৎ সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমং।
মুক্তির্ভবতি পিতৃণাং কর্ত্তৃণাং শ্রাদ্ধতঃ সদা॥ ১৩॥

সর্ব্বোত্তম তীর্থ হইতে দক্ষিণ মানসে পরমোত্তম ফল্গুতীর্থ, তথায় শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষের এবং তৎপিতৃলোকের অসংশয় মুক্তি হয়। অতএব সেই মুক্তিপ্রদ ফল্গুতীর্থে গমন করিবেন॥ ১৩॥

ব্রহ্মণা প্রার্থিতো বিষ্ণুঃ ফল্গুকোহ্যভবৎ পুরা।
দক্ষিণাগ্নি হুতং ন্যূনং তত্রজঃ ফল্গুতীর্থকং॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বে জগদ্ধাতা ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া সর্ব্বদেবময় সর্ব্বাধার পরাৎপর প্রভু বিষ্ণু ফল্গুতীর্থরূপে আপনি স্বয়ং পৃথিবীতে অবস্থিত হন্। দক্ষিণাগ্নিতে হুত ঐ সকল রজ এ কারণ তাহার নাম ফল্গুতীর্থ হইয়াছে, অতএব সাক্ষাৎ ভগবদ্রূপে প্রকাশিত এ প্রযুক্ত সর্ব্ব তীর্থ হইতে ফল্গুতীর্থ শ্রেষ্ঠতম হয়েন্। ১৪।

তীর্থানি যানি সর্ব্বাণি ভুবনেষ্বখিলেষ্বপি॥
তানি স্নাতুং সমায়ান্তি ফল্গুতীর্থং সুরৈঃ সহ॥ ১৫॥

অখিল ভুবন মধ্যে যে সকল তীর্থ আছে, সে সকল তীর্থই সমস্ত দেবগণের সহিত গয়াধামে ফল্গু তীর্থে স্নান করিতে আগমন করেন ইহাতেই ফল্গুতীর্থের পরম মাহাত্ম্য হয়॥ ১৫॥

গঙ্গা পাদোদকং বিষ্ণোঃ ফল্গুহ্যাদি গদাধরঃ।
স্বয়ং হি দ্রবরূপেণ তস্মাদ্গঙ্গাধিকং বিদুঃ॥ ১৬॥

ত্রিলোকতারিণী গঙ্গা বিষ্ণুর পাদোদক, কিন্তু আদি গদাধর স্বয়ং

দ্রবরূপে ফল্গুতীর্থ হইয়াছেন। একারণ গঙ্গা হইতে ফল্গু অধিকতর মান্য জানিহ। ১৬।

অশ্বমেধ সহস্রাণাং সহস্রং যঃ সমাচরেৎ॥
নাসৌ তৎফল মাপ্নোতি ফল্গুতীর্থে যদাপ্নুয়াৎ॥ ১৭

ফল্গুতীর্থে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধাদি করিলে যে ফল লাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ সহস্র বার সম্পন্ন করিলেও তৎসম ফল প্রাপ্তি হয় না। ১৭॥

ফল্গু স্নান মন্ত্র।

ফল্গুতীর্থে বিষ্ণুজলে করোমি স্নান মাদৃতঃ।
পিতৃণাং বিষ্ণুলোকায় ভুক্তিমুক্তি প্রসিদ্ধয়ে॥১৮॥

বিষ্ণুই দ্রবরূপে ফল্গুতীর্থ হইয়াছেন, অতএব আমি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃলোকের বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি এবং স্বীয় ভোগ মোক্ষ সিদ্ধির নিমিত্তে এই ফল্গুজলে স্নান করি॥ ১৮॥ ১।

ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তর্পণং শ্রাদ্ধ মাচরেৎ।
সপিণ্ডকং স্বসূক্তোক্তং নমেদথ পিতামহং॥ ১৯॥

সর্ব্ব তীর্থ হইতে মুক্তিপ্রদ পরমতীর্থোত্তম সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপ ফল্গুতীর্থ হয়, তাহাতে স্নান করতঃ স্বস্ববেদশাখোক্ত মন্ত্রে সপিণ্ডক পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিয়া, অনন্তর তদধিষ্ঠাতা শিবকে পিতামহ জ্ঞানে প্রণাম করিবেন॥ ১৯॥

ওঁ নমঃ শিবায় দেবায় ঈশায় পুরুষায় চ।
অঘোর বামদেবায় সদ্যোজাতায় শম্ভবে॥ ২০॥

ফল্গুতীর্থে শ্রাদ্ধাদি করতঃ শিব, দেব, ঈশ, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব এবং সদ্যোজাত এই কয়েক শিব নাম উচ্চারণ করতঃ প্রণব

ও নমঃ পূর্ব্বক চতুর্থ্যন্ত দেবাধিদেব মহাদেবকে প্রণাম করিবেন ॥ ২০ ॥ ১ ॥

ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বাদেবং গদাধরং ।
আত্মানং তারয়েৎ সদ্যো দশপূর্ব্বান্ দশাপরান্ ।২১।

মনুষ্যমাত্রে ফল্গুতীর্থে স্নান করতঃ দেবাধিদেব গদাধরকে দর্শন করিলে, আপনাকে এবং আপনার পূর্ব্ব দশপুরুষ ও পরভূত দশ দশপুরুষকে পাপ সমুদ্র হইতে নিস্তারণ করেন ॥ ২১ ॥

নত্বা গদাধরং দেবং মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ ॥ ২২ ॥

আদি গদাধরকে প্রণাম করিয়া অনন্তর নিম্নোক্ত এই মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবেন ॥ ২২ ॥ তন্মন্ত্রং যথা ।

ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় শ্রীধরায় চ বিষ্ণবে ॥ ২৩ ॥

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, শ্রীধর, ও বিষ্ণু, এই ছয় নাম প্রণব পূর্ব্বক নমঃ পদ দিয়া চতুর্থ্যন্ত উচ্চারণে পূজা করিবেন । ২৩ ।

পঞ্চতীর্থে নর স্নাত্বা ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ।
অমৃতৈঃ পঞ্চভিঃস্নানং পুষ্পবস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতং ।
নকুর্য্যাদ্যো গদাপাণেস্তস্য শ্রাদ্ধ মসার্থকং ॥ ২৪ ।

অনন্তর উত্তর মানস, উদীচী, ও দক্ষিণ মানস, কনখল, এবং ফল্গু এই পঞ্চতীর্থে পুনর্ব্বার স্নান করিবেন ; তৎস্নানে ফলে পিতৃগণের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় । এবং আদি দেব গদাধরকে পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পরিশোভিত করিবেন, কেননা গয়াধামে গিয়া শ্রাদ্ধ করতঃ পঞ্চামৃতে গদাধরের অভিষেক, ও বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা তাঁহাকে অলঙ্কৃত যে না করে, সে ব্যক্তির গয়াশ্রাদ্ধ করাই অসার্থক হয়, অর্থাৎ নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥

অথ গয়াশিরো নিরূপণ।

নাগকূটাদ্গৃধ্রকূটাদ্যূপাদুত্তর মানসাৎ।
এতদ্গয়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্গুতীর্থং তদুচ্যতে॥ ২৫॥

নাগকূট হইতে গৃধ্রকূট ও তথা হইতে ব্রহ্মযূপ, ব্রহ্মযূপ হইতে উত্তর মানস পর্য্যন্ত গয়াসুরের মস্তক, ইহার মধ্যেই সকল তীর্থের অবস্থান, ইহাকেই সকলে ফল্গুতীর্থ বলিয়া উক্ত করেন॥ ২৫॥

প্রথমেহ্নি বিধিঃ প্রোক্তো দ্বিতীয়ে দিবসে ব্রজেৎ।
ধর্ম্মারণ্যং তত্র ধর্ম্মো যস্মাৎ যজ্ঞ মকারয়ৎ॥ ২৬॥

প্রথম দিবসীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল যথাবিহিত বক্তব্য হইল। অনন্তর দ্বিতীয় দিবসে ধর্ম্মারণ্যে গমন করিবেন। পূর্ব্বে সেই স্থানে ধর্ম্মরাজ বহুযজ্ঞ করিয়াছিলেন, একারণ তৎস্থানের নাম ধর্ম্মারণ্য॥ ২৬॥

গমনাদ্ব্রহ্মলোকাপ্তি র্ভবত্যেবহি নারদ॥ ২৭॥

সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! ধর্ম্মারণ্য গমন করতঃ তথায় যথাবিধি স্নান তর্পণাদি করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়॥ ২৭॥

মতঙ্গ বাপ্যাং যঃ স্নাত্বা তর্পণং শ্রাদ্ধমাচরেৎ।
গত্বা নত্বা মতঙ্গেশ মিদং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥ ২৮॥

অনন্তর ঐ ধর্ম্মারণ্যস্থা মতঙ্গবাপীতে স্নান করতঃ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিবেন। এবং তৎস্থানীয় মতঙ্গেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবেক॥ ২৮॥

ওঁ প্রমাণং সন্তু মে দেবা লোক পালাশ্চ সাক্ষিণঃ।
ময়াগত্য মতঙ্গেস্মিন্ পিতৃণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা॥ ২৯॥

আমি এই মতঙ্গতীর্থে সমাগমনপূর্ব্বক তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি করণে

পিতৃলোকদিগের নিস্তার করিলাম, সমস্ত দেবগণ ও সমস্ত দিকপাল-গণ ইহার সাক্ষীস্বরূপ প্রমাণ থাকিলেন ॥ ২৯ ॥

তৎকূপযূপয়োর্মধ্যে সর্ব্বাং স্তারয়তে পিতৃন্।
ধর্ম্মং ধর্ম্মেশ্বরং নত্বা মহাবোধি তরুং নমেৎ ॥ ৩০ ॥

অনন্তর তৎস্থানস্থ কূপ ও যূপের মধ্যে শ্রাদ্ধ করিবেন, অর্থাৎ তৎস্থানে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক সকলের নিস্তার করা হয়। শ্রাদ্ধানন্তর ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেশ্বর শিবকে নমস্কার করিয়া তত্রস্থ মহত্তরুবর অশ্বত্থকে নমস্কার করিবার বিধি আছে ॥ ৩০ ॥ তস্য মন্ত্রং যথা।

নমস্তেঽশ্বত্থরাজায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মনে।
বোধিদ্রুমায় পিতৃণাং কর্ত্তৃণাং তারণায়চ ॥ ৩১। ১।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মক, হে বোধিবৃক্ষ, হে অশ্বত্থরাজ! আমি পিতৃ-লোকদিগের নিস্তার কারণ তোমাকে নমস্কার করি। যে ব্যক্তি তোমাকে প্রণাম করে, তাহার পিতৃলোক সকল ঘোর ভবার্ণবে পরিত্রাণ পান্ ॥ ৩১ ॥ ১ ॥

চলদ্দলায় বৃক্ষায় অশ্বত্থায় নমোনমঃ।
বোধি সত্ত্বায় যজ্ঞায় অশ্বত্থায় নমোনমঃ ॥ ৩২। ২।

চলৎদল মহাবৃক্ষ অশ্বত্থ, তোমাকে ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করি। তুমি জ্ঞানস্বরূপ, যজ্ঞস্বরূপ, অশ্বত্থ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি ॥ ৩২ ॥ ২ ॥

একাদশোঽসি রুদ্রাণাং বসূনাং পাবকস্তথা।
নারায়ণোঽসি দেবানাং বৃক্ষরাজাসি পিপ্পল। ৩৩। ৩।

হে অশ্বত্থ! তুমি একাদশ রুদ্রের মধ্যে কালাগ্নি রুদ্র, অষ্টবসুর মধ্যে পাবক, দেবতাদিগের মধ্যে তুমি নারায়ণ, তুমি সর্ব্ব বৃক্ষরাজ, তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৩৩। ৩ ॥

অশ্বত্থ যস্মাত্ত্বয়ি বৃক্ষরাজ,
নারায়ণ স্তিষ্ঠতি সর্ব্বকালং।
অতঃ শুভস্ত্বং সততং তরূণাং,
ধন্যোসি দুঃস্বপ্ন বিনাশনোসি॥ ৩৪॥

হে অশ্বত্থ হে বৃক্ষরাজ! সর্ব্বকাল তোমাতে নারায়ণ বাস করেন, এ কারণ তুমি ধন্য, তুমি দুঃস্বপ্ন বিনাশন, তুমি সর্ব্বতোভাবে সকল বৃক্ষ হইতে শুভ বৃক্ষ হও॥ ৩৪॥

অশ্বত্থ রূপিণং দেবং শঙ্খ চক্র গদাধরং।
নমামি পুণ্ডরীকাক্ষং বৃক্ষরূপধরং হরিং॥ ৩৫॥

যিনি শঙ্খ চক্র গদাধর দেব নারায়ণ তিনিই অশ্বত্থরূপ, অতএব বৃক্ষরূপী পুণ্ডরীকাক্ষ হরিকে আমি প্রণাম করি॥ ৩৫॥

যেঽস্মৎ কুলে মহাবংশে বান্ধবা দুর্গতিং গতাঃ।
ত্বদ্দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চ স্বর্গতিং যান্তু শাশ্বতীং। ৩৬।

হে অশ্বত্থবর! মহাবংশোদ্ভব আমার কুলে যে সকল বন্ধুবান্ধবগণ স্বকৃত কর্ম্মের ফলানুসারে দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগের পরিত্রাণার্থে তোমাকে স্পর্শপূর্ব্বক নমস্কার করিলাম, সেই ফলে তাঁহারা সকলে সর্ব্ব সুখাকর মোক্ষপদ প্রাপ্ত হউন্॥ ৩৬॥

ঋণত্রয়ং ময়াদত্তং গয়ামাগত্য বৃক্ষরাট্।
ত্বৎ প্রসাদান্মহাপাপা দ্বিমুক্তোহহং ভবার্ণবাৎ। ৩৭।

হে বৃক্ষরাজ! আমি অঋণী হইবার কামনায় গয়াক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক তোমাতে ঋণত্রয় অর্পণ করিয়া তব প্রসাদে মহাপাপ হইতে এবং ভবসমুদ্র হইতে এক্ষণে পরিমুক্ত হইলাম॥ ৩৬॥ ৭॥

তৃতীয় দিন কৃত্যং।

তৃতীয়ে ব্রহ্মসরসি স্নাত্বা শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং।
কৃত্বা সর্ব্ব প্রমাণেন মন্ত্রেণ বিধিবৎ কৃতং॥ ৩৮॥

তৃতীয় দিবসে ব্রহ্ম সরোবরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিধিবৎ স্নান করিয়া, পিতৃলোকের নিস্তারার্থ সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবেন॥ ৩৮ ॥

ওঁ স্নানং করোমি তীর্থেস্মিন্ ঋণত্রয় বিমুক্তয়ে।
তৎকূপ যূপয়োর্মধ্যে ব্রহ্মলোকং নয়েৎপিতৄন্॥৩৯॥

পিতৃ ঋণ, ঋষিঋণ এবং দেবঋণে পরিমুক্তির নিমিত্তে আমি এই তীর্থে স্নান করি। অর্থাৎ উক্ত সরবরে কূপ যূপের মধ্যে স্নান করিলে, পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়॥ ৩৯ ॥

যাগংকৃত্বোচ্ছ্রিতোযূপো ব্রহ্মণোযূপ ইত্যসৌ।
কৃত্বা ব্রহ্মসরঃ শ্রাদ্ধং সর্ব্বাংস্তারয়তে পিতৄন্॥ ৪০ ॥

গয়াক্ষেত্রে যাগ করিয়া যে সরোবরে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সমুচ্ছ্রিতরূপে যূপ সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহার নাম ব্রহ্মযূপ। ঐ ব্রহ্মসরোবরে শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রহ্মযূপে পিণ্ডদান করিলে, সমস্ত পিতৃলোকের নিস্তার হয়॥ ৪০ ॥

যূপং প্রদক্ষিণী কৃত্য বাজপেয় ফলং লভেৎ।
ব্রহ্মাণঞ্চ নমস্কৃত্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্। ৪১।

ব্রহ্মযূপকে প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। আর সেই যূপ কূপে ব্রহ্মার উদ্দেশে নমস্কার করিলে নমস্কার কর্ত্তার পিতৃলোক সকল ব্রহ্মলোকে গমন করেন॥ ৪১ ॥

অথ ব্রহ্ম নমস্কার মন্ত্র।

ওঁ নমো ব্রহ্মণেহজায় জগজ্জন্মাদি কারিণে।
ভক্তানাঞ্চ পিতৃণাংহি তারকায় নমো নমঃ। ৪২।

অজ, জগৎ জন্মাদিরূপী, ব্রহ্মা, ভক্তগণের এবং তৎপিতৃগণের তারক, এই মাত্র নামোদ্দেশে প্রণবপূর্ব্বক নমঃ পদ দিয়া চতুর্থ্যন্ত প্রয়োগদ্বারা ভূয়ো ভূয়ো নমস্কার করিবেন। ৪২ ॥

গোপ্রচার সমীপস্থা আম্রা ব্রহ্ম প্রকল্পিতাঃ।
তেষাং সেচনমাত্রেণ পিতরো মোক্ষগামিনঃ॥ ৪৩ ॥

ঐ ব্রহ্ম সরোবর সন্নিহিত যে গোচারণ স্থান, তাহার সমীপে ব্রহ্ম কল্পিত যে সকল আম্রবৃক্ষ আছে। তাহাদিগকে এই মন্ত্রদ্বারা সেচন করিবেন, তৎসেচনমাত্রে পিতৃলোকেরা মোক্ষগামী হয়েন।৪৩।

ওঁ আম্রং ব্রহ্ম সরোদ্ভূতং সর্ব্বদেব ময়ং তরুং।
বিষ্ণুরূপং প্রধিঞ্চামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে॥ ৪৪॥

প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক, এই মন্ত্রে আম্রকে সেচন করিবেন। ব্রহ্ম সরোবর হইতে উদ্ভূত সর্ব্ব দেবময় সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপ যে সকল আম্র তরু, পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে অভিষেচন করি॥ ৪৪ ॥

ওঁ একোমুনিঃ কুম্ভ কুশাগ্রহস্ত আম্রস্য মূলে সলিলং দদামি। আম্রশ্চ সিক্তঃ পিতরশ্চ তৃপ্তা একাক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী প্রসিদ্ধা॥ ৪৫ ॥

আমি কলশী ও কুশাগ্রপাণি হইয়া সঙ্গবর্জ্জিত মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক আম্রের মূলে জলপ্রদান করিতেছি। অতএব আম্র অভিষিক্ত হইলে পিতৃলোকেরা পরিতৃপ্ত হইবে। যেহেতু কার্য্যদ্বয় সাধিনী যে একাক্রিয়া তাহাই সুপ্রসিদ্ধা হয়॥ ৪৫ ॥

ততো যমবলিং ক্ষিপ্তা মন্ত্রেণানেন সংযতঃ। ৪৬।

অনন্তর সংযত ইন্দ্রিয়বান হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যম বলি প্রদান করিবেন যথা।

ওঁ যমরাজ ধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্থং ব্যবস্থিতৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি পিতৃণাংমুক্তিহেতবে।।৪৭।।

গয়াসুরকে নিশ্চল করিয়া রাখিবার নিমিত্ত যমরাজ ও ধর্ম্মরাজ উভয়ে গয়াতে অবস্থিত আছেন; আমি পিতৃলোকের মুক্তির কারণ তাঁহাদিগের দুইজনকে এই বলি প্রদান করি।। ৪৭।।

ততঃ শ্বানবলিং ক্ষিপ্ত্বা মন্ত্রেণানেন নারদ।। ৪৮।।

সনৎকুমার দেবর্ষিনারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! অতঃপর এই মন্ত্রদ্বারা শ্যাম ধবল কুক্কুরদ্বয়ের উদ্দেশে বলি প্রদান করিবেন।। ৪৮।।

ওঁ দ্বৌশ্বানৌ শ্যামশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি রক্ষেতাংপথি সর্ব্বদা।।৪৯।।

যমরাজ কুলে উদ্ভূত শ্যাম ও ধবল নামে কুক্কুরদ্বয়, তাহাদিগকে আমি পিণ্ডরূপ বলি প্রদান করিতেছি, তাঁহারা যমরাজ পথে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন।। ৪৯।।

ততঃ কাক বলিং ক্ষিপ্ত্বা মন্ত্রেণানেন নারদ।। ৫০।।

মহাযোগী সনৎকুমার দেবর্ষিনারদকে পুনর্ব্বার কহিতেছেন। হে নারদ! অনন্তর এই মন্ত্র দ্বারা কাক বলি ক্ষেপণ করিবেন।।৫০।।

ওঁ ঐন্দ্রবারুণ বায়ব্যাং যাম্যাং বৈ নৈঋর্তীস্তথা।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্নন্তু ভূমৌপিণ্ডং ময়োজ্ঝিতং।।৫১।।

প্রণব পূর্ব্বক এই মন্ত্র পড়িবেন। যে সকল কাক পূর্ব্ব পশ্চিম বায়ু দক্ষিণ নৈঋর্তদিগ্‌ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাদিগের উদ্দেশে আমি ভূমিতলে এই পিণ্ড সমর্পণ করিলাম, তাঁহারা সকলে মদ্দত্ত বলি প্রতি গ্রহণ করুন্।। ৫১।।

অথ চতুর্থাহঃ কৃত্য।

ফল্গুতীর্থে চতুর্থেহহ্নি স্নানাদিক যথাচরেৎ।
গয়াশিরস্ত্বথ শ্রাদ্ধং পদে কুর্য্যাৎ সপিণ্ডকং॥ ৫২॥
সাক্ষাৎ গয়াশির স্তত্র ফল্গুতীর্থাশ্রিতং কৃতং॥ ৫৩॥

অনন্তর চতুর্থ দিবসে ফল্গুতীর্থে স্নানাদি ক্রিয়ার সমাচরণ পূর্ব্বক পরে বিষ্ণু পাদাদিতে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিবেন॥ ৫২॥ এই গয়া-ধামের মধ্যে সাক্ষাৎ গয়াশির ফল্গুতীর্থকে সমাশ্রয় করিয়া রহি-য়াছেন। অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎকৃষ্ট তীর্থ গয়াধাম অতি পবিত্র, তাহাতে পবিত্রোত্তম ফল্গুযোগ হওয়াতে সুতরাং এস্থানের মাহাত্ম্য অধিকতর হইয়াছে, এখানে শ্রাদ্ধ করায় পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি কারণ হয়॥ ৫৩॥

গয়ানির্দ্দেশ।

নাগাজ্জনার্দ্দনা দ্ব্রহ্ম যূপা চ্চোত্তর মানসাৎ।
এতদ্গয়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্গুতীর্থং তদুচ্যতে॥ ৫৪॥

নাগকূট পর্ব্বত হইতে জনার্দ্দন, তথা হইতে ব্রহ্মযূপ, ব্রহ্মযূপ, হইতে উত্তর মানস তথা হইতে সাক্ষাৎ গয়াশির পর্য্যন্ত ফল্গুতীর্থ বলিয়া শাস্ত্রে খ্যাত করেন॥ ৫৩॥

পিতামহং সমাসাদ্য যাবদুত্তর মানসং।
ফল্গুতীর্থন্তু বিজ্ঞেয়ং দেবানামপি দুর্ল্লভং॥ ৫৪॥

এবং পিতামহ তীর্থাবধি উত্তর মানস পর্য্যন্ত যে সকল স্থান, সেই সকল স্থানকেও দেবদুর্ল্লভ ফল্গুতীর্থ বলিয়া জানিবেন॥ ৫৪॥

ক্রৌঞ্চপাদাৎ ফল্গুতীর্থাদ্যাবৎ সাক্ষাদ্গয়াশিরঃ।
মুখ্যং গয়াসুরস্যৈব তস্মাৎ শ্রাদ্ধ মথাক্ষয়ং॥ ৫৫॥

ক্রৌঞ্চপাদতীর্থাবধি ফল্গুতীর্থপর্য্যন্ত যে সকল স্থান, তাহাই

সাক্ষাৎ গয়াশিরঃ, অর্থাৎ গয়াসুরের মুখ, সেই কারণ তথায় শ্রাদ্ধ করিলে, অক্ষয় ফল হয়। ৫৫ ॥

মুণ্ডপৃষ্ঠোনগাদ্যাশ্চ সাক্ষাত্তৎ ফল্গুতীর্থকং।
আদ্যো গদাধরো দেবো ব্যক্তাব্যক্তাত্মনা স্থিতঃ ।৫৬।

মুণ্ড পৃষ্ঠে নগাদি পর্ব্বত সকল সাক্ষাৎ ফল্গু তীর্থ হয়, ব্যক্তা-ব্যক্তাত্মা আদি দেব গদাধর তথায় ব্যক্তাব্যক্ত তীর্থরূপে অবস্থিত আছেন ॥ ৫৬ ॥

বিষ্ণ্বাদি পদরূপেণ পিতৃণাং মুক্তিহেতবে।
এতদ্বিষ্ণু পদং দিব্যং দর্শনাৎ পাপনাশনং।
স্পর্শনাৎ পূজনাদ্বাপি পিতৃণাঞ্চ বিমুক্তিদং ॥ ৫৭ ॥

গয়াশিরঃ, স্থানে পিতৃলোকের মুক্তির নিমিত্ত বিষ্ণুপ্রভৃতি দেবগণেরা কোথাও ব্যক্তভাবে পদচিহ্নরূপে, কোথাও বা অব্যক্তভাবে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেছেন। এবং আদিদেব গদাধর পদচিহ্নরূপে যে গয়াশিরের মধ্যে অবস্থিত আছেন, সেই বিষ্ণুপাদপদ্ম অতি মনোহর, তাঁহার দর্শনে সর্ব্বপাপ প্রনাশন হয়, আর তৎ স্পর্শনে, পূজনে ও তাহাতে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে, তাহা অক্ষয় ফলের নিমিত্ত হয় যেহেতু ঐ বিষ্ণু পাদপদ্মই পিতৃলোকের মুক্তিপ্রদ হয়েন ॥ ৫৭ ॥

বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ডদান মহিমা।

শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা কুলসাহস্র মাত্মনা।
নয়েৎ বিষ্ণুপদং দিব্য মনন্তং শিবমব্যয়ং। ৫৮।

পরম চিন্তনীয় যোগীজনধ্যেয়, মনোহর বিষ্ণু পাদপদ্ম, তদুপরি সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে,শ্রাদ্ধকৃৎপুরুষ আপনার সহিত স্বকুলের সহস্র পুরুষকে তৎবিষ্ণুর পরম পদে নীত হয়েন, অর্থাৎ অসীম অব্যয় পরম মঙ্গলাস্পদ পরম মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৫৮ ॥

শ্রাদ্ধং কৃত্বা রুদ্রপদে নয়েৎকুল শতংনরঃ।
মহাত্মানং শিবপুরং তথাব্রহ্ম পদে নরঃ।
ব্রহ্মলোকং কুলশতং সমুদ্ধৃত্য নয়েৎ পিতৄন্॥ ৫৯।

রুদ্রপদে পিণ্ডদান করিলে এক শত পুরুষের রুদ্রলোকে গতি হয়। অনন্তর ব্রহ্মপদের ফল শ্রবণ করহ। ব্রহ্মার পদচিহ্নে সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে নব নরক হইতে একশত কুল উদ্ধার করিয়া পিতৃলোককে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত করায়॥ ৫৯॥

কশ্যপস্য পদেশ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্।
দক্ষিণাগ্নি পদেশ্রাদ্ধী বাজপেয় ফলং লভেৎ। ৬০।

অনন্তর কশ্যপের পদচিহ্নে শ্রাদ্ধ পিণ্ডদান করিলে, শ্রাদ্ধকৃৎ ব্যক্তির পিতৃগণেরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। এবং দক্ষিণাগ্নিপদে শ্রাদ্ধ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়॥ ৬০॥

গার্হপত্য পদেশ্রাদ্ধী রাজসূয় ফলং ভবেৎ।
শ্রাদ্ধকৃৎ হবনীয়ে তু বাজিমেধ ফলং লভেৎ॥ ৬১॥

গার্হপত্য অগ্নিপদচিহ্নে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকৃৎ ব্যক্তির রাজসূয় যজ্ঞের ফল হয়। এবং আহবনীয় অগ্নিপদে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে॥ ৬১॥

শ্রাদ্ধং কৃত্বা সভ্যপদে জ্যোতিষ্টোমং সমশ্নুতে।
আবসত্যপদে শ্রাদ্ধী সোমলোক মবাপ্নুয়াৎ। ৬২।

সভ্যপদে শ্রাদ্ধ করিয়া জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফল পায়। এবং আবসত্যপদে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিলে শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়॥ ৬২॥

শ্রাদ্ধংকৃত্বা শক্রপদে ইন্দ্রলোকং নয়েৎ পিতৄন্।
অগস্ত্যস্য পদেশ্রাদ্ধী পিতৄন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ॥ ৬৩॥

ইন্দ্রের পদচিহ্নে শ্রাদ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধী স্বীয় পিতৃগণকে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত করায়। এবং অগস্ত্যপদে পিণ্ড দানে পিতৃলোকেরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন ॥ ৬৩ ॥

ক্রৌঞ্চ মাতঙ্গয়োঃশ্রাদ্ধী ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্।
শ্রাদ্ধী সূর্য্যপদে পঞ্চপাপিনোঽর্ক পুরং নয়েৎ। ৬৪।

ক্রৌঞ্চপদে এবং মাতঙ্গপদে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকৃৎ ব্যক্তির পিতৃলোকের ব্রহ্মলোকে গতি হয়। আর সূর্য্যপদচিহ্নে শ্রাদ্ধ করায় শ্রাদ্ধ কর্ত্তার পিতৃগণেরা পঞ্চম মহাপাতকের পাতকী হইলেও সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৬৪ ॥

কার্ত্তিকেয় পদে শ্রাদ্ধী বাজিমেধফলং লভেৎ।
গণেশস্য পদে শ্রাদ্ধী রুদ্রলোকং নয়েৎ পিতৃন্।৬৫।

কার্ত্তিকেয়পদে শ্রাদ্ধ করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। এবং গণেশ্বর পদে পিণ্ডদানে পিতৃগণের রুদ্রলোকে গতি হয় ॥ ৬৫ ॥

গজকর্ণে তর্পণকৃৎ নির্ম্মলং স্বর্ণয়েৎ পিতৃন্।
অন্যেষাঞ্চ পদেশ্রাদ্ধী পিতৃন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ ॥ ৬৬ ॥

গজকর্ণ তীর্থে পিতৃ তর্পণ করিলে তর্পণকারী পুরুষের পিতৃলোকেরা নির্ম্মল স্বর্গধাম প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবতাদিগের পদচিহ্নে পিণ্ডদানে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্ব্বপুরুষগণকে ব্রহ্মপুরে নীত হয়েন ॥ ৬৬ ॥

সর্ব্বেষাং কাশ্যপংশ্রেষ্ঠং বিষ্ণোরুদ্রস্য বৈপদং।
ব্রহ্মণশ্চ পদং চাপি শ্রেষ্ঠং তত্র প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৬৭ ॥

গয়াধামে যত যত পদ চিহ্ন আছে সে সকল চিহ্ন হইতে কাশ্যপের ও বিষ্ণুর এবং রুদ্রের পদচিহ্ন অতিশয় শ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মারও পদচিহ্ন শ্রেষ্ঠতর হয়, ইহা শাস্ত্রে কহিয়াছেন ॥ ৬৭ ॥

প্রারম্ভেচ সমাপ্তৌচ তেষামন্যতমং স্মৃতং।
শ্রেয়স্করং ভবেত্তত্র শ্রাদ্ধ কর্তুশ্চ নারদ ॥ ৬৮ ॥

সনৎকুমার নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন, হে দেবর্ষি নারদ! গয়াশ্রাদ্ধের প্রারম্ভে এবং সমাপ্তিতে কশ্যপ পাদাদি ব্রহ্মার পদচিহ্ন পর্য্যন্ত যে কোন এক পদ চিহ্নে পিণ্ডদান করিলে শ্রাদ্ধ-কর্ত্তার পরম শ্রেয়স্কর হয় ॥ ৬৮ ॥

অত্রান্তরে এক পুরাতন ইতিহাস। যথা

কশ্যপস্য পদেদিব্যে ভারদ্বাজো মুনিঃপুরা।
শ্রাদ্ধং কৃত্বোদ্যতো দাতুং পিত্রাদিভ্যশ্চপিণ্ডকং ॥
শুক্ল কৃষ্ণৌ ততোহস্তৌ পদমুদ্ভিদ্য নির্গতৌ।
দৃষ্ট্বাহস্তদ্বয়ং তত্র মুনিঃ সংশয় মাগতঃ। ৬৯। ৭০।

পূর্ব্বকালে ভরদ্বাজ বংশীয় ভারদ্বাজ নামে এক মুনিবর এই শ্রেষ্ঠতম কশ্যপের পদচিহ্নে শ্রাদ্ধ করিয়া পিতৃগণকে পিণ্ডদিতে উদ্যত হইলেন। এমত সময় পিণ্ড গ্রহণার্থে ঐ পদচিহ্নকে ভেদ করিয়া শুক্লবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হস্তদ্বয় বহির্নির্গত হয়। তদ্দৃষ্টে মহামুনি ভারদ্বাজ পরম সংশয়াবিষ্ট চিত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬৯। ৭০ ॥

অর্থাৎ ভারদ্বাজ মুনি শিতাশিত হস্তদ্বয় দর্শনে ভাবিতে লাগিলেন, যে আমি কোন হস্তে পিণ্ডদান করিব, এই হস্তদ্বয়ের মধ্যে কোন হস্তই বা আমার পিতৃ হস্ত হয়।

ততঃ স্বমাতরং শান্তাং পপ্রচ্ছ স মহামুনিঃ।
কশ্যপস্য পদেদিব্যে শুক্লে কৃষ্ণেঽথ বা করে।
পিণ্ডোদেয়ো ময়া মাতর্জানাসি পিতরং বদ ॥ ৭১ ॥

এই সংশয় নিরাসার্থে সেই মহামুনি ভারদ্বাজ তৎস্থান স্থিতা স্বমাতা শান্তাদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মাতঃ! এই অলৌকিক

ক্ষমতাবিশিষ্ট কশ্যপমুনির পাদপদ্মে আমি পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ডদান করিতে সমুদ্যত হইয়াছি, কিন্তু পিণ্ড গ্রহণার্থ পদ-চিহ্ন হইতে শুক্ল কৃষ্ণ হস্তদ্বয় বহির্নির্গত হইয়াছে। এক্ষণে আমি আমার পিতার হস্ত নিশ্চয় করিতে পারি নাই, অতএব শুক্ল কৃষ্ণ হস্তের মধ্যে কোন হস্তে পিণ্ডদান করিব, তুমি যদি উভয় হস্তের মধ্যে আমার পিতার হস্ত নিশ্চয় জান তবে আমাকে বল ॥ ৭১ ॥

শান্তোবাচ।

ভারদ্বাজ মহাপ্রাজ্ঞ দেহি কৃষ্ণায় পিণ্ডকং।
ভারদ্বাজস্ততঃ পিণ্ডং দাতুং কৃষ্ণায় চোদ্যতঃ।
শ্বেতোদৃশ্যো ব্রবীত্তত্র পুত্রস্ত্বং হি মমৌরসঃ ॥ ৭২ ॥

সংশয়াপন্ন ভারদ্বাজকে তন্মাতা শান্তা কহিতেছেন, হে পুত্র! হে মহাপ্রাজ্ঞ ভারদ্বাজ! তুমি ঐ কৃষ্ণবর্ণ হস্তে পিণ্ডদান করহ। এতৎ মাতৃবাক্য শ্রবণে ভারদ্বাজ যখন কৃষ্ণবর্ণ হস্তে পিণ্ড প্রদানে উদ্যত হইলেন, তখন শ্বেত হস্ত পুরুষ অদৃশ্য হইয়া অশরীরিণ বাক্যে ভারদ্বাজকে কহিতে লাগিলেন। হে পুত্র! তুমি আমার ঔরস পুত্র। অতএব আমার হস্তে পিণ্ডদান করহ ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণো ব্রবীন্মমক্ষেত্রং ততোমে দেহি পিণ্ডকং।
স্বৈরিণ্যথা ব্রবীদ্দাতুং ক্ষেত্রিণে বীজিনে ততঃ। ৭৩।

এই কথা শ্বেতহস্ত পুরুষ কহিলে পর কৃষ্ণ হস্ত পুরুষ প্রত্যক্ষ হইয়া ভারদ্বাজকে কহিলেন; হে ভারদ্বাজ! তুমি শ্বেত পুরুষের ঔরস পুত্র সত্য, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে জন্মিয়াছ, এবিধায় আমার ক্ষেত্রজ পুত্র হও। বীজাপেক্ষা ক্ষেত্রের প্রাধান্য, অতএব অগ্রে আমার হস্তে পিণ্ড প্রদান করহ। তখন তন্মাতা স্বৈরিণী শান্তা ভারদ্বাজকে কহিলেন, বৎস! তুমি অগ্রে ক্ষেত্রীকে পিণ্ডদান করিয়া পরে

দ্বীজীকে পিণ্ড প্রদান করিহ; ইহারা উভয়েই তদ্দত্ত পিণ্ডাধিকারী হয়েন ॥ ৭৩ ॥

ভারদ্বাজ স্তুতঃ পিণ্ডং কশ্যপস্য পদেদদৌ।
হংসযুক্ত বিমানেন ব্রহ্মলোকং সুভোগতৌ ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর ভারদ্বাজ মাতার বাক্য প্রতিপালনার্থে মহামুনি কশ্যপের পদচিহ্নে উভয়ের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন। এবং পিণ্ড-দান মাত্রতঃ তাঁহারা তৎক্ষণাৎ হংসযুক্ত বিমানারূঢ় হইয়া ব্রহ্ম-লোকে গমন করেন ॥ ৭৪ ॥

রামো রুদ্রপদেশ্রাদ্ধী পিণ্ডদানায় চোদ্যতঃ।
পিতা দশরথঃ স্বর্গাৎ প্রসার্য্য করমাগতঃ ॥ ৭৫ ॥
নাদাৎ পিণ্ডং করেরামো দদৌরুদ্র পদে ততঃ।
শাস্ত্রার্থাতিক্রমাদ্ভীতো রামং দশরথো হব্রবীৎ। ৭৬।

ত্রিলোকনাথ শ্রীরামচন্দ্র যিনি পরিপূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান তিনিও মনুষ্যাচারে শ্রাদ্ধকর্ত্তারূপে যখন পিতার শ্রাদ্ধ করিয়া রুদ্রপদে পিণ্ড প্রদানে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন প্রসারিত হস্তে পিণ্ড গ্রহ-ণার্থ তৎপিতা রাজা দশরথ স্বর্গ হইতে তথায় সমাগত হইয়া কহি-লেন বৎস! তুমি আমার হস্তে পিণ্ডদান করহ। শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রাতিক্রম ভয়ে ভীত হইয়া সাক্ষাৎ পিতৃ হস্তে পিণ্ড প্রদান না করিয়া রুদ্রপদে পিণ্ডদান করেন। তাহাতে পরিতৃপ্ত হইয়া রাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা কহিয়াছিলেন ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥

তারিতোহহং ত্বয়াপুত্র রুদ্রলোক মবাপ্নুয়াৎ।
হস্তে পিণ্ড প্রদানেন সুগতিং নহিমে ভবেৎ ॥ ৭৭ ॥

হে পুত্র শ্রীরাম! তুমি সাক্ষাৎ আমার হস্তে পিণ্ডদান না করিয়া যে রুদ্রপদে পিণ্ড দান করিলে, তাহাতেই আমি ভবার্ণবে নিস্তার

হইয়া রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইলাম। আমার সাক্ষাৎ হস্তে পিণ্ডদান করিলে এরূপ সুগতি লাভ হইত না ॥ ৭৭ ॥

ত্বঞ্চ রাজ্যং চিরংভুক্ত্বা পালয়িত্বা দ্বিজান্ প্রজাঃ।
যজ্ঞান্ সদক্ষিণান্ কৃত্বা বিষ্ণুলোকং প্রযাস্যসি। ৭৮।
পুর্য্যযোধ্যাজনৈঃ সার্দ্ধং কৃমি কীটাদিভিঃ সহ।
ইত্যুক্ত্বাসৌ দশরথো রুদ্রলোকং পরং যযৌ। ৭৯।

যথা শাস্ত্র বিধানক্রমে শ্রীরামের ধর্ম্ম দেখিয়া মহা হর্ষিত হইয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ রাজা দশরথ রামকে কহেন, হে পুত্র! তুমি বহুকাল পৃথিবীতে থাকিয়া রাজাভোগ ও ব্রাহ্মণগণকে এবং প্রজাগণকে প্রতিপালন করিয়া, আর সদক্ষিণ বহুবিধ য সম্পন্ন করতঃ পরে মর্ত্তলীলা সম্বরণ পুর্ব্বক কৃমি কীট পর্য্যন্ত অযোধ্যা পুরবাসী জনগণের সহিত, বিষ্ণুলোকে গমন করিবে ॥ ৭৮ ॥

মহারাজা দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে এই কথা কহিয়া মোদমান রূপে সেই পরমপদ রুদ্রলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৭৯ ॥

ভীষ্মো বিষ্ণুপদেদিব্যে আহূয়পিতরংস্বকং।
শ্রাদ্ধং কৃত্বাবিধানেন পিণ্ডদানায় চোদ্যতঃ ॥ ৮০ ॥
পিতু র্বিনির্গতৌ হস্তৌ গয়াশিরসি শান্তনোঃ।
নাদাৎ পিণ্ডকরে ভীষ্মোদদৌ বিষ্ণুপদে ততঃ। ৮১।

কুরুকুলাবতংস জিতেন্দ্রিয় পরমধার্ম্মিক শান্তনুতনুজ মনুজবর ভীষ্ম স্বীয় পিতাকে আহ্বান করতঃ পরম ধাম গয়াশিরে শ্রীবিষ্ণু পাদপদ্মে যে সময়ে পিতৃ পিণ্ডদানোদ্যত হন্ ॥ ৮০ ॥ সেই সময়ে তৎপিতা শান্তনু হস্তদ্বয় বাহির করতঃ পিণ্ডযাচ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্ম সুবিচক্ষণ শান্তনুর হস্তে পিণ্ড না দিয়া পিতৃ উদ্দেশে বিষ্ণু পদে সেই পিণ্ড প্রদান করেন ॥ ৮১ ॥

শান্তনুঃপ্রাহ সন্তুষ্টঃ শাস্ত্রার্থে নিশ্চলোভবান্।
ত্রিকালদৃষ্টি র্ভবতু চান্তে বিষ্ণুশ্চ তে গতিঃ ॥ ৮২॥
স্বেচ্ছয়ামরণংচাস্তু ইত্যুক্ত্বা মুক্তিমাগতঃ ॥ ৮৩ ॥

ভীষ্ম কার্য্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শান্তনু ভীষ্মকে কহিলেন। হে পুত্র! তুমি শাস্ত্রার্থে অতি সুনিশ্চল, অতএব আমি তোমাকে এই বরপ্রদান করিতেছি, তুমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালদর্শী হইবে, আর অন্তে ভগবান বিষ্ণুই তোমার এক গতি হইবেন ॥ ৮২ ॥ এবং তোমার মৃত্যু ইচ্ছাধীন হইবে, ভীষ্মকে এই বর দিয়া শান্তনু মুক্তি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৮৩ ॥

কনকেশঞ্চ কেদারং নরসিংহঞ্চ বামনং।
রথমার্গং সমভ্যর্চ্চ্য পিতন্ সর্ব্বাংশ্চ তারয়েৎ ॥ ৮৪ ।

ঐ গয়াক্ষেত্রে স্থিত কনকেশ্বর, কেদার, নরসিংহ, বামন দেবকে এবং রথমার্গকে অর্চ্চনা করায় পিতৃ লোকের নিস্তার কারণ হয় ৮৪।

গয়াশিরসি পিণ্ডদানমহাত্ম্য।

গয়াশিরসি যঃ পিণ্ডানযেষাং নাম্নাতুনির্ব্বপেৎ।
নরকস্থাদিবংযান্তি স্বর্গস্থামোক্ষমাপ্নুযুঃ ॥ ৮৫ ॥

গয়াসুর মস্তকে যে কোন ব্যক্তির নামে পিণ্ডদান করিলে, তাঁহারা নরকস্থ থাকিলে স্বর্গে গমন করেন, এবং স্বর্গস্থ হইলে তৎক্ষণ মাত্রেই মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮৫ ॥

সর্ব্বত্রমুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রিঃ পাদৈরেভিঃ সুলক্ষিতঃ।
প্রয়ান্তিপিতরঃ সর্ব্বেব্রহ্মলোক মনাময়ং ॥ ৮৬ ॥

এই মুণ্ড পৃষ্ঠাদ্রির সর্ব্ব স্থানই দেবাদির পদচিহ্ন দ্বারা সুলক্ষিত, এই হেতু গয়াশিরের যে কোন স্থানে হউক শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ডদান করিলেই পিতৃ লোকের সেই অনাময় ব্রহ্মলোকে গমন হয় ॥ ৮৬ ॥

অথ পঞ্চম দিবসকৃত্যং।

পঞ্চমেঽহ্নি গদালোলে স্নাত্বা কুর্য্যাৎ সপিণ্ডকং।
শ্রাদ্ধং পিতৄন্ ব্রহ্মলোকং নয়েদাত্মান মেবচ ॥ ৮৭ ॥

সকল তীর্থ হইতে পরমতীর্থ গদালোল, পঞ্চম দিবসে তাহাতে স্নান করতঃ সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে, সেই শুভাদৃষ্টাধীন শ্রাদ্ধকর্ত্তা পিতৃগণকে ব্রহ্মলোকে নীত হইয়া অন্তে আপনিও স্বয়ং ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৮৭ ॥

অথ স্নানমন্ত্রাদি যথা।

ওঁ গদালোলে মহাতীর্থে গদাপ্রক্ষ্যালনাদ্ধরেঃ।
স্নানং করোমি সিদ্ধ্যর্থ মক্ষয়ায় স্বরাপ্তয়ে ॥ ৮৮ । ১।

মহাতীর্থ বর গদালোল, ইহাতে ভগবান্ বিষ্ণুর গদা প্রক্ষালিতা হইয়াছিল, অতএব অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত আমি এই তীর্থবরে যথাবিধি স্নান করি ॥ ৮৮ ॥ ১ ॥

গদালোলমিতিখ্যাতং সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমং।
হেত্যসুরস্যযচ্ছীর্ষং গদয়াতদ্দ্বিধাকৃতং।
যতঃপ্রক্ষ্যালিতা তীর্থংগদালোলং ততঃস্মৃতং ॥ ৮৯ ॥

সকল উত্তম তীর্থ হইতে পরমোত্তম রূপে সুবিখ্যাত এই গদালোল তীর্থ। পূর্ব্বে ভগবান হেতিনামা অসুরের মস্তক যে গদাদ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়াছিলেন, এবং অসুরাসৃক্ বসাপঙ্কমিশ্রিতা সেই গদাকে যে সরোবরে প্রক্ষালন করেন, সেই সরোবরের নাম গদালোল তীর্থ হয় ॥ ৮৭ ॥

তত্রশ্রাদ্ধাদিকংকৃত্বা পিতৄন্ ব্রহ্মপুরংনয়েৎ।
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকংকুর্য্যাৎ ততোঽক্ষয়বটেনরঃ ॥ ৯০ ॥

গদালোলতীর্থে শ্রাদ্ধাদি করিলে পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষ পিতৃগণকে ব্রহ্মপুরে নীত হয়েন। অনন্তর অক্ষয়বটে সপিণ্ডক পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেন।। ৯০ ।।

ব্রহ্মপ্রকল্পিতান্ বিপ্রান্‌হব্যকব্যাদিনার্চ্চয়েৎ।
তৈস্তুষ্টৈস্তোষিতাঃ সর্ব্বাপিতৃভিঃসহদেবতাঃ ।। ৯১ ।।

অনন্তর ব্রহ্ম কল্পিত ব্রাহ্মণগণকে হব্য কব্যাদিদ্বারা যথাবিধি অর্চ্চনা করিবেন, যেহেতু সেই সকল ব্রাহ্মণেরা পরিতুষ্ট হইলে পিতৃগণের সহিত সকল দেবগণেরা পরিতোষিত হয়েন।। ৯১ ।।

কৃতেশ্রাদ্ধেঽক্ষয়বটে অনেনৈব প্রযত্নতঃ।
পিতৄন্নয়েৎব্রহ্মলোক মক্ষয়স্তু সনাতনং ।। ৯২ ।।

অতি প্রযত্ন সহকারে পূর্ব্বোক্ত বিধি বিধানে অক্ষয় বট সন্নিধানে শ্রাদ্ধ করিলে, নিত্য সত্যাখ্য অক্ষয় ব্রহ্মলোকে পিতৃগণের গতি হয়।। ৯২ ।।

বটবৃক্ষসমীপস্থঃ শাকেনাপ্যুদকেন বা।
একস্মিন্ ভোজিতেবিপ্রে কোটির্ভবন্তিভোজিতাঃ ।।৯৩

ঐ অক্ষয় বট সমীপস্থিত শাকোদকদ্বারা একটি ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে, অন্যত্র কোটি ব্রাহ্মণ ভোজনের তুল্য ফল লাভ হয়, ইহাতে প্রভূত উপকরণদ্বারা অনেক ব্রাহ্মণ ভোজনে যে কি ফল হয়, তাহা কথনাসাধ্য ।। ৯৩ ।।

দেয়ংদানং ষোড়শকং গয়াতীর্থ পুরোধসে।
বস্ত্রং গন্ধাদিভিস্তত্র সম্যক্‌সংপূজ্য যত্নতঃ ।। ৯৪ ।।

ঐ অক্ষয় বট মূলে বস্ত্র গন্ধ পুষ্পাদিদ্বারা যত্ন পূর্ব্বক পূজা করতঃ গয়াতীর্থের পুরোহিত ব্রাহ্মণকে ভূম্যাদি ষোড়শ দান প্রদান করিবেন ।। ৯৪ ।।

দৃষ্ট্বানত্বাচ সংপূজ্য বটেশংস্তুসমাহিতঃ।
পিতৄন্নয়েৎ ব্রহ্মলোক মক্ষয়ন্তুসনাতনং ॥ ৯৫ ॥
গয়ায়াং ধর্ম্মপৃষ্ঠেচ সরসিব্রহ্মণ স্তথা।
গয়াশীর্ষেবটেচৈব পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ং ॥ ৯৬ ॥

সুসমাহিত হইয়া বটেশ্বরকে বন্দন পূজন দর্শন করিলে, অক্ষয় সত্যাখ্য ব্রহ্মলোকে পিতৃগণকে নীত হয়েন ॥ ৯৫ ॥ গয়াতে ধর্ম্মশিলাপৃষ্ঠে, ও ব্রহ্মার মানস সরোবরে, আর গয়াশীর্ষে এবং অক্ষয় বটে পিতৃ উদ্দেশে যে দান, তাহা অক্ষয় হয় ॥ ৯৬ ॥

অনন্তর বটপত্রশায়ী ভগবানের প্রণাম।

ওঁ একার্ণবে বটস্যাগ্রে যঃশেতে যোগনিদ্রয়া।
বালরূপধরস্তস্মৈনমস্তে যোগশায়িনে ॥ ৯৭ ॥

অক্ষয় বটাগ্রে পত্র পুটক মধ্যে বালক রূপ ধারণ পূর্ব্বক যিনি একার্ণবে যোগ নিদ্রার সহিত শয়ন করিয়া থাকেন, সেই যোগশায়ী ভগবানকে আমি নমস্কার করি ॥ ৯৭ ॥ ১ ॥

ওঁ সংসারবৃক্ষশস্ত্রায়া শেষপাপ হরায়চ।
অক্ষয় ব্রহ্মদাত্রেচ নমোঽক্ষয় ব[illegible]ৈ ॥ ৯৮ ॥ ২ ॥

এই সংসারবৃক্ষচ্ছেদক কুঠারাস্ত্রস্বরূপ এবং অশেষ পাপ হারক, অক্ষয় ব্রহ্মপদ প্রদাতা যে অক্ষয়বট, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি, এই মন্ত্রে অক্ষয়বটকে প্রণাম করিবেন ॥ ৯৮ ॥ ২ ॥

ওঁ কলৌমহেশ্বরালোকা যেন তস্মাদ্গদাধরঃ।
লিঙ্গরূপোত্তবস্তঞ্চ বন্দে শ্রীপ্রপিতামহং ॥ ৯৯ ॥৩॥

কলিযুগে লোকের অদর্শন জন্য সর্ব্বলোক মহেশ্বর আদি গদাধর, প্রতিমারূপ হইয়া গয়াক্ষেত্রে অবস্থিতি করিয়াছেন, সেই সর্ব্বলোক পিতামহ জগৎপিতা আদি দেবগদাধরকে আমি বন্দনা করি ॥৯৯॥৩॥

এই সকল প্রণাম মন্ত্রে নারায়ণকে ও অক্ষয়বটকে, এবং আদি-দেব গদাধরকে প্রণামরূপ স্তুতি করিবেন ইতি।

ইতি শ্রীবায়ুপুরাণে সূতশৌনক সংবাদে গয়ামাহাত্ম্যে সপ্তমাধ্যায়ঃ।

ইতি পঞ্চ দিবসীয় কৃত্য কথনং সংপূর্ণং।

অষ্টম অধ্যায়ারম্ভঃ।

গয়যজ্ঞোপাখ্যান।

সনৎকুমার উবাচ।

যজ্ঞং চক্রে গয়োরাজা বহ্বন্নং বহুদক্ষিণং।
যত্রদ্রব্য সমূহানাং সংখ্যাকর্তুং নশক্যতে॥ ১॥

মহাযোগী সনৎকুমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবর্ষি নারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! কেবল গয়াসুর মস্তক আছে বলিয়া ইহার নাম গয়াক্ষেত্র এমত নহে, পূর্ব্বে মনুবংশ প্রসূত গয়নামে এক মহাপুণ্যবান রাজার বাস ছিল, এবং তিনিও ঐ স্থানে বহুযজ্ঞ করেন একারণ ইহার নাম গয়াধাম হইয়াছে। অতএব সেই গয়রাজার উপাখ্যান শ্রবণ করহ ইত্যাভাসঃ।

পূর্ব্বকালে এই স্থানে অতি পুণ্যশীল মহাতেজস্বী গয়রাজা বহু অন্ন ও বহু দক্ষিণা দিয়া বহুতর যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যে যজ্ঞে আহুত দ্রব্য সমুহের সংখ্যা করিতে শক্তি হয় না॥ ১॥

সিকতা বা যথালোকে যথাচ দিবিতারকাঃ।
তথাবহুসুবর্ণাদ্যৈ রসংখ্যাতাস্ত দক্ষিণাঃ॥ ২॥

পৃথিবীতে যেমন বালুকার, আকাশে যেমন তারকার সংখ্যা হয় না, সেইরূপ গয়রাজার যজ্ঞের বহুদ্রব্য জাত সুবর্ণাদি দক্ষিণারও অসংখ্যত্ব জানিবে॥ ২॥

নৈবেহ পূর্ব্বেযেকেচিৎ নকরিষ্যন্তিচাপরে।
প্রশংসন্তি দ্বিজাস্তুষ্টা দেশে দেশে সুপূজিতাঃ॥ ৩॥

পূর্ব্বে এরূপ বহুদ্রব্য ব্যয়ে কোন ব্যক্তি যে এমন যজ্ঞ করিয়াছিল তাহার প্রমাণ নাই, পরে ভবিষ্যৎকালেও যে কোন ব্যক্তি এমত যজ্ঞ করিতে সক্ষম হইবে তাহাও অনুভব সিদ্ধ হয় না। অদৃষ্টাশ্রুত পূর্ব্ব সেই যজ্ঞে দেশ দেশান্তরাগত বিপ্রগণেরা গয়কর্ত্তৃক দানমানে পূজিত ও পরিতৃপ্ত হইয়া দেশেদেশে গয়রাজার ও গয়যজ্ঞের নিরন্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

স্বয়ংবিষ্ণ্বাদয়স্তুষ্টাবরং ব্রূহীতিচাব্রুবন্।
গয়স্তান্ প্রার্থয়ামাস অভিশপ্তাশ্চ যেপুরা।
ব্রহ্মণা তে দ্বিজাঃপূতাভবন্তু ক্রতুপূজিতাঃ ॥ ৪ ॥

ঐ যজ্ঞে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণেরা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া পরিতুষ্টান্তঃকরণে গয়রাজাকে অভিলষিত বর যাচ্ঞা করিতে কহিলেন। গয়রাজা সম্মুখে সমুপস্থিত দেবগণের নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন, হে দেবগণেরা! পূর্ব্বে গয়াধামে ব্রহ্মকল্পিত যেসকল ব্রাহ্মণগণ বিধিবাক্যোল্লঙ্ঘনাপরাধে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পতিত প্রায় রহিয়াছেন, সেই সকল ব্রাহ্মণগণেরা পবিত্র হইয়া পরিশুদ্ধরূপে যজ্ঞে সুপূজিত হউন্ ॥ ৪ ॥

গয়াশ্রাদ্ধবিধানায় দ্বিজামূর্ত্তাশ্চতুর্দ্দশ।
তেষাংবাক্যং প্রকুর্ব্বীত যদিব্রহ্মাস্বয়ং ব্রজেৎ ॥ ৫ ॥

গয়াশ্রাদ্ধ বিধান নিমিত্তে ঐ ব্রহ্মকল্পিত চতুর্দ্দশ গোত্র ব্রাহ্মণেরাই পৌরহিত্য করিবেন। তাঁহাদিগের বাক্যেই গয়াশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতে হইবে। যদি ব্রহ্মা স্বয়ং আপনি গয়ায় আসিয়া শ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন্ তথাপি এই ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে তাঁহাকে কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, এই বর মাত্র আমি প্রার্থনা করিলাম ॥ ৫ ॥

গয়ালিদিগের গোত্র চতুর্দ্দশ কথন।

গৌতমং কাশ্যপং কৌৎসং কৌশিকং কুণমেবচ।

ভারদ্বাজং হ্যৌশনসংবাৎস্যং পারাশরং তথা ।
হরিৎকুমারমাণ্ডব্যং লোকাক্ষিং লোমসংমহৎ ।
বাশিষ্ঠঞ্চতথাত্রেয়ং গোত্রাণ্যেবাং চতুর্দ্দশ ॥ ৬ ॥

গৌতমগোত্র, কাশ্যপগোত্র, কৌৎসগোত্র, কৌশিকগোত্র, কুথ-গোত্র, ভারদ্বাজগোত্র, উশনাগোত্র, বাৎস্যগোত্র, পারাশরগোত্র, হরিৎ, কুনার, মাণ্ডব্যগোত্র, লোকাক্ষিগোত্র, বাশিষ্ঠগোত্র ইত্যাদি চতুর্দ্দশ গোত্রবিশিষ্ঠ ব্রহ্মকল্পিত গয়াধামের ব্রাহ্মণগণ পবিত্ররূপে যজ্ঞাহুত হইবেন ॥ ৬ ॥

গয়াপুরীতি মন্নাম্নাখ্যাতা ব্রহ্মপুরীযথা ।
এবমস্তু বরংদত্বা তথাচান্তর্দ্দধুঃ সুরাঃ ॥ ৭ ॥
গয়শ্চভোগান সংভুজ্য বিষ্ণুলোকং পরংযযৌ ॥ ৮ ॥

হে দেবাঃ ! আমার নাম গয়, অতএব গয়াপুরী নামে এই ক্ষেত্র বিখ্যাত হইয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মপুরীর তুল্য পবিত্র হউক্ । এতৎ শ্রবণে দেবগণেরা তথাস্তু বলিয়া বরপ্রদান পূর্ব্বক তথাহইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর গয়রাজাও বহুকাল তথায় রাজ্য করতঃ নানাপ্রকার সম্পদে যুক্ত থাকিয়া অশেষ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পরে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই বিষ্ণুর পরমধামে গমন করেন ॥ ৮ ॥

বিশালায়াং বিশালোহভূদ্রাজ পুত্রোহব্রবীদ্দ্বিজান্ ।
কথং পুত্রাদয়োমেস্যু বিশালং চাব্রুবন্দ্বিজাঃ ॥ ৯ ॥

বিশালা নগরীতে বিশালনামক এক রাজপুত্র সন্তপ্তচিত্তে ব্রাহ্মণ-গণের নিকট প্রশ্ন করিলেন, হে ভূদেবগণ ! আমি অপুত্রকতা নিমিত্ত অতি কাতর হইতেছি, অতএব কি কর্ম্ম করিলে আমার পুত্রাদি উৎপত্তি হয় তাহা আজ্ঞা করুন্, এই রাজবাক্য শ্রবণে তাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা কহিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন তৎসর্ব্বং ভবিষ্যতি।
বিশালোপি গয়াশীর্ষে পিণ্ডদঃ পুত্রবানভূৎ ॥ ১০ ॥

হে বিশালরাজ! তুমি গয়াক্ষেত্রে গিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান কর, তাহা হইলে পিতৃ প্রসাদে তোমার মনোভিলাষ সকল পরিপূর্ণ হইবে। ব্রাহ্মণগণের এই বাক্য শ্রবণে বিশালরাজাও গয়াধামে গিয়া পিণ্ডদান করতঃ পুত্রবান হইয়াছিলেন ॥১০॥

দৃষ্ট্বাকাশে সিতংরক্তং কৃষ্ণং পুরুষমব্রবীৎ।
কেযূয়ংতেষুচৈবৈকঃ সিতপ্রোচে বিশালকং ॥ ১১ ॥

যৎকালে বিশালরাজা গয়াশীর্ষে পিণ্ডদান করিয়াছিলেন, তৎকালে গগণমণ্ডলে অবস্থিত শ্বেতবর্ণ, ও রক্তবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ ত্রয়কে দেখিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা কে কি নিমিত্ত গগনস্থ হইয়া রহিয়াছেন, আমি আপনাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসু হইয়াছি, অতএব আমাকে আপন আপন পরিচয় প্রদান করুন্। এতৎ বিশালবাক্য শ্রবণে প্রথমতঃ শ্বেতবর্ণ পুরুষ রাজাকে কহিতেছেন। ১১।

অহংসিতস্তেজনক ইন্দ্রলোকাদিহাগতঃ ॥
মমপুত্র পিতারক্তোব্রহ্মহা পাপকৃৎতমঃ।
অয়ংপিতামহঃ কৃষ্ণোঋষয়োযেন ঘাতিতাঃ ॥ ১২ ॥

হে পুত্র! আমি শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট পুরুষ তোমার পিতা হই, পূর্ব্বে স্বপুণ্যফলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে তদ্দত্ত পিণ্ড গ্রহণার্থে ইন্দ্রলোক হইতে আগত হইলাম; যিনি রক্তবর্ণ পুরুষ তিনি আমার পিতা, ইনি ব্রহ্মহত্যা করণ নিমিত্ত রক্তকুণ্ড নরকবাসে রক্তবর্ণ হইয়াছেন, সংপ্রতি ভবদত্ত পিণ্ড প্রাপ্ত্যাশয়ে অত্রাগত হইয়াছেন। যিনি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ, তিনি আমার পিতামহ, তোমার প্রপিতামহ, ইনি মহা পাপাত্মা সমস্ত ঋষিলোকঘাতুক ছিলেন। ১২।

অবীচী নরকং প্রাপ্তৌ মুক্তৌতৎ পিণ্ডদানতঃ। ১৩।

হে রাজন্! অবীচী নাম নরকপ্রাপ্ত এই বৃদ্ধ কৃষ্ণ পুরুষদ্বয় অর্থাৎ তোমার পিতামহ, ও প্রপিতামহ, এক্ষণে গয়াশিরে পিণ্ড-দান হেতুক দারুণ যম যন্ত্রণায় পরিমুক্ত হইয়া ইঁহারা নরক হইতে উদ্ধার হইলেন। ১৩।

তর্পণ মন্ত্রং।

ওঁ পিতৃন্ পিতামহাংশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহান্।
প্রীণয়ামীতি যত্তোয়ং ত্বয়াদত্ত মরিন্দম॥ ১৪॥

পিতা পিতামহ এবং প্রপিতামহ, ইঁহারা সকলে পরিতৃপ্ত হউন, আমি তাঁহাদিগের তৃপ্ত্যার্থে তর্পণ করিতেছি। হে অরিন্দম! এই মন্ত্র উচ্চারণতঃ তৎকর্ত্তৃক জলদানে এবং পিণ্ডদানে আমরা পরিতৃপ্ত হইলাম। ১৪॥ যথা মন্ত্রের পৃথক উচ্চারণ।

(পিতৃন্ প্রীণয়ামি। পিতামহান্ প্রীণয়ামি,
প্রপিতামহান্ প্রীণয়ামি)। ১৪।

তেনাস্মদন্যুগপদ্দোগো যাতো বাক্যেন সত্তম।
মুক্তোহং ত্রিদিবাৎ পুত্র ব্রজামঃ স্বর্গমুত্তমং। ১৫।

হে পুত্র! তোমার দত্ত পিণ্ড ও জল প্রাপ্তে আমরা এক কালীন সকলেই পরিমুক্ত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইলাম, এবং আমিও স্বকৃত শুভকর্ম্ম ফলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে সেই ইন্দ্র-লোক হইতে তদ্দত্ত পিণ্ডদানফলে উত্তম স্বর্গে চলিলাম, অর্থাৎ অজর অমর অশোক শ্রীবিষ্ণুর পরমপদে গমন করিলাম। ১৫।

এবং পুত্রৈশ্চ কর্ত্তব্যা পিতৃণাং মুক্তিরুত্তমা।
শ্বশুররাজ্যং চিরং কৃত্বা ভুক্ত্বা ভোগান্ সুদুর্ল্লভান্।
যজ্ঞান্ সদক্ষিণান্ কৃত্বা চান্তে মোক্ষমবাপ্স্যসি। ১৫।

এইরূপ পিতৃগণের পরমামুক্ত্যুপায়িনী ক্রিয়া করা পুত্রদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হয়। অতএব তুমি অতি সৎপুত্র, পুত্রোচিত কর্ম্ম দ্বারা আমাদিগের উদ্ধার করিলে, এ কারণ সংপূর্ণ আশীর্ব্বাদ করিতেছি। তুমি বহুকাল ব্যাপিয়া জীবিত থাকিবে, এবং সুদুর্লভ মর্ত্ত্যসুখ সম্ভোগ করতঃ নরলোকোচিত সদক্ষিণ বহু যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া অন্তকালে নশ্বর পাঞ্চভৌতিক কলেবর ত্যাগে বিষ্ণুলোকে গমন করিবে। ১৬।

এবং লব্ধবরো রাজা রাজ্যং কৃত্বা দিবং গতঃ।
প্রেতরাজঃ সহ প্রেতো গয়াশ্রাদ্ধাদ্দিবং গতঃ॥ ১৭॥

এতৎ বর প্রদান করতঃ তাঁহার পিতৃলোকেরা স্বর্গে গমন করিলে পর, বিশাল ভূপতি পিতৃলোক কর্ত্তৃক বর লাভ করতঃ স্বরাজ্যে আগত হইয়া যথাধর্ম্মে রাজ্য রক্ষণ করিয়া অন্তে স্বর্গলোকগামী হন। অপর প্রেতরাজ নামে কোন রাজা পূর্ব্বে ছিলেন, তিনিও গয়াশ্রাদ্ধ ফলে প্রেত পরিবার সহিত পরিমুক্ত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অত্রান্তরে সংক্ষেপতঃ তদাখ্যান ব্যক্তীকৃত হইয়াছে। ১৭।

প্রেতঃ কশ্চিৎ বিমুক্ত্যর্থং বাণিজং কঞ্চিদব্রবীৎ।
মম নাম্না গয়াশীর্ষে পিণ্ড নির্ব্বাপণং কুরু॥ ১৮।

কোন এক প্রেত আত্মবিমুক্তির নিমিত্তে তীর্থগন্তু কোন এক বণিককে কহিয়াছিলেন। হে ভ্রাতঃ! তুমি গয়াক্ষেত্রে গিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক গয়াশীর্ষে আমার নাম উল্লেখ করতঃ পিণ্ডদান করিহ। ১৮।

প্রেতভাব বিমুক্ত্যর্থং ত্বং গৃহাণ ধনং মম।
তদ্ধনং সর্ব্বমাদায় গয়াযজ্ঞে ব্যয়ং কুরু॥ ১৯॥

আমার প্রেতভাব বিমুক্তির নিমিত্ত আমি তোমাকে আমার সমস্ত ধন প্রদান করিতেছি, তুমি গয়াশ্রাদ্ধরূপ মহদযজ্ঞে সেই ধন ব্যয় করিহ। ১৯।

অত্রান্তরে আখ্যায়িকা যথা।

পূর্ব্বকালে কোন এক বণিক্‌বৃত্ত্যুপজীবী ব্যক্তি প্রভূত ধনরত্নাদি লইয়া এবং বহু প্রেষ্যগণ সঙ্গে বাণিজ্যার্থে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে গমন করেন। পরে এক দেশে সমাগত হইয়া বাসার্থ এক বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ব্যবসার উপযোগী কতক ধন বাক্সে রাখিয়া অপর প্রভূত মূল্যবান রত্নাদি মৃত্তিকাতলে পোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান কেহই জানিতে পারেন নাই। তাহাকে প্রভূত ধনবান জানিয়া কতকগুলিন শস্ত্রপাণি দস্যু একদা নিশিযোগে তৎপুরে আগমন করতঃ সহ দলবল বণিককে নিহত করিয়া বাক্সস্থিত সমস্ত ধন অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। অপঘাত মৃত্যু জন্য বণিক সহ ভৃত্যগণ প্রেতত্বপ্রাপ্ত হইয়া তদবধি সেই স্থানে ঐ পোথিত ধন মোহে অধিবাস করিতেছিলেন, কিন্তু প্রেতত্ব প্রাপ্তহেতু সমূহ যন্ত্রণাজালে আবদ্ধ হইয়া আত্ম পরিমুক্তির উপায় চিন্তা সর্ব্বদাই করিতেন। দৈবায়ত্ত কোন এক বণিক আত্ম পিতৃগণের পরিমুক্ত্যর্থে কার্পটিক বেশে গয়াধামে গমন করিতেছিলেন, দৈবাৎ সায়ংকালে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই রাত্রি যাপনার নিমিত্ত তথায় অবস্থিতি করিলেন। তদ্দৃষ্টে ঐ প্রেতরাজ নিশীথ সময়ে বণিককে কহিলেন। হে বণিকবর! তোমাকে অতি ধার্ম্মিক দেখিতেছি, যে হেতু তুমি পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে গয়াধামে গমন করিতেছ, অতএব আমি আপনাকে একটি নিবেদন করিব, আপনি তাহা শ্রবণ করতঃ

অস্মৎ প্রতি দয়া প্রকাশ করহ; আমিও বণিকজাতি, সহ ভৃত্যাদস্যুগণ কর্ত্তৃক হত হইয়া এই স্থানে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছি, এই বৃক্ষতলে আমার প্রভূত ধন পোথিত আছে, এক্ষণে আর প্রেত দেহে যন্ত্রণাভার বহন করিতে পারি না, অতএব তুমি আমার সমস্ত ধন গ্রহণ করতঃ গয়াতে গিয়া আমার নামে পিণ্ডদান করহ, এই সমস্ত ধন আমি তোমাকে বিভাগ করিয়া দিতেছি। যথা।

ষড়ংশং পঞ্চভাগাংশ্চ তুভ্যং বৈ দত্তবানহং।
স্বনামনি যথা ন্যায় সম্যগাখ্যাতবানহং ॥ ২০ ॥

হে বণিক ভ্রাতঃ! আমার ঐ সমস্ত ধনকে ছয়ভাগ করতঃ তাহার পঞ্চমভাগ তোমাকে প্রদান করিলাম, তুমি সেই ধনের স্বত্বাধিকারী হইয়া অপর সকল ধন মন্নামোল্লেখে গয়াশ্রাদ্ধার্থে ব্যয় করিবে, ইহা তোমাকে বিখ্যাত করিয়া কহিলাম। ২০।

গত্বা বণিক গয়াশীর্ষে প্রেতরাজায় পিণ্ডকং।
প্রদদৌ মনুজৈঃ সার্দ্ধং স্বপিতৃভ্যস্ততো দদৌ ॥ ২১ ॥

প্রেতরাজোক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ বণিক ভূতলস্থ তদ্ধন উত্তোলন করতঃ তদুক্তিমত বিভাগক্রমে গ্রহণপূর্ব্বক গয়া-ধামে গিয়া সভৃত্যাদি প্রেত রাজার নামোল্লেখ করিয়া গয়াশীর্ষে পিণ্ডদান করিলেন। অনন্তর আপন পিতৃলোকের উদ্ধারার্থে পিণ্ড-দান করিয়া বণিক স্বগৃহে গমন করেন। ইহা উত্তরশ্লোকা-ন্বয়। ২১ ॥

প্রেতঃ প্রেতত্ব নির্ম্মুক্তো বণিক্ স্বগৃহ মাগতঃ। ২২।

ঐ গয়াশীর্ষে পিণ্ডদানাধীন সহ পরিবারে প্রেত রাজার প্রেতত্ব পরিমুক্তি ও বণিকেরও পিতৃগণের উদ্ধার হয়। অতঃপর বণিক স্বগৃহে গমন করেন। ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—গয়াধামের কি অপরিসীম মাহাত্ম্য ও পিণ্ডদানের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা? দেখ যে কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ করিয়া পিণ্ডদান করিলেই তাহার পরিমুক্তি হয়। ২২॥

এবং গয়স্য শম্ভোশ্চ ক্ষেত্রং বিষ্ণোরবেস্তথা।
উপোষিতোঽথ গায়ত্রী তীর্থে নদ্যাং সমাহিতঃ।
গায়ত্র্যাঃপুরতঃ স্নাত্বা প্রাতঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা নয়েৎ ব্রহ্মণ্যতাং কুলং॥ ২৩

যে প্রকার গয়াশীর্ষে পিণ্ডদানের মাহাত্ম্য, সেইরূপ গয়াক্ষেত্র, শম্ভুক্ষেত্র, বিষ্ণুক্ষেত্র, এবং সূর্য্যক্ষেত্রের মহিমাও জানিবে, অর্থাৎ এই সকল তীর্থে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধে পিতৃলোকের উদ্ধার হয়। এবং মহানদীস্থিত গায়ত্রীতীর্থে উপবাস করতঃ গায়ত্রী মূর্ত্তির সম্মুখে প্রাতঃস্নান পূর্ব্বক প্রাতঃ সন্ধ্যোপাসনা করিয়া পিতৃলোকের সপিণ্ডক শ্রাদ্ধ করিলে, স্বীয় বংশের সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যত্ব প্রাপ্তি হয়। ২৩।

তাৎপর্য্য।—যেমন গয়ামাহাত্ম্য, তদ্রূপ, শম্ভুতীর্থ কাশী, বা কাঞ্চী বিষ্ণুতীর্থ, মথুরা, বা কাঞ্চী, প্রয়াগ এবং গয়াক্ষেত্র, রবিতীর্থ কোণার্ক, গায়ত্রীতীর্থ, পুষ্কর, এ সকল স্থানেও পিণ্ডদান করিলে ব্রহ্মতা প্রাপ্তির অনুশাসন আছে। কিন্তু গয়াক্ষেত্রে এ সমুদায় তীর্থের সমাগমন হেতু গয়ার মধ্যেই সেই সেই তীর্থ স্থানে পিণ্ডদানাদি করিবার বিধি দিয়াছেন। অর্থাৎ গয়াতে শ্রাদ্ধ করিলে আর তত্ত-তীর্থে গমন করিবার বড় আবশ্যকতা রাখে না। ২৩॥

তীর্থে সমুদিতে স্নাত্বা সাবিত্র্যাঃ পুরতোনরঃ।
সন্ধ্যামুপাস্য মধ্যাহ্নে নয়েৎ কুলশতং দিবং॥ ২৪॥

অনন্তর প্রকাশমান সূর্য্যোদয়ে সাবিত্রীতীর্থে স্নান করতঃ সাবিত্রীর অগ্রে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা উপাসনায় একশত পুরুষের স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ২৪।

পিণ্ডদানং ততঃ কুর্য্যাৎ পিতৃণাং মুক্তিকাম্যয়া।
প্রাচী সরস্বতী তীর্থে স্নাত্বা চাপি যথাবিধিঃ। ২৫।
বহুজন্মকৃতাং সন্ধ্যা লোপান্মুক্তস্ত্রিসন্ধ্যাকৃৎ।
সন্ধ্যা মুপাস্য সায়াহ্নে বিষ্ণুলোকং নয়েৎ পিতৃন্।২৬।

ঐ সাবিত্রীতীর্থে পিতৃলোকের মুক্তি কামনায় পিণ্ডদান করিলে এবং তৎসান্নিধ্য প্রাচীসরস্বতীতীর্থে স্নান করতঃ যথাবিধি সায়ং সন্ধ্যোপাসনা করিলে, পিতৃলোকের বিষ্ণুলোকে গতি হয়॥ ২৫॥ এবং ঐ সরস্বতী তীর্থে ত্রিসন্ধ্যাকৃৎপুরুষ বহু জন্মকৃত সন্ধ্যালোপ, পাতক হইতে পরিমুক্ত হয়। ২৬।

বিশালায়াং লেলিহানে তীর্থেচ ভরতাশ্রমে।
পাদাঙ্কিতে মুণ্ডপৃষ্ঠে গদাধর সমীপতঃ।
তীর্থেচাকাশ গঙ্গায়াং গিরিকর্ণ মুখেষুচ।
স্নাতোহথ পিণ্ডদো ব্রহ্মলোকং কুলশতং নয়েৎ।২৭।

এবং বিশালা, লেলিহান, ভরতাশ্রম, পাদচিহ্নান্বিত মুণ্ডপৃষ্ঠ, গদাধর সন্নিকট, আকাশগঙ্গা, ও গিরিকর্ণমুখ ইত্যাদি সকল তীর্থে স্নান করতঃ পিণ্ডদান করিলে শত সংখ্যক পিতৃলোকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। ২৭।

দেবনদ্যাং বৈতরণ্যাং স্নাতঃ স্বর্গং নয়েৎ পিতৃন্।
স্নাতো গোদো বৈতরণ্যাং ত্রিঃসপ্ত কুলমুদ্ধরেৎ। ২৮।

গয়াতে দেবরূপা বৈতরণী নদীতে যে ব্যক্তি স্নান করে, তাহার পিতৃলোকের স্বর্গে গমন হয়। আর ঐ বৈতরণী নদী জলে স্নান করিয়া গোদান করিলে, দাতার একবিংশতি কুলের উদ্ধার হয়। ২৮।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বৈতরণ্যান্তু নারদ।
একবিংশ কুল্যান্যান্তু স্তারয়ে ন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥

মহাযোগী সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! আমি তোমাকে ত্রিসত্য করিয়া ইহা কহিতেছি, যে গয়াক্ষেত্রস্থিতা পিতৃ নিস্তারিণী বৈতরণী নদীতে স্নান দানাদি করিলে এক বিংশতি কুলকে নিস্তার করা হয় তাহাতে সংশয় নাই। ২৯॥

যমদ্বারে মহাঘোরে যাসা বৈতরণী নদী।
তামহং তর্ত্তুমিচ্ছামি কৃষ্ণাংগাং প্রদদাম্যিমাং।
অশক্তো যদিবা শক্তো গোপ্রদানং করোতিযঃ।
দেবনদ্যাং গোপ্রদানে শ্রাদ্ধকৃৎ স্বর্নয়েৎ পিতৃন্।
যাস্তে বৈতরণী নাম্নী নদী ত্রৈলোক্য বিশ্রুতা।
সাবতীর্ণা গয়াক্ষেত্রে পিতৃণাং তারণায় বৈ। ৩০।

ত্রিলোক বিখ্যাতা যে বৈতরণীনাম্নী নদী আছে, সেই বৈতরণী পিতৃলোকের নিস্তারণার্থে গয়াক্ষেত্রে স্বয়ং অবতীর্ণা হইয়াছেন। মহাঘোরভীষণা যমরাজ দ্বারে যে বৈতরণীনদী; সেই বৈতরণী তরিতে ইচ্ছা করিয়াআমি এই কৃষ্ণা গাবিদান করিলাম। শক্ত বা অশক্ত হইয়াও যে গোদানকরে, অর্থাৎ সাক্ষাৎ গো বা তন্মূল্য দান করে, এবং ঐ মহানদীতে শ্রাদ্ধ করে, তাহার পিতৃগণের স্বর্গলোকে গতি হয়॥ ৩০ ॥

ত্রিরাত্রোপধণেনৈব তীর্থাভিগমনে নচ।
অদত্বা কাঞ্চনং গাশ্চ দরিদ্রোজায়তে নরঃ ॥ ৩১ ॥

বৈতরণী তীর্থে অভিগমনপূর্ব্বক ত্রিরাত্র বাস ও উপবাস দ্বারা যে ব্যক্তি গোদান, ও কাঞ্চন দান না করে, সে ব্যক্তি অসংশয় দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, অর্থাৎ গয়াক্ষেত্রে গিয়া যে ব্যক্তি

বৈতরণীতে স্নান ও গো হিরণ্যাদি দান না করে, সে ব্যক্তি জন্মান্তরে নিস্বঃ হয়। ৩১।

ঘৃতকুল্যা মধুকুল্যা দেবিকাচ মহানদী।
শিলায়াঃ সঙ্গমো যত্র মধুশ্রবা প্রকীর্ত্তিতা।
অযুতং চাশ্বমেধানাং স্নান কৃল্লভতে নরঃ। ৩২।

ধর্ম্মশিলার সহিত মিলিত ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা, এবং মহানদী, দেবিকা এই চারি সরিৎকে মধুশ্রবা বলিয়া বিখ্যাত করেন। ইহাতে স্নান করিলে স্নান কৃৎ পুরুষের দশ সহস্র অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। ৩২।

গোদাবর্য্যাং বৈতরণ্যাং যমুনায়াং তথৈবচ।
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা পিণ্ডদানং তথৈবচ।
কুলানাং শত মুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকং নয়েন্নরঃ॥ ৩৩॥

সর্ব্বলোক বিখ্যাত মধুশ্রবাদিতে এবং গোদাবরী, বৈতরণী ও যমুনাতে পিণ্ডদানপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ অথবা কেবল পিণ্ডদান মাত্র করিলে শতকুলের উদ্ধার করিয়া শ্রাদ্ধী পিতৃগণের সহিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়॥ ৩৩॥

দশাশ্বমেধিকে হংসতীর্থে চামর কংকটে।
কোটীতীর্থে রুক্মকুণ্ডে পিণ্ডদঃ স্বর্গয়েৎ পিতৄন্। ৩৪

এবং দশাশ্বমেধিকতীর্থে, হংসতীর্থে, অমরকংকটতীর্থে, কোটী তীর্থে এবং রুক্মকুণ্ড তীর্থে, পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে, পিণ্ডদাতা পিতৃগণকে স্বর্গলোকে নীত হন॥ ৩৪॥

বৈতরণ্যাং ঘৃতকুল্যাং মধুকুল্যাং তথৈবচ।
কোটীতীর্থে নরস্নাত্বা দৃষ্ট্বাকোটীশ্বরঞ্চযঃ। ৩৫।

কোটী জন্মভবেদ্বিপ্রো ধনাঢ্যো বেদপারগঃ।
মার্কণ্ডেয়েশ কোটীশৌ নত্বাস্যাৎ পিতৃতারকঃ। ৩৬।

বৈতরণী, ঘৃতকুল্যা, মধুকুল্যা ও কোটীতীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করতঃ কোটীশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে, সেই ব্যক্তি কোটি জন্ম ব্রাহ্মণ হয়, এবং ধনবান, ও বেদপারগ হয়। মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও কোটীশ্বর দেবকে প্রণাম করিলে, প্রণামীজন পিতৃলোকের নিস্তারক হয় অর্থাৎ তাহার পিতৃলোক অসংশয় উদ্ধার হয়॥ ৩৫ ॥ ৩৬ ॥

অত্রান্তরে মরীচির আখ্যান কহিতেছি।

পূর্ব্বে মরীচি যখন নিরপরাধিনী নিজপত্নী ধর্ম্মসুতা ধর্ম্মব্রতাকে নিষ্কারণে অভিশপ্ত করিয়াছিলেন, তৎকালে ঐ পতিব্রতা সাধ্বী নিজপতি মরীচিকেও এই শাপ দিয়াছিলেন, যে আমি আপনাকে আর কি বলিব? আপনি অনাদিনিধন কল্যাণ কারণ মহাদেব শিব হইতে অভিশপ্ত হইবেন, বর্ত্তমান সময়ে সেই অভিশাপের কারণ কহিতেছি, অর্থাৎ মরীচি মুনি যে প্রকারে শিব সন্নিধানে শাপগ্রস্থ হন, তাহা শ্রবণ করহ।

রুক্মু পার্য্যাতক বনে পার্ব্বত্যাসহ শঙ্করঃ।
রহস্যে সংস্থিতোরেমে যুগানামযুতং পুরা॥ ৩৭॥

মহর্ষি সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! পূর্ব্বকালে মন্দরপর্ব্বতোপরি কনক পারিজাত কাননে ভগবান ভব অতি নির্জ্জনে অবস্থিত হইয়া পর্ব্বতীর সহিত দশ সহস্র যুগ পরিমাণ কালপর্য্যন্ত ক্রীড়া করেন॥ ৩৭ ॥

মরীচিঃফল পুষ্পার্থং পার্য্যাতক বনংগতঃ।
দৃষ্ট্বাশপ্তো মহেশেন যত্ত্বৎসুখ বিঘাতকঃ॥ ৩৮ ॥

একদা মরীচি মুনি ফল পুষ্পাহরণার্থ ঐ পারিজাত বনে গিয়া

উপস্থিত হন, সেই স্থান হরপার্ব্বতীর বিহরণ স্থল ; তাহা মরীচি বিজ্ঞাত হইতে না পারিয়া দৈবাৎ প্রবেশ করিয়া ক্রীড়াসক্ত হর-গৌরিকে দর্শন করিলেন। এবং ভূতভাবন শঙ্করও তৎকালোচিত সুখবিঘাতক রূপ মরীচিকে দেখিয়া রতি সুখ ভঙ্গজনিত মহাক্রোধে মরীচিকে এই অভিশাপ প্রদান করেন। রে মহামূঢ়! তুই রতি সুখানভিজ্ঞ, অতএব আমার শাপে চির দুঃখী হইয়া যন্ত্রণা ভোগ করিবে ইত্যন্তরে অন্বয়॥ ৩৮ ॥

দুঃখীভবেতি তদ্ভীতো মরীচিস্তুষ্টুবে শিবং।
তুষ্টঃ প্রোবাচ তং শম্ভু র্বৃণুষ্ব বর মুত্তমং॥ ৩৯॥

মহাদেব মরীচিকে এই অভিশপ্ত করিলেন রে রতিসুখ বিঘাতক! তুমিরতিবিঘাতে দুঃখী হইবে, তখন ভীতহইয়া মরীচি কাতরগর্ব্ব বহুবচন বিন্যাসপূর্ব্বক শিবকে স্তব করিতে লাগিলেন, তৎকৃত স্তবে মহাদেব পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার প্রসন্নতা সূচক বর প্রদানার্থ তাহাঁকে কহিলেন। রে বৎস! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি এক্ষণে আত্ম অভিলষিত বরযাচঞা করহ॥ ৩৯ ॥

শাপান্তবতু মুক্তির্ম্মে মরীচিঃ প্রাহশঙ্করং।
ভবেদ্গায়ায়াং মুক্তিস্তে শিবোক্তঃ প্রযযৌগয়াং। ৪০।

মরীচি মহাদেবকে প্রসন্ন দেখিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে প্রভো! যদি মৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ভবদ্দত্ত শাপ হইতে আমাকে পরিমুক্ত করুন্। মহাদেব আশুতোষ, তিনি স্বীয় আশুতোষতা-গুণে পরিতুষ্ট চিত্তে কহিলেন, বৎস! তুমি সত্বর গয়াধামে গমন করহ, তথায় তোমার শাপমুক্তি হইবে, এতৎ শম্ভুবাক্য শ্রবণে মহামুনি শিবকে প্রণাম করিয়া গয়াতে গমন করিলেন॥ ৪০ ॥

শিলাস্থিত স্তপস্তেপে সর্ব্বেষাং দুষ্করঞ্চযৎ।
মরীচিরীশ্বরাচ্ছপ্তঃ কৃষ্ণস্থ মগমৎ পুরা॥ ৪১

মরীচি গয়াধামকে আত্ম শাপ বিমোচন স্থান জানিয়া তত্রাগত হইয়া ধর্ম্মশীলার উপর সংস্থিত করতঃ সর্ব্বলোকের সুদুষ্করণীয় কষ্টগ্রহণপূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যৎকালে মহাদেব হইতে শাপগ্রস্থ হন্ তখন তাহার কলেবর কলুষ ভূতত্ব প্রযুক্ত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিল ॥ ৪১ ॥

তপসাদারুণেনে হ সবিপ্র শুক্লতাং গতঃ।
হরিরুচে মরীচিঞ্চ বরং বৃণুহি পুত্রক ॥ ৪২ ॥

সুদারুণ তপস্যাদ্বারা মরীচি কিছুকাল পরে কৃষ্ণতা পরিত্যাগ করতঃ শুক্লতা প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ নিষ্কিল্বিষ হওয়াতে তাঁহার পরিশুদ্ধ শরীর হইল। অনন্তর তত্তপপ্রভাবে ভগবান নারায়ণ তৎ সন্নিধানে সমাগত হইয়া মরীচিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে পুত্র আমি বরদ হইয়াছি, মৎসকাশে তুমি বর যাচঞা করহ ॥ ৪২ ॥

কি মলভ্যং হি ত্বত্তুষ্টে মরীচিঃপ্রাহ মাধবং।
হরশাপাদ্বিমুক্তোহং শিলাভবতু পাবনী ॥ ৪৩ ॥

মরীচি ভগবানকে সাক্ষাতে দর্শন করিয়া কহিলেন। হে প্রভো! তুমি সর্ব্বপ্রদ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব সত্তজনীয়, তুমি প্রসন্ন হইলে আর কি অলভ্য থাকে, এক্ষণে তবদর্শনে আমি হরশাপ হইতে বিমুক্ত হইলাম, তথাপি তবাজ্ঞানুসারে এই প্রার্থনা করিতেছি, যে আমি যে শিলাতে উপবিষ্ট হইয়া তপস্যা করিলাম, সেই মত্তপস্তোপ যোগিনী শিলা অধুনা তব প্রসাদে সর্ব্বলোকের পবিত্রকারিণী হউন্ ॥ ৪৩ ॥

ভূয়াম্মুক্তি করীচেয়ং তথেত্যুক্তা দিবংগতঃ ॥ ৪৪ ॥

মরীচির প্রার্থনানুসারে ভগবান কহিলেন। হে মরীচে! মৎ প্রসন্নভাবে তুমি শিব শাপে পরিমুক্ত হইবে, আর এই শিলাও সর্ব্ব

পাবনগুণ শালিনী জীবের মুক্তি কারিণী হইবেক। এই কথা কহিয়া শ্রীহরি বৈকুণ্ঠাখ্য স্বর্গলোকে গমন করিলেন॥ ৪৪ ॥

দিবৌকসাং পুষ্করিণী সমাসাদ্য নরঃশুচিঃ।
যত্রদত্তং পিতৃভ্যস্তু ভবত্যক্ষয় মিত্যুতঃ॥ ৪৫॥

গয়াধামে দেবতাদিগের কৃত যে পুষ্করিণী আছে, তাহার নাম দেব সরোবর, তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া শুচি শুদ্ধচিত্তে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণ পিণ্ডদানাদি করিলে পিতৃলোকে তৎফল অক্ষয়রূপে প্রাপ্ত হয়॥ ৪৫

তত্রস্নাতো দিবং যাতি সশরীরেণ মানবঃ।
পাপ্মানং প্রজাহাত্যেষ জীর্ণত্বচ মিবোরগঃ। ৪৬।

সেই সরোবর জলে মনুষ্য মাত্র স্নাত হইলে সমস্ত পাতকে পরিমুক্ত হয়, যেমন জীর্ণ হইলে সর্পগণ পুরাতন ত্বক্ পরিত্যাগ করে; ঐ রূপ মনুষ্যের সশরীরে স্বর্গ গমনের ক্ষমতা জন্মে॥ ৪৬ ॥

তৎপঙ্কজবনং তত্র পুণ্যকৃদ্ভি র্নিষেবিতং।
পাণ্ডুশিলা বৈ তত্রান্তে শ্রাদ্ধং যত্রাক্ষয়ো ভবেৎ। ৪৭

ঐ গয়াধামে তৎ সরোবরে পুণ্য কৃৎ ব্যক্তিদিগের নিষেবিত যে পঙ্কজ কানন আছে, কেহ কহেন চম্পক বন আছে, তন্মধ্যে যে পাণ্ডুবর্ণ শিলা, তাহাতে পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ডদান করিলে তৎফল অক্ষয় হয়॥ ৪৭ ॥

যুধিষ্ঠিরস্তু তস্যাংহি শ্রাদ্ধং কর্ত্তুং যযৌমুনে।
তত্রকালে পাণ্ডুনোক্তং মদ্ধস্তে দেহি পিণ্ডকং।
হস্তং ত্যক্তাশিলায়াঞ্চ পিণ্ডদানং চকারসঃ। ৪৮।

মহারাজা সত্যধর্ম্ম প্রতিপালক যুধিষ্ঠির, গয়াধামে গিয়া স্বপিতা পাণ্ডুরাজার উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া যখন পিণ্ডদানের উদ্যোগ করেন,

তৎকালে স্বয়ং পাণ্ডু সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন, পুত্র! যুধিষ্ঠির। আমি স্বয়ং আসিয়াছি, তুমি আমার হস্তে পিণ্ডদান করহ। এতৎ পিতৃবাক্য শ্রবণে সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ মহারাজা যুধিষ্ঠির তদ্বাক্যে বিমোহিত না হইয়া বিধি শাস্ত্রানুসারে ঐ শিলাতে পিণ্ডদান করিলেন, সাক্ষাৎ পিতার হস্তে পিণ্ডদান করিলেন না॥ ৪৮ ॥

শিলায়াং পিণ্ডদানেন প্রহৃষ্টোব্যাস নন্দনঃ।
বরং স্বপুত্রায়দদৌ রাজ্যং কুরু মহীতলে।
অকণ্টকঞ্চ সংপূর্ণং ত্বং মে ত্রাতাহি পুত্রক॥ ৪৯ ॥

শিলোপরি যখন রাজা পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলেন, তখন তৎকর্ম্ম ফলে ব্যাসনন্দন পাণ্ডুরাজা অতিশয় হৃষ্টমনা হইয়া স্বপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই বর দিলেন। হে বৎস! তুমি এই মহীতলে নিষ্কণ্টক সংপূর্ণ রাজ্য সুখভোগ কর, আমি এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেহেতু তুমি পুত্র হইয়া আমাকে উদ্ধার করিলে॥ ৪৯ ॥

স্বর্গং ব্রজ শরীরেণ ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
দৃষ্টিমাত্রেণ সংপূতান্নরকস্থান্ দিবং নয়॥ ৫০ ॥
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ পাণ্ডুঃশাশ্বতং পদমব্যয়ং॥ ৫১ ॥

এবং ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সশরীরে স্বর্গ গমনানন্তর দৃষ্টিমাত্রে নরকস্থ লোক সকলকে পবিত্র করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত করাইবে। এই মাত্র বাক্য যুধিষ্ঠিরকে কহিয়া রাজা পাণ্ডু নিত্য অব্যয় তদ্বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিলেন॥ ৫১ ॥ ৫০ ॥

নির্ম্মথ্যাগ্নিং শমীগর্ভে বিধ বিশ্বাদিভিঃ সহ।
লেভেপুত্রস্তু যজ্ঞার্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতং। ৫২ ॥

বিধাতা বিশ্বেদেবাদির সহিত যজ্ঞার্থ শমীকাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া তদগর্ভ

স্থ পুত্ররূপ অগ্নিকে যে স্থানে লাভ করিয়াছিলেন। ত্রিলোক বিখ্যাত সেই স্থানের নাম লাভ তীর্থ॥ ৫২ ॥

মথসংজ্ঞস্তু তত্তীর্থং পিতৃণাং মুক্তিদায়কং।
স্নাত্বাচ তর্পণং কৃত্বা পিণ্ডদোমুক্তি মাপ্নুয়াৎ॥ ৫৩॥

ঐ লাভ তীর্থকে মথসংজ্ঞকতীর্থও বলে, এতীর্থ পিতৃলোকের পরম মুক্তিদায়ক. ভত্তীর্থে স্নানতর্পণ ও পিতৃ পিণ্ডদানে পিতৃলোকের অক্ষয় সুখ ও পিণ্ডদাতার পরমামুক্তি লাভ হয়॥ ৫৩ ॥

পিতৃন্ স্বর্গং শিবং নত্বা সঙ্গমেহঙ্গারকেশ্বরং।
গয়াকূটে পিণ্ডদানা দশ্বমেধ ফলং লভেৎ॥ ৫৪॥

শিলা সঙ্গমস্থানে অঙ্গারকেশ্বর শিবকে নমস্কার করিলে, পিতৃলোকের স্বর্গ হয়। এবং গয়াকূটে পিতৃলোকের পিণ্ডদানে পিণ্ডদাতা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পায়॥ ৫৪ ॥

ভস্মকূটে ভস্মনাথং নত্বাচ তারয়েৎ পিতৃন্।
ত্যক্তপাপো ভবেন্মুক্তঃ সঙ্গমে স্নান মাচরেৎ। ৫৫।

ভস্মকূটে ভস্মনাথ শিবকে নমস্কার করিলে, পিতৃলোকের পরিত্রাণ হয়। আর সঙ্গম স্থানে স্নান করিলে ত্যক্ত পাপ হইয়া স্নায়ীপুরুষ তৎক্ষণ মাত্র মুক্ত দেহ প্রাপ্ত হন॥ ৫৫ ॥

উত্থিতো নির্গতঃ শম্ভুর্বরং বৃণু বশিষ্ঠক।
শ্রুত্বা প্রাহ তং বশিষ্ঠঃ শিবতুষ্টোসি মে যদি।
বস্তব্যঞ্চাত্র দেবেশ তথেত্যুক্ত্বা শিবঃস্থিতঃ॥ ৫৬।

পূর্ব্বে বশিষ্ঠ ঋষি ঐ সঙ্গম স্থানে তপস্যা করেন, এ কারণ তাহার নাম বশিষ্ঠতীর্থ। তথায় বশিষ্ঠ প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভূমি ভেদ করতঃ উত্থিত লিঙ্গরূপে সাক্ষাৎ শিব বশিষ্ঠকে বলিলেন, বৎস! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর গ্রহণ করহ। বশিষ্ঠ কহিলেন,

হে প্রভো! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রার্থনা করি যে, এতৎস্থানে আপনি নিত্য অবস্থান করুন্। কদাপি এস্থান পরিত্যাগ করিবেন না। এতৎ শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া মহাদেব তথায় অবস্থিতি করিলেন। অতএব বশিষ্ঠতীর্থে বশিষ্ঠেশ্বরকে প্রণাম পূজনাদি করিয়া পিতৃকার্য্য করিলে, অসংশয় পিতৃলোকের মুক্তি এবং আত্ম সুখস্বর্গ লাভ হয়। ৫৬।

পিণ্ডদো ধেনুকারণ্যে কামধেনু পদেষুচ।
স্নাতো নত্বাথ সংপূজ্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্। ৫৭

ধেনুকারণ্যে কামধেনুপদে পিণ্ডদান করিলে, এবং স্বয়ং স্নানানন্তর কামধেনুকে পূজা করিয়া প্রণাম করিলে, শ্রাদ্ধকৃৎ পুরুষের পিতৃলোকেরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েন। ৫৭।

কর্দ্দমালে গয়ানাভৌ মুণ্ডপৃষ্ঠ সমীপতঃ।
স্নাত্বা শ্রাদ্ধাদিকংকৃত্বা পিতৄণাম ঋণোভবেৎ॥ ৫৮।

মুণ্ডপৃষ্ঠ সমীপে কর্দ্দমাল স্থানে গয়ানাভিতে স্নান করতঃ পিতৃ উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি করিলে, শ্রাদ্ধকর্ত্তা পিতৃঋণ হইতে পরিমুক্ত হয়। ৫৮।

ফল্গুচণ্ডীশ মারাধ্য মঙ্গলাদ্যাঃ সমর্চ্চয়েৎ।
গয়ায়াঞ্চ বৃষোৎসর্গাত্রিঃসপ্ত কুলমুদ্ধরেৎ॥ ৫৯॥

হে নারদ! গয়াক্ষেত্রস্থ ফল্গুচণ্ডীশ্বরকে আরাধনা করতঃ এবং মঙ্গলাদি দেবী দিগকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবেক। এবং গয়াধামে বৃষোৎসর্গ করিলে, তৎফলে তৎকর্ত্তার এক বিংশতি কুলের উদ্ধার হয়। ৫৯।

যত্র যত্র স্থিতা দেবা ঋষয়োপি জিতেন্দ্রিয়াঃ।
আদৌ গদাধরং ধ্যাত্বা শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদিকং ততঃ।
কুলানাং শত মুদ্ধৃত্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্। ৬০।

এই গয়াক্ষেত্রের যে যে স্থানে যে যে দেবতা সকল, ও যে যে জিতেন্দ্রিয় ঋষিগণ আছেন। সর্ব্বাগ্রে গয়াধামের অধিষ্ঠাতা পরম দেব গদাধরকে ধ্যান করিয়া, পরে সেই সকল দেবস্থানে ও ঋষিদিগের স্থানে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি করিবে। এইরূপ যথাবিধানে পিতৃকার্য্য সম্পাদন করিলে, শ্রাদ্ধীপুরুষ শতকুলের উদ্ধার করতঃ পিতৃগণকে ব্রহ্মলোকে নীত হয়েন। ৬০।

গয়াগজো গয়াদিত্যো গায়ত্রীচ গদাধরঃ।
গয়া গয়াশিরশ্চৈব ষড়্গয়া মুক্তিদায়িকা॥ ৬১॥

গয়াগজ, গয়াদিত্য, গায়ত্রী, গদাধর, গয়া, এবং গয়াশির, এই ছয় গয়ামুক্তি প্রদায়িনী, ইহাতে শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদি দানে পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ হইতে পরিমুক্ত হয়, এবং পিতৃলোকেরও ব্রহ্মলোকে গতি হয়। ৬১।

ততো দধ্যোদনেনৈব দদ্যান্নৈবেদ্য মুত্তমং।
জনার্দ্দনায় দেবায় সমভ্যর্চ্চ্য যথাবিধি।
দদ্যান্নিক্ষিপ্য তদ্ধস্তে তচ্ছেষেণৈব জীবনং॥ ৬২॥

অনন্তর দধিযুক্ত নৈবেদ্য দানে জনার্দ্দনের যথা বিধি পূজা করতঃ তাঁহার হস্তে আত্ম জীবনস্বরূপ তৎশেষান্ন প্রদান করিবেন। অর্থাৎ মরণোত্তর ঐ অন্ন তিনি তাহাকে দিবেন। ৬২।

গয়াখ্যান মিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ সততং নরঃ।
শৃণুয়াৎ শ্রদ্ধয়া যস্তু সযাতি পরমাং গতিং॥ ৬২॥

এই সুপুণ্যজনক, গয়ামাহাত্ম্যপবিত্রাখ্যান যে নর নিরন্তর পাঠ করে, আর যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে নিত্য শ্রবণ করে, সেই সকল ব্যক্তির অন্তে পরমাগতি লাভ হয়। ৬২।

পাঠয়েদ্বা গয়াখ্যানং বিপ্রেভ্যঃ পুণ্য কৃন্নরঃ।
গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং তেন কৃতং তেন নসংশয়ঃ॥ ৬২।

আর পুণ্যবান যে ব্যক্তি স্বয়ং পাঠে সমর্থে ব্রাহ্মণদ্বারা এই গয়াখ্যান পাঠ করান্, তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধ করার সম্যক্ ফল লাভ হয়, অর্থাৎ গয়াগমন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ না করিলেও অসংশয় তাঁহার গয়াশ্রাদ্ধ করা সিদ্ধ হয়। ৬৩।

গয়ায়া মহিমানঞ্চ অভ্যাসেদ্যঃ সমাহিতঃ।।
তেনেষ্টং রাজসূয়েন চাশ্বমেধেন নারদ।। ৬৪।।

সনৎকুমার নারদকে কহিতেছেন। হে নারদ! যে ব্যক্তি সমাহিত চিত্তে এই গয়ামাহাত্ম্য অভ্যাস করেন, তাঁহার সুনিশ্চিত রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করা সিদ্ধ হয়। ৬৪।

লিখেদ্বা লেখয়েদ্বাপি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকং।
তস্যগেহে স্থিরালক্ষ্মীঃ সুপ্রসন্না ভবিষ্যতি।। ৬৫।।

যে ব্যক্তি এই গয়ামাহাত্ম্য পুস্তক, আপনি স্বহস্তে লিপি করেন অথবা অন্যের দ্বারা লেখাইয়া রাখেন, কিম্বা গৃহস্থিত পুস্তককে নিত্য পূজা করেন, তাঁহার গৃহে সর্ব্বদা লক্ষ্মী সুস্থিরা হইয়া অধিবাস করেন। ৬৫।

উপাখ্যান মিদং পুণ্যং গৃহেতিষ্ঠতি পুস্তকং।
সর্পাগ্নি চৌর জনিতং ভয়ং তত্র নবিন্দতে।। ৬৬।

এই পুণ্যাখ্যান গয়ামাহাত্ম্য পুস্তক, যে ব্যক্তির গৃহে অবস্থিতি করিবেন। তাঁহার গৃহে কদাপি সর্পাগ্নি চৌর জনিত ভয়োৎপন্ন হইতে পারিবেক না। ৬৬।

শ্রাদ্ধকালে পঠেদ্যস্তু গয়ামাহাত্ম্যমুত্তমং।
বিধিহীনন্তু তৎসর্ব্বং পিতৃণান্তু গয়াসমং।। ৬৭।।

শ্রাদ্ধকালে যে ব্যক্তি এই পরমোত্তম গয়ামাহাত্ম্য পাঠ করিবেন,

তাঁহার শ্রাদ্ধ পিণ্ডদানাদি কর্ম্ম সকল বিধিহীন হইলেও তাহাতে গয়াশ্রাদ্ধতুল্য পিতৃগণের পরিতৃপ্তি জন্মিবে। ৬৭।

যানি তীর্থানি ত্রৈলোক্যে তানি দৃষ্টানি তত্রবৈ।
যেনজ্ঞাতং গয়াখ্যানং শ্রুতংবা পঠিতং মুনে।। ৬৮।।

যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই গয়াখ্যান জ্ঞাত কি শ্রুত বা পঠিত হয়। হে নারদ! সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্রিলোক মধ্যে যে সকল তীর্থ আছে, সে সমুদায় তীর্থই দৃষ্ট হইয়াছে জানিবেন। অর্থাৎ গয়ামাহাত্ম্য পাঠে ও শ্রবণে সম্যক্ তীর্থ দর্শন জনিত ফল সিদ্ধ হয় ইতিভাবঃ। ৬৮।

সূত উবাচ।

সনৎকুমারো মুনি পুঙ্গবায় পুণ্যাং কথাং চাথ-
নিবেদ্য ভক্ত্যা। স্বমাশ্রমং পুণ্যবনৈরুপেতং
বিসৃজ্য সঙ্গীত গুরুং জগাম।। ৬৯।।

অনন্তর শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন। হে কুলনন্দন শৌনক! মহাযোগী সনৎকুমার মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে ভক্তিপূর্ব্বক এই গয়ামাহাত্ম্যসূচক পুণ্যকথা নিবেদন করিয়া পুণ্য-বন পরিশোভিত স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এবং নারদাদি ঋষিগণকে বিদায় করতঃ স্বীয় সংগীত গুরু সন্নিধানে গমন করি-লেন। ৬৯।

ইতি শ্রীসূতশৌনক সম্বাদীয় বায়ু পুরাণোক্ত গয়ামাহাত্ম্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।। ৮।।

শ্রিয়ানন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
কৃতা বায়ুপুরাণোক্তা গয়ানুষ্ঠান পদ্ধতিঃ।।